Fuad

কিশোর ক্লাসিক

চার্লস নর্ডহফ ও
জেমস নরম্যান হল-এর

মেন এগেইনস্ট দ্য সী

রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ

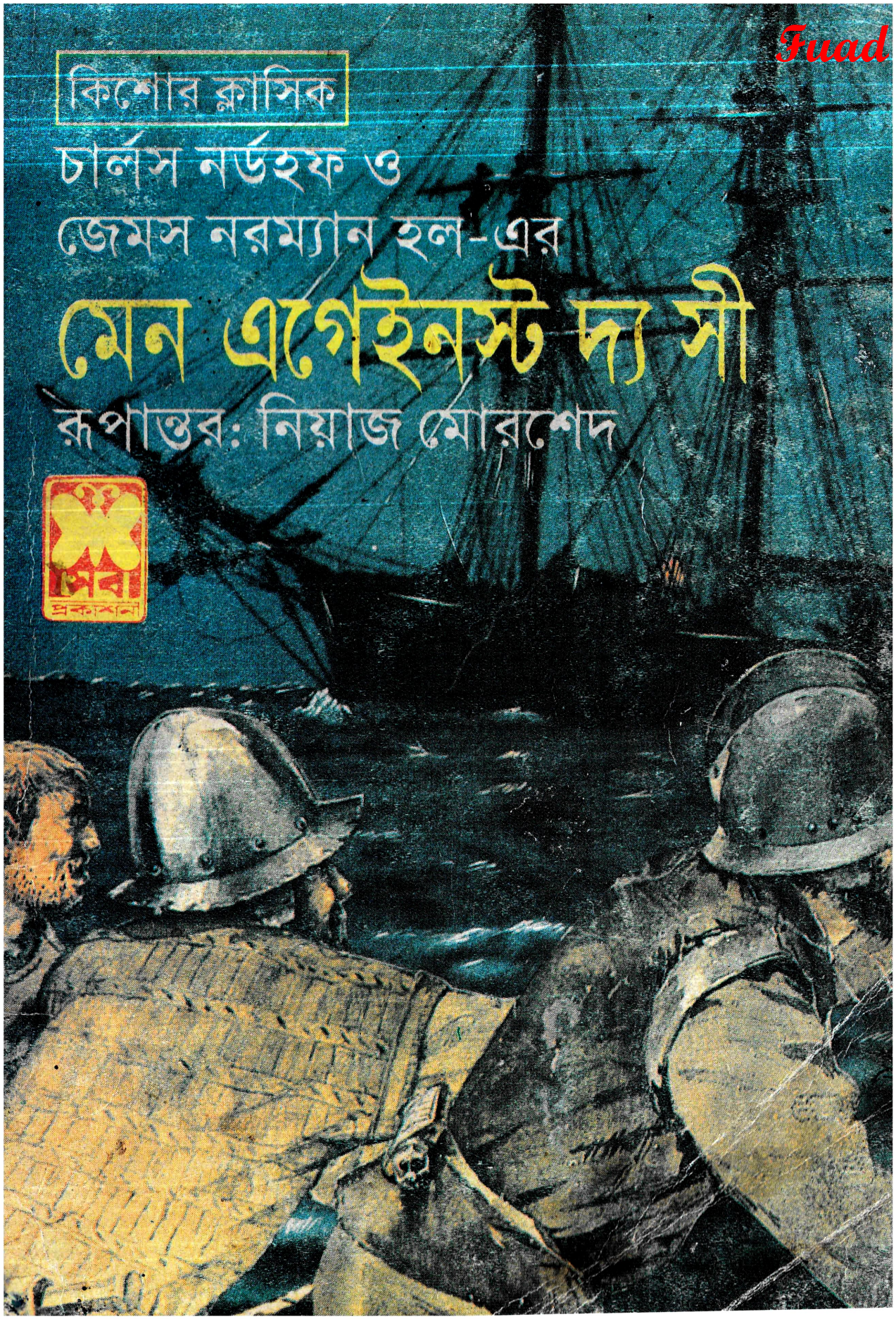

সেবা প্রকাশনী

কিশোর ক্লাসিক

মেন এগেইনস্ট দ্য সী

মূল: চার্লস নর্ডহফ ও
জেমস নরম্যান হল
রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ

বিদ্রোহীদের দখলে এইচ. এম. এস বাউন্টি।
আঠারোজন নাবিকসহ ক্যাপ্টেন উইলিয়াম ব্লাইকে
ছোট এক নৌকায় নামিয়ে
ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে খোলা সাগরে।
বিদ্রোহীদের বক্তব্য: 'পারলে এই নৌকা নিয়ে
দেশে ফিরে যাও, না পারলে মরো।'
দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন ব্লাই।
শুরু হলো সাগরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
দুরন্ত সাগর উনিশ জন মানুষকে মিশিয়ে
দিতে চাইল নৌকার খোলের সঙ্গে।
পারল কি?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

কিশোর ক্লাসিক

মেন এগেইনস্ট দ্য সী

মূল: চার্লস নর্ডহফ/জেমস নরম্যান হল

রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ

সেবা প্রকাশনী

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

বইটি Banglapdf.net এর সৌজন্যে ক্রিয়েট করা। আমার ক্রিয়েট করা বই এর ব্যাপারে আমার অনুরোধ একটাই কোথাও শেয়ার করলে শুধু সাইটের কার্টেসী টুকু দিলেই হবে। তবে বেশ কিছু সাইট এবং বেশ কিছু গ্রুপ এই সাধারণ ভদ্রতাটুকু দেখাতেও রাজী না। যাইহোক, আসল কথা হল, সোর্স আমরাই। অন্যরা কার্টেসী দিলে ত ভাল, নাহয় চুরি করে চালাচ্ছে। আশা করব চোরদের বা অভদ্রদের এড়িয়ে চলার মানসিকতা আমাদের সবার মধ্যেই বিদ্যমান। ধন্যবাদ।

ISBN 984-16-3088-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ২০০০

প্রচ্ছদ শরাফত খান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি. পি ও বক্স: ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco.net
Web Site. www.ancbooks:com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

MEN AGAINST THE SEA
By: Charles Nordhoff/James Norman Hall
Trans & Ed. by Neaz Morshed

সেবা প্রকাশনী

উনত্রিশ টাকা

মেন এগেইনস্ট দ্য সী

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ক্লাসিক

লিউ ওয়ালেস
বেন-হার
অ্যানটনি হোপ
রুপার্ট অভ হেনৎযাউ
স্যার ওয়াল্টার স্কট
আইভানহো
চার্লস নর্ডহফ ও
জেমস্ নরম্যান হল
বাউন্টিতে বিদ্রোহ
সারভান্তেস
ডন কুইক্সোট
কানাইলাল রায়
কিশোর রামায়ণ
দশ কুমার চরিত
লুইজা মে অ্যালকট
লিটল ইউমেন
শেক্সপীয়ার
নাটক থেকে গল্প
ডব্লিউ. এম. থ্যাকারে
ভ্যানিটি ফেয়ার
আলেকজান্দার দ্যুমা
দ্য কর্সিকান ব্রাদার্স
অ্যানি ফ্রাঙ্ক
অ্যানি ফ্রাঙ্কের ডায়েরী
জর্জ অরওয়েল
অ্যানিমেল ফার্ম
ভিক্টর হুগো
লা মিজারেবল
হাঞ্চব্যাক অভ নটর ডেম
চার্লস ডিকেন্স
অলিভার টুইস্ট
আ টেল অভ টু সিটিজ
দ্য পিকউইক পেপার্স
এমিলি ব্রনটি
ওয়াদারিং হাইটস
হ্যারিয়েট বীচার স্টো
আঙ্কল টম্স্ কেবিন
রাডইয়ার্ড কিপলিং
ক্যাপ্টেনস কারেজিয়াস
লর্ড লিটন
দ্য লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই
হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড
মুন অভ ইজরাইল
ই. নেসবিট
দ্য রেলওয়ে চিলড্রেন

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

আমার বন্ধু উইলিয়াম এলফিনস্টোনকে অন্তিম শয়ানে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। নদীর পুব তীরে, হাসপাতাল থেকে খুব বেশি হলে পাঁচ কেব্‌ল দূরে লুথারান গির্জার প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়েছে ওকে। বাতাভিয়ার সার্জন জেনারেল মিস্টার স্পারলিং আমাকে নৌকায় উঠতে সাহায্য করলেন। নদীর ওপারে পাল্কি নিয়ে অপেক্ষা করছে দুই মালয়ী ভৃত্য, আমাকে কবরের কাছে নিয়ে যাবে।

আমাদের ছোট্ট দলটার আরও দু'জন আগেই গেছে। একজন লেফ্‌টেনান্ট, রাউন্টির কোয়ার্টারমাস্টারদের একজন; আর টমাস হল, পাচকদের একজন। দীর্ঘ, কষ্টকর যাত্রার ধকলে নিঃশেষিত, বিধ্বস্ত ওদের শরীর সহজেই শিকার হয়েছে জাভার বিরূপ জলবায়ুর। মিস্টার স্পারলিং সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি ওদের বাঁচাতে।

এলফিনস্টোনের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে ফেরার পর শুনলাম আমার অন্য সঙ্গীরা আগামীকাল ইওরোপের পথে রওনা হবে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজ 'হল্যান্ডিয়া'য় চড়ে। নিজের জন্যে দুঃখ হলো আমার। আমি যেতে পারব না ওদের সাথে। মিস্টার স্পারলিং-এর মতে আমার পায়ের ঘা সারতে আরও কয়েক মাস লাগবে। ততদিন নড়াচড়া বারণ। দেশে ফেরার জন্যে যত উন্মুখই হই না কেন, আপাতত এখানে, এই বাতাভিয়াতেই থাকতে হবে আমাকে।

মিস্টার স্পারলিং সময় পেলেই চলে আসেন আমার কাছে। গল্পগুজব করে সঙ্গ দেন। তা সত্ত্বেও দিনের একটা বিরাট অংশ একা কাটাতে হয় আমাকে। তাই কলম তুলে নিয়েছি স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আমার এই নিঃসঙ্গ সময়গুলো ভরিয়ে তোলার আশায়।

নাবিকদের হাসপাতালটা সচরাচর যেমন হয় তেমন। বড়সড়, খোলামেলা, কতকগুলো ওয়ার্ডে বিভক্ত। একেক ওয়ার্ডে একেক ধরনের রোগাক্রান্তদের থাকবার ব্যবস্থা। আমার সৌভাগ্য, আমি স্থান পেয়েছি খোদ সার্জন জেনারেলের বাসায়। পিয়াজার ফুল লতাপাতা ছাওয়া এক অংশে একটা চৌকি পেতে দিয়েছেন। সেখানে বালিশে হেলান দিয়ে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাই। বই পড়ি, লিখি বা ব্যান্ডেজ করা পা-টা ছড়িয়ে দিয়ে বসে থাকি চুপচাপ। মাঝে মাঝে আমার জাহাজী সঙ্গীরা আসে বেড়াতে। কাল থেকে আর আসবে না ওরা। দীর্ঘ দিনগুলো একা কাটাতে হবে। মিস্টার স্পারলিং-এর মত সহৃদয় মানুষ হয় না, আমার জাহাজী সঙ্গীরা ছাড়া একমাত্র তাঁর সাথেই একটু কথা বলতে পারি (আর কারও সঙ্গে তা সম্ভব হয় না ভাষার ব্যবধানের কারণে)। কিন্তু ভদ্রলোক এত ব্যস্ত থাকেন

সারাদিন, সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে আমার সঙ্গে বকর বকর করার ইচ্ছে খুব একটা তাঁর থাকে না। তবু নিয়ম করে প্রতি সন্ধ্যায় কিছুটা সময় কাটিয়ে যান আমার সাথে। তাঁর স্ত্রী দু'একদিন বিকেলে আসেন তাঁর স্থানীয় দাসীদের সাথে নিয়ে। কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে যান। অপূর্ব সুন্দরী মহিলা। বয়স বিশের বেশি হবে না। সাধারণত মালয়ী পোশাক পরেই থাকেন। কথা বলতে খুব ইচ্ছে হয় তাঁর সাথে, কিন্তু বলা হয় না। উনি ইংরেজি জানেন না, আমি ডাচ জানি না। দীর্ঘদিন নারীসঙ্গ বিবর্জিত আমি। উনি এলে কী যে ভাল লাগে বোঝাতে পারব না। কথা বলতে পারলে আরও ভাল লাগত নিঃসন্দেহে।

এলফিনস্টোনকে কবর দিয়ে ফিরে লেখার সাজসরঞ্জাম চেয়েছিলাম সার্জন জেনারেলের কাছে। তাঁর স্ত্রী একটু আগে পৌঁছে দিয়ে গেছেন জিনিসগুলো। এখনও রাত হতে অনেক দেরি। তাই বসে না থেকে শুরু করছি লেখা।

হিজ ম্যাজেস্টির সশস্ত্র জাহাজ বাউন্টিতে যে বিদ্রোহ হয়েছিল সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলব না আমি। ক্যাপ্টেন ব্লাই ইতোমধ্যে তার এক বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন এবং কুপ্যাঙ-এর গভর্নরের সচিব মিস্টার টিমোথিয়াস ওয়ানজন তা অনুবাদ করেছেন ডাচ ভাষায়। এ অঞ্চলের প্রতিটি ডাচ উপনিবেশে তার একটা করে কপি পাঠানো হবে বা হয়েছে যাতে কর্তৃপক্ষীয় মহল তা পাঠ করে সতর্ক থাকতে পারে, বাউন্টি কোন ভাবে যদি এদিকে এসে পড়ে (তার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে) তাহলে ধরবে বিদ্রোহীদের। বাউন্টির লঞ্চে নামিয়ে দেয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আমাদের জীবনে যা ঘটেছে শুধু তার বিবরণ লিখব আমি। আমাদের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডেভিড নেলসনও এ বিষয়ে লিখবে বলে ভেবেছিল। কিন্তু বেচারা মারা গেল টিমোর-এ। লেখা আর হয়ে ওঠেনি তার।

২৮ এপ্রিল, ১৭৮৯। সবেমাত্র ভোর হয়েছে। হালকা পুবাল বাতাসে এগিয়ে চলেছে বাউন্টি। ফ্রেন্ডলি আর্কিপিলাগোর তোফোয়া দ্বীপের দৃষ্টিসীমার ভেতরে রয়েছি আমরা। আমি তখন ঘুমিয়ে। মাস্টার অ্যাট আর্মস চার্লস চার্চিল আর গানারের মেট জন মিলস-এর ধাক্কায় আচমকা ঘুম ভাঙল আমার। ওরা জানাল ভারপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট ফ্লেচার ক্রিশ্চিয়ানের নেতৃত্বে জাহাজ দখল করেছে ওরা। জাহাজের বেশিরভাগ নাবিক ওদের দলে আছে। এরপর ওরা আমাকে তক্ষুণি ডেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল। চার্চিল, মিলস দু'জনকেই সশস্ত্র দেখলাম। একজনের হাতে পিস্তল অন্যজনের হাতে মাস্কেট। আচমকা ঘুম থেকে উঠে এই সব দেখে শুনে এমন বিভ্রান্ত অবস্থা হলো আমার যে বোকার মত তাকাতে লাগলাম এদিকে ওদিকে। নিজের চোখকে, কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। ওদের তাড়া খেয়ে বিছানা থেকে নেমে কাপড় পরে উঠে এলাম ডেকে।

আর কোন সন্দেহ রইল না, সত্যিই ওরা বিদ্রোহ করেছে এবং দখল করে নিয়েছে জাহাজ। ক্যাপ্টেন ব্লাই দাঁড়িয়ে আছেন পেছনের মাস্তুলের কাছে। গায়ে শার্ট ছাড়া আর কোন পোশাক নেই। দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা।

ক্রিশ্চিয়ান এবং আরও চার পাঁচজন মাস্কেট উঁচিয়ে আছে তাঁর দিকে। পরিস্থিতি পুরোপুরি নৈরাশ্যজনক। জাহাজ বিদ্রোহীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। যারা বিদ্রোহে অংশ নেয়নি বা নিতে অস্বীকার করেছে তাদেরও জড়ো করা হয়েছে ডেকের এক পাশে। কয়েকজন সশস্ত্র নাবিক পাহারা দিচ্ছে তাদের। প্রধান মাস্তুলের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মাস্টারের মেট উইলিয়াম এলফিনস্টোন আর কোয়ার্টার মাস্টারদের একজন জন নর্টন। বেওনেট লাগানো মাস্কেট হাতে দুই নাবিক পাহারা দিচ্ছে। ওদের সাথে গিয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়া হলো আমাকে। পাহারাদারদের একজন, জন উইলিয়ামস চিৎকার করে বলল:

'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকুন, মিস্টার লেডওয়ার্ড। আপনাদের কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে আমাদের নেই, কিন্তু, ঈশ্বরের কসম, ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের দিকে যদি এক পা-ও এগিয়েছেন, সোজা পেট ফাঁসিয়ে দেব বলে দিচ্ছি!'

এলফিনস্টোন, নর্টন আর আমি নরম কথায় ওদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম, ওরা যা করছে তা ভয়ঙ্কর অপরাধ। এর পরিণতি শুভ হবে না ওদের জন্যে। কিন্তু ব্লাইয়ের প্রতি সুতীব্র ঘৃণায় ওরা এমন জ্বলছে যে আমাদের কথা কানেই তুলল না। বরং চিৎকার করে গালিগালাজ করতে লাগল ব্লাইকে।

প্রধান মাস্তুলের কাছে দাঁড়িয়েছি খুব বেশিক্ষণ হয়নি; এই সময় দেখলাম চার্চিলের ওপর ব্লাইকে পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে সরে আসছে ক্রিশ্চিয়ান। জাহাজের এক প্রান্তে গিয়ে কয়েকজন বিদ্রোহীর সাথে কী আলাপ করল, তারপর ফিরে এসে ঘোষণা করল, ক্যাপ্টেন ব্লাই এবং তাঁর অনুগতদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে জাহাজ থেকে। প্রচণ্ড উল্লাসে ফেটে পড়ল বিদ্রোহীরা। দু'একজন হিংস্র ভঙ্গিতে তেড়ে গেল ব্লাইয়ের দিকে–অবশ্য নিছক ভয় দেখানোর জন্যেই। কারণ দেখলাম, কেউ সত্যি সত্যি আঘাত করল না তাঁকে। এখন ভাবি সত্যিই যদি সেদিন কেউ ব্লাইয়ের পেটে বেওনেট ঢুকিয়ে দিত বা গুলি করে বসত; কী হত আমাদের! হয় সাগরে ডুবে মরতাম না হলে হুকুমের দাস হয়ে ভেসে বেড়াতাম বিদ্রোহীদের সাথে।

একটু পরেই জানা গেল কোথায় নামানো হবে আমাদের। না, কোন দ্বীপে নয়, বাউন্টির যে ছোট কাটারটা আছে তাতে নামিয়ে ভাসিয়ে দেয়া হবে। ব্লাই এবং তাঁর অনুগতদেরকে একটা সুযোগ দিতে চায় ক্রিশ্চিয়ান–দেশে ফেরার সুযোগ। তাই চিরদিনের জন্যে কোন দ্বীপে না নামিয়ে কাটারে নামানোর কথা ভেবেছে সে।

কিন্তু কাটারের কথা শুনে আমরা সবাই শিউরে উঠলাম। খুব বেশি হলে ছ'জন মানুষ উঠতে পারে ওতে, তাছাড়া ওটার তলী পানিতে খেয়ে আর পোকায় কেটে এমন ঝাঁঝরা করে দিয়েছে যে কয়েক ঘণ্টার বেশি ভেসে থাকতে পারবে না ওটা সাগরে। আমাদের কয়েকজনের কাকুতি-মিনতির পর কাটারের বদলে লঞ্চ দিতে রাজি হলো ক্রিশ্চিয়ান। ওটা পরিষ্কার করে পানিতে নামানোর উপযোগী করে তোলার নির্দেশ দিল কয়েকজনকে। লঞ্চটা পরিষ্কার করা হয়ে যাওয়ার পর এক সুযোগে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম ক্রিশ্চিয়ানের। ও এগিয়ে এল।

'মিস্টার লেডওয়ার্ড,' ক্রিশ্চিয়ান বলল, 'তুমি জাহাজে থাকতে পারো ইচ্ছে করলে।'

'না, আমি ক্যাপ্টেনের সাথেই যাব,' বললাম আমি।

'তাহলে এক্ষুণি যাও, লঞ্চে উঠে পড়ো।'

কয়েকজন নাবিক সাগরে নামাতে শুরু করেছে লঞ্চটা। সেদিকে একবার তাকিয়ে ক্রিশ্চিয়ানের দিকে ফিরলাম আমি। বললাম:

'নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে কিছু ওষুধপত্র নিতে দেবে, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান, তাছাড়া, আমার দু'একটা কাপড়-চোপড়–'

বিদ্রোহী নাবিকদের একজনকে ডাকল ক্রিশ্চিয়ান। 'কুইনটাল, মিস্টার লেডওয়ার্ডকে ওর কেবিনে নিয়ে যাও। কিছু কাপড়-চোপড় আর ছোট ওষুধের বাক্সটা নেবে। খেয়াল রেখো বড়টা থেকে যেন কিছু সরাতে না পারে।'

সরে গেল ক্রিশ্চিয়ান। সেই আমার শেষ কথা বিপথগামী লোকটার সাথে।

ছোট ওষুধের বাক্সটা হাতলওয়ালা। একজনই যথেষ্ট বয়ে আনার জন্যে। আমি সব সময় ওটা তৈরি রাখি প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র এবং অস্ত্রপাতি, ব্যান্ডেজ, গজ ইত্যাদি সহ। কেবিনে গিয়ে দ্রুত বাক্সটা খুলে একবার দেখে নিলাম। কুইনটাল সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বাক্স দেখে সন্তুষ্ট হলাম আমি। সব ঠিকই আছে। বড় বাক্সে যে সব ওষুধ এবং সাজ সরঞ্জাম আছে তার সবই কিছু কিছু করে আছে এটাতে। তার ওপর ভরলাম আমার ক্ষুর, নস্যির কৌটা এবং গোটা ছয়েক মদের গ্লাস–মদের গ্লাসগুলো পরে খুব কাজে এসেছিল আমাদের। এক হাতে বাক্সটা নিয়ে অন্য হাতে দু'তিনটে কাপড় চোপড় টেনে নিয়ে কুইনটালের পেছন পেছন ফিরে এলাম উপরের ডেকে।

লঞ্চটা ভাসানো হয়ে গেছে পানিতে। ক্যাপ্টেন ব্লাই, মাস্টার জন ফ্রায়ার, সারেং উইলিয়াম কোল এবং আরও বেশ কয়েকজনকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে ওতে। আমিও এগিয়ে গেলাম নামার জন্যে। গ্যাঙওয়ের কাছে থামাল চার্চিল। ওষুধের বাক্সটা পরীক্ষা করে দেখল। তারপর বলল:

'যান নেমে পড়ুন।'

নামার পর ওষুধের বাক্স এবং আমার কাপড়গুলো ধরিয়ে দেয়া হলো আমার হাতে।

সবার শেষে যারা লঞ্চে নেমেছে আমি তাদের একজন। আমার পরে আর দু'জন মাত্র নামল। একজন মিস্টার স্যামুয়েল, ক্যাপ্টেনের কেরানী; অন্যজন রবার্ট টিঙ্কলার, মিডশিপম্যান। লঞ্চটার এতখানি এখন পানির নিচে চলে গেছে যে মিস্টার ফ্রায়ার, এমন কি ক্যাপ্টেন ব্লাইও, অনুনয় বিনয় করে বলছেন যেন আর কাউকে না পাঠানো হয়। আমার বিশ্বাস সুযোগ দিলে আরও অন্তত দু'জন মিডশিপম্যান এবং তিন চারজন নাবিক চলে আসত আমাদের সাথে। ভাগ্য ভাল সে সুযোগ ওদের দেয়া হলো না। দিলে

আমাদের কপালে কি ঘটত বলা মুশকিল। মাঝ বরাবর মাত্র সাত কি আট ইঞ্চি পানির ওপরে আছে লঞ্চের কিনারা। লম্বায় মাত্র তেইশ ফুট ওটা, চওড়ায় ছ'ফুট নয় ইঞ্চি আর গভীরতা দু'ফুট নয় ইঞ্চি। এতটুকু একটা জলযানে উনিশজন! প্রত্যেকের সাথেই আছে যার যার কাপড়ের পোটলা। তার ওপর আছে বিদ্রোহীরা দয়া পরবশ হয়ে যে খাবার দাবার, পানীয় ইত্যাদি দিয়েছে সে সব। সব মিলিয়ে, সত্যিকথা বলতে কি, বিপজ্জনকভাবে বোঝাই হয়েছে নৌকাটা।

কিন্তু এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি নিয়ে ভাবার সময় নেই আমাদের। কয়েকজন বিদ্রোহী দড়ি ধরে টেনে জাহাজের পেছনে নিয়ে যাচ্ছে লঞ্চটাকে। এরপর মিনিট পনেরো বাউন্টির পেছন পেছন টেনে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। রেলিংয়ের কাছে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্রোহীরা। হল্লা করে উল্লাস প্রকাশ করছে, চিৎকার করে টিটকারি মারছে আমাদের দিকে তাকিয়ে–আমাদের দিকে তাকিয়ে, তবে বেশির ভাগই মিস্টার ব্লাইয়ের উদ্দেশ্যে। ওদের উল্লাস দেখতে দেখতে আমি না ভেবে পারলাম না, জাহাজের প্রায় অর্ধেক লোকের সম্পূর্ণ অগোচরে বিদ্রোহের মত এতবড় একটা ব্যাপার ওরা সংগঠিত করল কী করে? আমি নিজের কথা বলতে পারি, কাল সন্ধ্যায়ও বিদ্রোহীদের কারও আচরণে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ করিনি। এটা ঠিক, শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে মাঝেমধ্যে কঠোর ব্যবস্থা নিতেন ক্যাপ্টেন ব্লাই, সেজন্যে অনেকেই, বিশেষ করে যারা কখনও না কখনও শাস্তি পেয়েছে তারা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। কিন্তু সে ক্ষোভ যে বিদ্রোহ করার মত তীব্র তা কখনও আমার মনে হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি মিস্টার ব্লাই শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে যেটুকু কঠোরতা দেখিয়েছেন হিজ ম্যাজেস্টির যে কোন জাহাজে ততটুকু তো বটেই, অনেক সময় বেশিও দেখানো হয়ে থাকে। জাহাজে চাকরি করতে হলে এটা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি পেতে হবে; এটাই নিয়ম। আমার ধারণা বিদ্রোহীরাও জানে একথা। তবু ব্লাইয়ের প্রতি ওদের ক্ষোভ বা ঘৃণা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। এক জনকে চিৎকার করে বলতে শুনলাম:

'যাও, বুড়ো বজ্জাত, সাঁতরে বাড়ি যাও!'

'হ্যাঁ, সাঁতরে যেতে পারলে যাও, নয়তো ডুবে মরো,' অন্য একজন।

'যাও, বজ্জাতের বাচ্চা, তোমাকে ছাড়া ভালই থাকব আমরা,' আরেকজন।

তারপর আরেকজন, 'আর চাবকাবি, শয়তানের বাচ্চা? তোর···' এরপর যে কথাগুলো বলা হলো তা আর আমি লিখতে চাই না। তবে একটা কথা না বললে বিদ্রোহীদের প্রতি অবিচার করা হবে–এইসব কুৎসিত গালাগালি, টিটকারি মাত্র চারপাঁচজন বিদ্রোহীর মুখ থেকেই বেরোচ্ছে, বাকিরা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কারও কারও দৃষ্টিতে করুণাও যেন দেখতে পেলাম আমাদের জন্যে। মনে হয় এখন ওরা বুঝতে পারছে ঝোঁকের বশে কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড করে বসেছে।

জংলীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার মত কোন অস্ত্র ওরা দেয়নি আমাদের। আমাদের কেউ কেউ অনেক কাকুতি মিনতি করল কয়েকটা মাস্কেটের জন্যে। কিন্তু মন গলল না বিদ্রোহীদের। বরং এ নিয়েও কিছুক্ষণ গালিগালাজ টিটকারি চলল। শেষে অবশ্য গোটা চারেক কাটল্যাস (এক ধরনের তরবারি) দড়িতে বেঁধে ছুঁড়ে দেয়া হলো আমাদের দিকে। ব্যস, আর কিছু না–একটা পিস্তলও না। ভয়ানক খেপে গেলেন ক্যাপ্টেন ব্লাই। উঠে দাঁড়িয়ে দুর্বৃত্তগুলোকে শাসাতে লাগলেন তিনি। অমনি দু'তিনজন বিদ্রোহী অস্ত্র তাক করল তাঁর দিকে। ভাগ্য ভাল ব্লাইয়ের, ভাগ্য ভাল আমাদের, গুলি ছোঁড়ার আগেই ওদের ঠেকাল ওদের ঊর্ধ্বতনরা। এরপর লঞ্চ বাঁধা রশিটা কেটে দেয়া হলো। ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়তে লাগল বাউন্টি আর আমাদের ভেতর। একটু পরে ব্লাইয়ের নির্দেশে দাঁড় বের করা হলো খোল থেকে। কয়েকজন লেগে গেল দাঁড় টানতে। আমরা এগিয়ে চললাম বাউন্টি যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টো দিকে।

ইতোমধ্যে একটা নির্দিষ্ট গতিপথে এগোতে শুরু করেছে বাউন্টি। উপরের পালগুলো মেলে দেয়া হয়েছে। একটু পরেই দেখলাম বড় পালগুলো খুলে দেয়ার জন্যে কয়েকজন বিদ্রোহী মাস্তুল বেয়ে উঠছে। ওদের চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে এখনও, তবে ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে। দেখতে দেখতে দূরে চলে গেল জাহাজটা। সব শব্দ মিলিয়ে গেল।

বিশাল বিপুল নৈঃশব্দ আমাদের ঘিরে রেখেছে। দাঁড় টানার মৃদু ক্যাঁচকুঁচ শব্দ আর জলে দাঁড় পড়ার ছপাৎ-ছল ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই চরাচরে। ছ'ছটা দাঁড় টানা হচ্ছে। কিন্তু লঞ্চটা এমন বোঝাই হয়েছে যে বিশেষ লাভ হচ্ছে না তাতে। খুব ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে উত্তর-পুবে প্রায় দশ লিগ দূরে তোফোয়া দ্বীপের দিকে। হাল ধরেছে ফ্রায়ার। ক্যাপ্টেন ব্লাই, মিস্টার নেলসন, এলফিনস্টোন আর পেকওভার বসে আছে পেছনের কিছু দড়িদড়ার ওপর। আমরা বাকিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি মাঝখানে, সামনে, কিনারে। লঞ্চে নামার পর যে যেভাবে বসেছিলাম ঠিক সেভাবে আছি এখনও, দাঁড়ি ক'জন ছাড়া। ব্লাই ঘাড় ঘুরিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন বাউন্টির দিকে। সর্বস্ব হারানো দৃষ্টি চোখে। বাকি সবার কথা ভুলে গেছেন যেন তিনি।

এই চরম হতাশাজনক মুহূর্তে আমার সব সহানুভূতি মিস্টার ব্লাইয়ের উদ্দেশ্যে ঝরে পড়ল। ওঁর মনের অবস্থা আমি অনুভব করতে পারছি। আর কয়েক সপ্তার মধ্যে পৌঁছে যেতেন ওয়েস্ট ইন্ডিজে। রুটি ফলের চারাগুলো নামিয়ে দিতে পারলেই সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হত তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব। তারপর ফিরে যেতেন দেশে। অথচ মুহূর্তের মধ্যে কেমন উল্টাপাল্টা হয়ে গেল সব। তাঁর জাহাজ বেহাত হয়ে গেছে, সেই সাথে গেছে তাঁর বহু কষ্টে করা এ অঞ্চলের দ্বীপরাশির মানচিত্র। এতগুলো মাসের কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ, তীতিক্ষা সব ব্যর্থ। জাহাজ হারিয়ে বসে আছেন তাঁরই জাহাজের লঞ্চে শুধুমাত্র একটা কম্পাস, সেক্সট্যান্ট আর জার্নালটা সম্বল করে। সঙ্গে আছে

আঠারোজন সাথী, তাঁরই মত অসহায়। সত্যি কথা বলতে কি তাঁরই মুখ চেয়ে বসে আছে তারা।

ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল আমরা ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছি তোফোয়ার দিকে। এই এক ঘণ্টায় মুহূর্তের জন্যেও বাউন্টির দিক থেকে চোখ সরাননি মিস্টার ব্লাই। দূরে যেতে যেতে ছোট্ট বিন্দুর মত হয়ে গেছে জাহাজটা। এক সময় সেটা হারিয়ে গেল দিগন্তরেখায়। সেই সাথে হারিয়ে গেল আমাদের সব আশা ভরসা। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ ফেরালেন ব্লাই। এবং বেশ আস্থার সঙ্গে লঞ্চের নেতৃত্ব তুলে নিলেন কাঁধে।

প্রথমেই নৌকায় মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করলেন তিনি। আগেই বলেছি আমরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে যার যেখানে খুশি বসে আছি। আমাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র এবং বিদ্রোহীদের দেয়া খাবার, পানীয় ইত্যাদিও এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে যেখানে সেখানে। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে সব গোছগাছ করা হলো, এমনভাবে যাতে প্রয়োজনের চেয়ে একটুও বেশি জায়গা দখল না করে ওগুলো। এরপর আমরা উনিশজন মানুষ একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসার সুযোগ পেলাম। এতটুকু একটা নৌকায় এই সুযোগটা যে কী জরুরী, কী মূল্যবান তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই।

জিনিসপত্র গোছগাছ হয়ে যাওয়ার পর মন দিলাম খাবার দাবারের হিসেব নেয়ার কাজে। দেখা গেল বিদ্রোহীরা দিয়েছে ষোল টুকরো শুয়োরের মাংস, প্রত্যেকটা প্রায় দু'পাউন্ড ওজনের; তিন থলে পাঁউরুটি, প্রতি থলেয় প্রায় পঞ্চাশ পাউন্ড করে আছে; ছয় কোয়ার্ট (এক কোয়ার্ট = প্রায় দশ ছটাক) রাম, ছয় বোতল মদ আর তিনটে দশ গ্যালনি পিপায় আটাশ গ্যালন মত পানি। চারটে শূন্য ব্যারিকসও দেখলাম, যেগুলোর প্রত্যেকটার ধারণ ক্ষমতা অন্তত আট গ্যালন।

এ তো গেল খাবার দাবার। এ ছাড়া কাপড়চোপড় বাদে আর যা আমাদের সাথে আছে তা হলো আমার ওষুধের বাক্সটা; ছুতোর মিস্ত্রি পার্সেল একটা অস্ত্রপাতির বাক্স আনতে পেরেছে, সেটা; লঞ্চের দুটো পাল, কয়েকটা অতিরিক্ত পাল, দু'তিন কুণ্ডলী রশি, একটা তামার কেটলি আর কিছু টুকটাক নৌকা চালানোর সাজসরঞ্জাম। দয়া করে এই জিনিসগুলো দিয়েছে বিদ্রোহীরা।

লঞ্চটা যে কী বিপজ্জনক রকম বোঝাই হয়েছে একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বললেই তা বুঝতে পারবেন। লঞ্চে নেমেই আমি কিনারে হাত রেখে বসে পড়েছিলাম। রশি কেটে দেয়ার পর আমাদের কয়েকজন যখন দাঁড় টানতে শুরু করল, হঠাৎ খেয়াল করলাম হাত ভিজে যাচ্ছে আমার লঞ্চের গা ছুঁয়ে যাওয়া ছোট ছোট ঢেউয়ের পানিতে। ভাগ্য ভাল সাগর শান্ত, আকাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে শান্তই থাকবে আরও কিছুক্ষণ বা দিন। আশা করা যায় এর ভেতর নিরাপদে তোফোয়া দ্বীপে পৌঁছে যেতে পারব আমরা।

এক ঘণ্টা পর পর দাঁড়ি বদল করা হচ্ছে; পালা করে প্রত্যেকে আমরা টানছি দাঁড়। ধীরে ধীরে দূরে তোফোয়ার ধূসর নীল অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

মাঝ বিকেল নাগাদ অর্ধেকের বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারলাম আমরা। এই সময় হঠাৎই বাতাস দিক বদলে দক্ষিণ পুব থেকে বইতে শুরু করল। পাল তুলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন ব্লাই এবং নিজে গিয়ে বসলেন হালে। গতিপথ সামান্য বদলে দ্বীপের উত্তর অংশ লক্ষ্য করে চালাতে লাগলেন নৌকা।

আঠারো ঘণ্টাও হয়নি বাউন্টির ডেকে দাঁড়িয়ে চাঁদের আলোয় দেখছিলাম, আর ভাবছিলাম এ-ই বোধহয় শেষ দেখা তোফোয়াকে। তারপর মিস্টার নেলসনের সাথে হিসেব করছিলাম, সব কিছু ঠিক ঠাক মত চললে কদিন লাগবে ওয়েস্ট ইন্ডিজে পৌছুতে। আরেকটা সূর্যাস্তের আগেই কী বিপর্যয় নেমে আসবে আমাদের জীবনে কল্পনাও করিনি তখন। মানুষের ভাগ্য সত্যিই এক আশ্চর্য রহস্য। কখন কী ঘটে কেউ বলতে পারে না। এখন ভাবছি ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের পরিকল্পনা কী হতে পারে সে সম্পর্কে। আমাদের একমাত্র ভরসা ডাচ ইস্ট ইন্ডিজের উপনিবেশগুলো। কিন্তু সে-ও এত দূর এখান থেকে যে ওগুলোর কোনটায় পৌছানোর আশা এক কথায় অসম্ভব কল্পনা। সবচেয়ে কাছে যে ডাচ উপনিবেশ তার নাম টিমোর। এখান থেকে তার দূরত্ব ছত্রিশশো মাইল। তাহিতির কথা মনে হলো। ওখানে যেতে পারলে নিঃসন্দেহে সদয় অভ্যর্থনা পাব স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের। কিন্তু সে-ও প্রায় বারশো মাইল, এবং সোজা বাতাসের দিকে। ওখানে পৌছানোর আশাও, আমার ধারণা, অসম্ভব কল্পনা। লঞ্চটা যদি একটু কম বোঝাই হত, হয়তো চেষ্টা করা যেত। যা হোক, আমার ধারণায় কোন কাজ হবে না, ব্লাইয়ের কী ধারণা সেটাই আসল। দেখা যাক উনি কী সিদ্ধান্ত নেন।

বিকেল গড়িয়ে গেল দেখতে দেখতে। আমাদের পেছনে দিগন্তের কাছে সাগরে ডুব দিল সূর্য। সামনে এখন অনেক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দ্বীপটাকে। ওটার মাঝখানে সবচেয়ে উঁচু যে পাহাড়টা তার সর্বোচ্চ চূড়ার উচ্চতা অনুমান করলাম অন্তত দু'হাজার ফুট। একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। হালকা ধোঁয়ার মেঘ জমে আছে চূড়ার ওপরে। দ্বীপটায় মানুষ আছে কি না বুঝতে পারছি না। মানুষের তৈরি আগুন বা ধোঁয়া এখনও চোখে পড়েনি। মিস্টার ব্লাইয়ের সাথে যা দু'চারটে কথা হলো তাতে মনে হলো উনি ধারণা করছেন দ্বীপটা জনহীন।

দ্বীপের মাইলখানেকের ভেতর পৌছানোর পর বাতাস পড়ে গেল। আবার দাঁড় বের করতে হলো। একটু পরে পাথুরে বেলাভূমিতে ঢেউ ভেঙে পড়ার গর্জন শুনে বুঝতে পারলাম তীরের কাছে পৌছে গেছি আমরা। কিন্তু অন্ধকারে ভাল বুঝতে পারলাম না কোথায় নৌকা ভিড়ানো যায়। আবছা ভাবে দেখতে পেলাম পঞ্চাশ, ষাট বা একশো ফুট উঁচু থেকে পাহাড়ী ঢাল নেমে এসেছে সাগর পর্যন্ত। বড় বড় ঢেউ সগর্জনে ভেঙে পড়ছে সেই ঢালের ওপর। এমন জায়গায় নৌকা ভিড়ানোর কথা কল্পনাও করা যায় না। তীর থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে আমরা এগিয়ে চললাম উপকূলের সমান্তরালে। বেশ কয়েক মাইল যাওয়ার পর এক জায়গায় মনে হলো ঢেউ আছড়ে পড়ার

শব্দ তত তীব্র নয়। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে লক্ষ্য করলাম ঢেউ এখানে নেই বললেই চলে। যা-ও বা আছে সেগুলো খুব ছোট ছোট। এখানে হয়তো নিরাপদে কাটিয়ে দেয়া যাবে রাতটা।

হ্যাঁ, কয়েক মিনিট পর সে সিদ্ধান্তই ঘোষণা করলেন মিস্টার ব্লাই। দ্বীপে নামার চেষ্টা কাল সকালে চালানো হবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে গত রাতের পর কেউ কিছু খাইনি আমরা, খাওয়ার কথা মনেও পড়েনি। তা সত্ত্বেও ব্লাই যখন আগামীকাল সকাল পর্যন্ত না খেয়ে থাকার প্রস্তাব করলেন, কেউ প্রতিবাদ জানাল না বা অসন্তোষ প্রকাশ করল না। অবশ্য খেতে না দিলেও সবাইকে এক চুমুক করে মদ পান করার অনুমতি দিলেন তিনি। আমার আনা মদের গ্লাসগুলো বের করতে হলো না। ক্যাপ্টেনের কেবিনে ছোট্ট একটা শিংয়ের কাপ রয়েছে, সেটায় করে দেয়া হলো। খুবই ছোট কাপ। মাত্র কয়েক চামচ তরল পদার্থ ধরে। ব্লাই এই কাপের আধ কাপ করে পান করতে দিলেন আমাদের। হোক ওইটুকু কাপের আধ কাপ, তবু মদ তো। আমরা সবাই মহাখুশি হয়ে উঠলাম। ভুলে গেলাম সারাদিন না খেয়ে আছি, আসছে রাতটাও না খেয়েই কাটাতে হবে।

পানপর্ব শেষ হওয়ার পর দু'জনকে দাঁড়ে বসিয়ে দিলেন ব্লাই। লঞ্চ যাতে তীরের বেশি কাছে চলে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে ওরা। আর বাকিদেরকে বললেন এই হাত পায়ে খিল ধরা অবস্থায় যতটুকু বিশ্রাম নেয়া যায় ততটুকু নিয়ে নিতে। কথাবার্তা বিশেষ বলছি না আমরা। এতক্ষণ যাও বা বলছিলাম, এবার তা থিতিয়ে এল আস্তে আস্তে। যে যেভাবে আছি সেভাবেই বসে রইলাম। এক সময় ঝিমুনি লেগে এল। এই ঝিমুনির ভেতর দিয়ে কেটে গেল রাতটা।

দুই

ভোর হওয়ার আগেই সবাই জেগে গেলাম। মোটামুটি আলো ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করে এগোলাম তীরের দক্ষিণ পশ্চিমের একটা জায়গা লক্ষ্য করে। উপকূলের আর সব জায়গার চেয়ে একটু ভাল ওখানকার চেহারা। পাহাড়ী ঢালগুলো তত খাড়া নয়। ফলে ঢেউ আছড়ে পড়ছে অনেকটা কম ধাক্কা খেয়ে। লঞ্চ হারানোর ঝুঁকি ওখানেই সবচেয়ে কম।

কিন্তু একটু এগোনোর পরই হঠাৎ বাতাস বেড়ে গেল। ছোট ছোট ঢেউগুলো লাফিয়ে বিরাট হয়ে উঠল। অগত্যা নৌকার মুখ ঘোরাতে বাধ্য হলেন ব্লাই। যেখানে রাত কাটিয়েছি তার ওপাশের উপকূলটা পর্যবেক্ষণ করতে চান সম্ভবত।

সকাল ন'টার দিকে ছোট্ট একটা খাঁড়িমত জায়গায় এলাম আমরা। আরও সামনে তাকিয়ে যতদূর চোখ যায় এর চেয়ে ভাল কোন অবতরণস্থল

আছে বলে মনে হলো না। সুতরাং এখানেই নৌকা থামানোর সিদ্ধান্ত নিলেন ক্যাপ্টেন। সৈকত থেকে বিশগজ মত দূরে পৌঁছে নোঙ্গর ফেলা হলো।

খাঁড়িটার ভেতরে সাগর অনেক শান্ত। তবে উপকূলের চেহারা সেই আগের মত। পাহাড়ী। ঢালু। গাছপালা নেই বললেই চলে। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তীর পর্যবেক্ষণ করলেন ব্লাই। তারপর ফিরলেন নেলসনের দিকে। মুখে তিক্ত একটু হাসি।

'ঈশ্বরের কসম বলছি,' বললেন তিনি, 'খাওয়ার মত কিছু যদি এখানে খুঁজে বের করতে পারো রাতে আমার ভাগের মদটুকু তোমাকে দেব।'

'আপনার মদের ভাগ আমার কপালে জুটবার সম্ভাবনা খুবই কম মনে হচ্ছে,' একই রকম হেসে বলল নেলসন, 'তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?'

'হ্যাঁ, চেষ্টা করতে হবে,' বললেন ব্লাই, তারপর ফিরলেন মাস্টারের দিকে। 'মিস্টার ফ্রায়ার, তুমি ছ'জনকে নিয়ে লঞ্চে থাকবে, আমরা বাকিরা নামব।'

কোন ছ'জন থাকবে বলে দিলেন ক্যাপ্টেন।

আস্তে আস্তে তীরের আরেকটু কাছে, অগভীর পানিতে নিয়ে যাওয়া হলো লঞ্চ। আমরা যারা তীরে যাব তারা নেমে পড়লাম। হাঁটু পানি ভেঙে এগিয়ে গেলাম ডাঙার দিকে।

সৈকতটা পাথরে তৈরি। সাগরের তোড়ে সে পাথর ক্ষয়ে মসৃণ হয়ে গেছে। এত মসৃণ যে পা পিছলে যায়। ঢেউ বেশি নেই তবু সাবধানে পা টিপে টিপে এগোলাম আমরা। কসাই রবার্ট ল্যাম্ব ততটা সাবধান হয়নি। ফল পেল হাতে হাতে। ছ'কদম যাওয়ার আগেই পা হড়কে গোড়ালি মচকে ফেলল। আর আমি বাউন্টির লঞ্চে ওঠার পর প্রথম বারের মত চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেলাম। যদিও এ সুযোগের জন্যে আমি মোটেই লালায়িত ছিলাম না। কয়েক জন ধরাধরি করে জলসীমার বেশ খানিকটা ওপরে নিয়ে গেল ল্যাম্বকে। ক্যাপ্টেন ব্লাই সেখানে প্রাণ খুলে গালিগালাজ করলেন ওকে। এই গালাগালি ওর প্রাপ্য। এখন আমাদের যা অবস্থা তাতে অসুস্থ বা চলৎশক্তিহীন কারও দায়িত্ব নেয়া এক কথায় অসম্ভব। স্রেফ অসাবধানতার কারণেই ঘটেছে ল্যাম্বের দুর্ঘটনাটা।

সৈকত ছেড়ে কিছুটা ওপরে ওঠার পর মাটি আর তত পাথুরে নয় বরং রুক্ষ ঘাসে ছাওয়া। এখানে ওখানে ঝোপ ঝাড়। দু'চারটে কর্কশ চেহারার গাছপালাও আছে। এখানে জমি দ্বীপের ভেতর দিকে কিছুদূর পর্যন্ত সমতলে এগিয়ে গেছে, তারপর খাড়া পাহাড়ী প্রাচীর। প্রাচীরের গোড়ায় ফার্নের ঝোপ। সৈকতের কাছাকাছি এক জায়গায় ছাই, কয়লা আর পোড়া কাঠের টুকরো দেখতে পেলাম। কখনও কেউ আগুন জ্বেলেছিল ওখানে। তারমানে মানুষ আছে এ দ্বীপে। তবে শিগগিরই একটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম, মানুষ থাকলেও দ্বীপের ঠিক এই অংশে নেই। স্থানীয় ইন্ডিয়ানরা সম্ভবত মাঝে মধ্যে এসে সময় কাটিয়ে যায় এখানে। এমন ধারণার কারণ, ওই আগুনের অবশেষটুকু ছাড়া জনবসতির আর কোন চিহ্ন আশেপাশে দেখা গেল না।

ল্যাম্ব-এর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়ার পর মিস্টার ব্লাই তাঁর কেরানী স্যামুয়েল, নর্টন, পার্সেল, লেক্কলেটার আর লেবোগকে নিয়ে একটা দল গঠন করে তাদের পাঠিয়ে দিলেন পাহাড়গুলো পর্যবেক্ষণ করে আসার জন্যে। পার্সেল একটা কাটল্যাস নিল। অন্যরা মোটা কাঠের লাঠি নিয়ে রওনা হয়ে গেল। কাছেই একটা গাছে একটা ইন্ডিয়ান ক্যালাবাশ (পানির পাত্র) ঝুলছিল; সেটা আর আমাদের তামার কেটলিটা নিয়ে গেল ওরা, যদি পানি পাওয়া যায় এই আশায়। আমরা বাকিরা দু'তিন জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লাম খাঁড়ির চার দিকে। কেউ গেলাম পানির খোঁজে, কেউ পাথরের খাঁজে শেলফিশের খোঁজে; কেউ ঝোপ ঝাড়ে বা গাছে খাওয়ার যোগ্য কোন ফলটল পাওয়া যায় কিনা দেখতে, কেউ কেউ গেলাম উপকূল রেখা পর্যবেক্ষণ করতে।

আমি আর নেলসন খাঁড়ির বাঁ দিক ধরে এগিয়ে গেলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর সরু একটা উপত্যকা আবিষ্কার করলাম আমরা। সেই উপত্যকা ধরে সামান্য যাওয়ার পরই দেখলাম ত্রিশ চল্লিশ ফুট উঁচু মসৃণ পাথরের দেয়াল পথ জুড়ে আছে। এক ফোঁটা পানির খোঁজ পেলাম না আমরা। উপত্যকাটার রুক্ষ উষর চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম অন্তত দ্বীপের এ অংশে বৃষ্টিপাত হয় খুব কম।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বিশ্রাম নেয়ার জন্যে একটা পাথরের ছায়ায় বসলাম দু'জন। মৃদু একটু হেসে মাথা নাড়ল নেলসন।

'বুঝলে, লেডওয়ার্ড,' বলল সে, 'মিস্টার ব্লাই বুঝে শুনেই তাঁর ভাগের মদ দিতে চেয়েছেন। এখানে কিছুই পাব না আমরা–না খাবার না পানি।'

'আমাদের ভবিষ্যৎ কী, বলো তো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এখনও ভাবিনি,' বলল ও। 'দ্বীপের ওপাশে আমার মনে হয় পানি পাওয়া যাবে, খাবারও হয়তো পাওয়া যাবে। তাছাড়া...' থেমে গেল সে। একটু পরে আবার বলল, 'আমার মনে হয় না আমাদের অবস্থা খুব একটা হতাশ হওয়ার মত।'

'যা-ই বলো, ব্লাই-ই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। কোন না কোন ভাবে এযাত্রা উনি আমাদের ত্বরিয়ে নিতে পারবেন।'

'আঁ...হ্যাঁ, ব্লাই ভরসা এটা ঠিক, কিন্তু কী উনি করবেন? কোথায় নিয়ে যাবেন আমাদের? এই *ফ্রেন্ডলি দ্বীপ* গুলোর লোকরা কী ভয়ানক তা তো আমাদের জানতে বাকি নেই। আনামুকার অভিজ্ঞতা ভুলে গেছ? দেখ, খোলাখুলি বলছি, অন্যদের যতটা সম্ভব উৎসাহ, সাহস দেব, কিন্তু আমাদের নিজেদের–মানে তোমার আমার ভেতরে কোনরকম ছলচাতুরী না থাকাই ভাল।

শান্তকণ্ঠে কথা ক'টা বলল নেলসন। চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর আবার বলল:-

'আমার ধারণা ব্লাই আমাদের আনামুকায় নিয়ে যাবেন আবার–হয়

ওখানে নয় টোঙ্গাটাবুতে।'

'হ্যাঁ, আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। এখানে থাকবার মত পরিবেশ না পাওয়া গেলে এছাড়া আর কিছু করার থাকবে না আমাদের।'

'হ্যাঁ। এবং তারপর—আমি বলে রাখছি, দেখো—দু'দিন পরে হোক বা আগে হোক, এই সব ফ্রেন্ডলি দ্বীপ বাসীদের বন্ধুত্বের যে নমুনা আমরা দেখব তা মনে করে আফসোস করার জন্যে আমরা কেউ বেঁচে থাকব না।...লেডওয়ার্ড, লেডওয়ার্ড!' একটু হাসল নেলসন, হতাশ হাসি, 'মনে করে দেখ, চব্বিশ ঘণ্টার সামান্য আগে কী অবস্থা ছিল আমাদের; বাউন্টির ডেকে দাঁড়িয়ে বাড়ির কথা আলাপ করছিলাম তুমি আর আমি! আমার চমৎকার রুটিফলের বাগানটার কথা ভাবো! বদমাশের দল গাছগুলোর কী দশা করেছে, মনে হয় তোমার?'

'কোন সন্দেহ নেই সব ক'টা চারা ওরা পানিতে ফেলে দিয়েছে,' আমি বললাম।

'আমারও তা-ই মনে হয়। আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে আমাদের গাছের সঙ্গে তার চেয়ে ভাল কিছু করবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। কেনই বা করবে? ওগুলো ওদের কী কাজে লাগবে? কী কষ্ট করেছিলাম চারাগুলো জোগাড় করতে গিয়ে তুমি তো জানো। নিজের সন্তানের মত ভালবেসে ফেলেছিলাম।'

সৈকতে ফিরে এলাম দু'জন। পাহাড়ের দিকে যারা গিয়েছিল তারা ছাড়া বাকিরাও ফিরে এসেছে। সাফল্যের বিচারে আমাদের চেয়ে ভাল নয় কারও অবস্থা। সৈকত থেকে দেড়শো পা মত দূরে একটা গুহা আবিষ্কার করেছেন ব্লাই। গুহার ভেতরে মানুষের পায়ের ছাপ দেখেছেন তিনি। তারমানে আগে কখনও ব্যবহার হয়েছে ওটা। ভেতরটা একেবারে শুকনো। দেয়াল বা ছাদ থেকে এক ফোঁটাও পানি গড়িয়ে বা চুইয়ে পড়তে দেখা যায়নি। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা দেখা গেছে গুহায় তা হলো একটা পাথরের ওপর ছ'টা মানুষের মাথার খুলি। খুলিগুলো দেখবার জন্যে গুহায় ঢুকলাম আমি। পরীক্ষা করে মনে হলো ওগুলোর মালিকরা এক বা দু'বছর আগে জীবিত ছিল। একটায় দেখলাম টেমপোরাল হাড়টা চূর্ণ হয়ে আছে; আরেকটার প্যারিয়েটাল হাড়ে একটা ছিদ্র। তবে সবকটা খুলিরই দাঁত রয়েছে পুরোপুরি অক্ষত। অর্থাৎ একটা খুলিও বুড়ো মানুষের নয়। কী করে, কোথা থেকে ওগুলো এখানে এসেছে বুঝতে অসুবিধা হলো না আমার।

দুপুরের সামান্য পরে ফিরে এল পাহাড় পর্যবেক্ষক দল। চরম ক্লান্ত বিধ্বস্ত। পোশাক-আশাক ছিঁড়ে গেছে। হাত-পা কেটে ছড়ে একাকার। এত পরিশ্রমের পর ওরা আনতে পেরেছে মোটে নয় কোয়ার্ট জল—কেটলিতে ছয় আর ক্যালাবাশে তিন। এই পানি ওরা পেয়েছে পাথরের খাঁজে, গর্তে। রুক্ষ পাহাড়ী এলাকার প্রায় দু'মাইল চষে এসেছে ওরা, একটা ঝরনা বা জলধারা বা জীবিত প্রাণীর দেখা পায়নি। এমন জায়গায় ওসব জিনিস যে থাকা সম্ভব তা-ও ওদের মনে হয়নি। অর্থাৎ আমাদের হতাশাজনক অবস্থার উন্নতির

কোনো আশা নেই।

লঞ্চে ফিরে এলাম আমরা। এবং বাউন্টি ছাড়ার পর প্রথম বারের মত খাবার খেলাম। প্রত্যেকে এক কামড় করে রুটি, ছোট্ট এক টুকরো শুয়োরের মাংস আর এক গ্লাস পানি। খেতে খুব অল্প সময় লাগল। তারপর নোঙ্গর তুলে দাঁড় টেনে বেরিয়ে এলাম খাঁড়ির বাইরে।

'দ্বীপের ওপাশটা একবার দেখা দরকার,' বললেন ব্লাই। 'ওপাশে হয়তো পানি পাওয়া যাবে, কী বলো, মিস্টার নেলসন?'

'আমারও তাই মনে হয়,' জবাব দিল নেলসন। 'কাল যখন দূর থেকে দেখছিলাম, আমি খেয়াল করেছি, ওপাশটা অনেক বেশি সবুজ লাগছিল এপাশের চেয়ে।'

পুব-দক্ষিণ-পুব দিক থেকে বাতাস বইছে বেশ জোরে। খাঁড়ি থেকে বেরোনো মাত্র এই বাতাসের মুখে পড়লাম আমরা। বড় বড় ঢেউ ছুটে আসতে লাগল ডান দিক থেকে। ঢেউ আর বাতাসের ধাক্কায় লঞ্চ কাত হয়ে গেল। পানি উঠতে লাগল বাঁদিকের কিনারা ছাপিয়ে। প্রাণপণে পানি সেচতে লাগলাম আমরা। একে বিপজ্জনকভাবে বোঝাই লঞ্চটা, তার ওপর সামনের গলুই তেমন উঁচু নয়। বড় বড় ঢেউগুলো যখন ফেনা আর ফোয়ারা ছিটিয়ে তার সামনে ভেঙে পড়তে লাগল মিস্টার ব্লাইয়ের মুখে পর্যন্ত ফুটে উঠল উদ্বেগের ছাপ।

'তৈরি থাকো সবাই! এই ঢেউটা আসার পরেই!' চিৎকার করলেন তিনি। তারপর: 'বাঁ দিকে টেনে বাঁধো ছোট পালটা!'

খোলা সাগরের দিকে এগিয়ে গেল লঞ্চ। অবস্থার একটু উন্নতি হবে ভেবে বড় পালটাও টেনে বাঁধা হলো। কিন্তু হিতে বিপরীত হলো। তীব্র বাতাসের টানে পাল টান করে রাখার দড়িটা ছিঁড়ে গেল ফটাস করে। ভয়ানকভাবে লটপট করতে লাগল পাল। নৌকার মুখ গেল ঘুরে। পরমুহূর্তে আবার কাত হয়ে পানি উঠতে শুরু করল কিনার দিয়ে। এবার আগের চেয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে একমুহূর্ত দেরি হলো না ব্লাইয়ের।

'যারা সাঁতার জানো,' গর্জে উঠলেন তিনি, 'লাফিয়ে পড়ো! এক্ষুণি!'

এমন বিক্ষুব্ধ সাগরে লাফিয়ে পড়াটা খুব সুখের ব্যাপার নয়। তবু দেখা গেল ব্লাইয়ের মুখ থেকে কথাটা বেরোতে না বেরোতে আমাদের অর্ধেক ক'জন লাফিয়ে পড়েছে পানিতে। লঞ্চের কিনার ধরে ভেসে রইল তারা। নৌকায় যারা রইল তাদের দু'তিন জন উঠে দড়ি দড়া নতুন করে বেঁধে পাল দুটো টান করে দিলো। এ যাত্রা বেঁচে গেলাম আমরা। ক্যাপ্টেনের আদেশ মত সঙ্গে সঙ্গে যদি আট ন'জন পানিতে লাফিয়ে না পড়ত তাহলে যে কী হত একমাত্র ভবিতব্যই বলতে পারে। আমরা ক'জন বেঁচে থাকতাম জানি না, তবে লঞ্চটা যে ডুবত তাতে সন্দেহ নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে খাঁড়ির মুখ থেকে সরে আসতে পারলাম আমরা। আমাদের সাগরে লাফিয়ে পড়া সঙ্গীরা উঠে এল নৌকায়। এগিয়ে চললাম আমরা খাঁড়ি ছাড়িয়ে সামনের দিকে।

বেশ কয়েক মাইল যাওয়ার পর ডাঙার এক জায়গায় দেখতে পেলাম একগুচ্ছ নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে আছে আকাশে মাথা তুলে। থোকায় থোকায় নারকেল, ডাব ঝুলে আছে আগায়। কিন্তু খুশি হতে পারলাম না আমরা। গাছগুলো উঁচু পাহাড়ের ওপর। ওখান থেকে নারকেল পেড়ে আনা আমাদের কারও পক্ষে সম্ভব বলে মনে হলো না। তার ওপর রয়েছে উঁচু উঁচু ঢেউ। এই ঢেউ বাঁচিয়ে নৌকা তীরে ভেড়ানো অসম্ভব। তবু তরুণ টিঙ্কলার আর টমাস হল একবার চেষ্টা করে দেখার অনুমতি চাইল। অনুমতি দিলেন মিস্টার ব্লাই। যতটা সম্ভব তীরের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হলো লঞ্চ। ওরা দু'জন কাপড়-চোপড় সব খুলে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাগরে। দু'জনই রশি বেঁধে নিয়েছে কোমরে, যাতে বিপদে পড়লে ওদের টেনে তুলতে পারি আমরা।

দু'জনই সাঁতারে পটু। এ অঞ্চলের ইন্ডিয়ানদের মতই পটু। পানিতে লাফিয়ে পড়ার পর একবার মাত্র ওদের দেখতে পেলাম আমরা, ফেনাময় এক ঢেউয়ের মাথায়। পরের বার যখন দেখলাম তখন দু'জনই বিপদমুক্ত, তীরের একেবারে কাছে হাঁটু পানি ভেঙে সৈকতে উঠছে। ডাঙায় উঠে সোজা নারকেল গাছগুলোর দিকে এগিয়ে গেল ওরা। ফিরে এল আধ ঘণ্টারও কম সময়ের ভেতর। সঙ্গে গোটা বিশেক নারকেল। একটা রশির সঙ্গে নারকেলগুলো বেঁধে দিল ওরা। আমরা রশি টেনে ওগুলো তুলে ফেললাম নৌকায়। কয়েক মিনিট পর হল আর টিঙ্কলারও এসে উঠল।

উপকূলের কাছ দিয়ে কাছ দিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। কিন্তু মাঝ বিকেল পর্যন্ত চলার পরও কোন আশ্রয় বা পানির উৎসের দেখা পেলাম না। অবশেষে ব্লাই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, রাত কাটানোর জন্যে সেই খাঁড়িতেই ফিরে যাব আবার।

রাতের আঁধার নেমে আসার ঘণ্টা খানেক পর সেখানে পৌঁছুলাম। ক্ষুধায় অস্থির সবাই। সকালের সেই এক ফামড় রুটি, এক টুকরো মাংস আর এক গ্লাস পানি ছাড়া সারা দিনে আর কিছু পড়েনি পেটে। আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরেই বোধহয় প্রত্যেককে একটা করে নারকেল দিলেন ব্লাই। সবাই আগ্রহ করে খেলাম। তবে কেউ সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। একটা নারকেলের শাঁস আর পানিতে পেটের এক কোনাও ভরল না। মনে হলো একটু রুটি আর মাংস দিলে ভাল করতেন ব্লাই। কিন্তু তিনি দিলেন না।

পরদিন সকালে তৃতীয়বারের মত আমরা চেষ্টা করলাম দ্বীপের ওপাশে যাওয়ার। এবারও ব্যর্থ হতে হলো বাতাসের কারণে। আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু বাতাস এত তীব্র! খাঁড়ির আশ্রয় ছেড়ে বেরোনোমাত্রই পানি সেচা শুরু করতে হলো। বুঝতে পারলাম বাতাস কমার আগে এই বোঝাই লঞ্চ নিয়ে দ্বীপের ওপাশে যাওয়ার আশা বৃথা। ভাগ্য ভাল একটা আশ্রয় ছিল হাতের কাছে। আবার খাঁড়িতে ফিরে এলাম আমরা।

একটা ব্যাপারে ক্যাপ্টেন ব্লাইকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মনে হলো: আমাদের যে সামান্য খাবার এবং পানি আছে তা কিছুতেই খরচ হতে দেবেন না তিনি–অন্তত যতদিন এই দ্বীপের আশ্রয় ছেড়ে না বেরোচ্ছি তত দিন। আগের

দিনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও আজ খাঁড়িতে ফিরে আসার পরপরই আবার তিনি খাঁড়ির আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালাতে চাইলেন। কালকের মতই ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন জনকে পাঠিয়ে দেয়া হলো বিভিন্ন দিকে। মিস্টার ব্লাই, নেলসন, এলফিনস্টোন, কোল আর আমি গেলাম পাহাড়ের দিকে। আমাদের ভাগ্য ভাল কালকের ওদের চেয়ে। কিছুদূর গিয়েই একটা পথ আবিষ্কার করলাম আমরা। পথটা যে দ্বীপের ওপাশ থেকে খাঁড়ির এদিকে আসার কাজে ইন্ডিয়ানরা ব্যবহার করত বা এখনও করে তার বেশ কিছু প্রকাশ চোখে পড়ল। এক জায়গায় দেখলাম খাড়া পাহাড়ের গায়ে শুকনো লতাপাতায় তৈরি একটা মই মত লেগে আছে; জায়গাটা এমনিতে রুক্ষ লতায় ছাওয়া, সেজন্যে মইটা হঠাৎ করে চোখে পড়ে না। আমাদের ভাগ্য, আমরা তাকাতেই দেখতে পেয়েছি। মইটা পরীক্ষা করার জন্যে আমরা দাঁড়ালাম।

'ওঠা যায় কিনা দেখব, স্যার?' জিজ্ঞেস করল এলফিনস্টোন।

'পড়ে ঘাড় ভাঙার সম্ভাবনা থাকবে অবশ্য,' বললেন ব্লাই, 'তবে ইন্ডিয়ানরা যদি পারে, আমরা কেন পারব না?'

উঠতে শুরু করল এলফিনস্টোন। ছিঁড়ে পড়ল না হাত সমান মোটা লতার মই। ও উঠে চলল। আমরা নিচে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। প্রায় পঞ্চাশ ফুট ওঠার পর দাঁড়ানোর মত একটা শৈল-শিরায় পৌঁছাল এলফিনস্টোন। সেখানে দাঁড়িয়ে নিচে তাকিয়ে আমাদের ডাকল।

এবার একে একে উঠতে শুরু করলাম আমরা। খুবই পরিশ্রম সাধ্য কাজ। তবু আমরা দমলাম না। সবচেয়ে অসুবিধা হলো কোল-এর। ওর কাছে রয়েছে তামার কেটলিটা। দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে পিঠের ওপর। যা হোক, অবশেষে সবাই পৌঁছুতে পারলাম এলফিনস্টোন যেখানে দাঁড়িয়েছে সেই শৈল-শিরায়। আবার এগোতে লাগলাম আমরা। পর পর বেশ কয়েকটা বিশাল প্রাকৃতিক ধাপ টপকে অবশেষে পৌঁছুলাম পাহাড়ের চূড়ায়, সাগর থেকে অন্তত তিন চারশো ফুট উঁচুতে।

দ্বীপের মাঝখান থেকে যে আগ্নেয়গিরিটা মাথা তুলেছে সেটাকে বেশ ভাল করে দেখতে পেলাম এবার। আমাদের আর ওটার মাঝখানে একটা উপত্যকা। পাথুরে। ভীষণ এবড়োখেবড়ো। সাগর থেকে দেখে যেমন মনে হয়েছিল তার চেয়েও রুক্ষ। তবু আমরা ঢাল বেয়ে নেমে এগোলাম আগ্নেয়গিরিটার দিকে। কিছুদূর নামার পর ছোটখাট অগভীর একটা গিরিখাত মত চোখে পড়ল; পানি থাকতে পারে ভেবে এগিয়ে গেলাম সেটার দিকে। হ্যাঁ, পানি পেলাম, তবে তা এত কম যে না পাওয়ারই মত। পাথরের খাঁজে বা গর্তে জমে আছে। ঝরনা নেই আশেপাশে। ফলে সন্দেহ রইল না এপানি বৃষ্টির। সঙ্গে আনা নারকেলের মালা দিয়ে অনেক কষ্টে চেঁছে পুছে তিন সাড়ে তিন গ্যালন মত কেটলিতে সংগ্রহ করা গেল। কেটলিটা সেখানে রেখে এগিয়ে গেলাম আমরা। একটু পরেই কয়েকটা পরিত্যক্ত কুটিরের কাছে পৌঁছুলাম। অব্যবহারে জীর্ণ দশা সবগুলোর। কাছেই দেখতে পেলাম একগুচ্ছ

কাঁচকলা গাছ। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর এমনভাবে লুকিয়ে আছে গাছগুলো, আরেকটু হলেই দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছিল আমাদের। ছোট ছোট তিন কাঁদি কাঁচকলা পাওয়া গেল। কাঁদিগুলো কেটে ইন্ডিয়ান ঢংয়ে লম্বা একটা লাঠিতে ঝুলিয়ে নেয়া হলো। লাঠির দু'প্রান্ত কাঁধে তুলে নিল দু'জন।

আরও মাইল খানেক হাঁটলাম আমরা। কিন্তু যত এগোচ্ছি ততই রুক্ষ হয়ে উঠছে মাটির চেহারা। কিছু কিছু জায়গা ছাই আর জমাট লাভায় ঢেকে আছে। আর এগিয়ে লাভ হবে না বুঝতে পেরে অবশেষে ফিরতি পথ ধরলাম। গিরিখাতটার কাছে এসে কেটলিটা তুলে নিলাম। পাহাড় চূড়ায় যখন পৌঁছুলাম তখন প্রায় দুপুর। কাঁচকলার কাঁদিগুলো এবার ভাগাভাগি করে নিতে হলো। কারণ, এখন নামতে হবে খাড়া ঢাল বেয়ে। ব্লাই নিলেন এক কাঁদি, নেলসন এক কাঁদি আর আমি এক কাঁদি। রশি বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে নিলাম আমরা কাঁদিগুলো। এলফিনস্টোন আর কোল নিল কেটলির দায়িত্ব। প্রাকৃতিক ধাপগুলো পার হয়ে শৈল-শিরায় আসতে বিশেষ অসুবিধা হলো না। কিন্তু প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হলো লতার মই বেয়ে নামার সময়। আমাদের চেয়ে বেশি অসুবিধা হলো কোল আর এলফিনস্টোনের। এক ফোঁটাও পানি না ছলকে কী করে যে ওরা ওই ভারী কেটলি নিয়ে নামল, ভেবে এখনও অবাক লাগে আমার।

সৈকতে ফিরে দেখলাম অন্য দলগুলোও ফিরে এসেছে। তবে কিছু আনতে পারেনি। খাঁড়ির চার পাশের সৈকত তন্নতন্ন করে খুঁজেও কয়েকটা ছোট ছোট শামুক ছাড়া কিছু পায়নি কেউ। সাফল্যের মুখ দেখেছি কেবল আমরা। কিন্তু সাফল্য বা ব্যর্থতা চুলোয় যাক, এখন সবার মাথায় একটাই চিন্তা–খাবারের। খিদেয় পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো পর্যন্ত হজম হয়ে যাওয়ার দশা। দেখলাম এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ব্লাই। আমাদের শক্তি সামর্থ্য যে যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ন রাখা দরকার, তিনি বুঝতে পারছেন। বুঝতে যে পারছেন তার প্রমাণ পেলাম একটু পরেই। প্রত্যেকের জন্যে দুটো করে সেদ্ধ কাঁচকলা, এক আউন্স মত শুয়োরের মাংস আর মদের গ্লাসের এক গ্লাস পানি বরাদ্দ করলেন খাবার হিসেবে। সত্যি কথা বলতে কি বাউন্টি ছাড়ার পর এতটা তৃপ্তির সঙ্গে আর কখনও খাইনি আমরা। কাঁচকলাগুলো বেশ বড়বড়। পেটের অনেকটাই ভরল।

খাওয়ার পর আবার একটা দলকে পাঠানো হলো খাবার, পানির খোঁজে। সূর্য ডোবার সামান্য আগে ওরা ফিরে এল খালি হাতে। একটা দিক এখনও বাকি আছে যেদিকে কোন দল যায়নি–সৈকতের উত্তর-পশ্চিম দিক। পরদিন সকালে মিস্টার ফ্রায়ারের নেতৃত্বে সেদিকে পাঠানো হলো একটা দলকে। ক্যাপ্টেন ব্লাই নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যতক্ষণ না ওরা নিশ্চিত হবে ওদিকে কিছু পাওয়া যাবে না ততক্ষণ ফিরবে না।

রওনা হয়ে গেল ওরা। ফিরল পুরো পাঁচ ঘণ্টা পর, দশটার দিকে। খালি হাতে। শুধু তা-ই নয়, রবার্ট টিঙ্কলারকে হারিয়ে। ফ্রায়ার বলল, ওরা যখন ফিরে আসার কথা ভাবছে তখন হঠাৎ খেয়াল করে টিঙ্কলার নেই। কখন

কোনদিকে গেছে ওরা টের পায়নি।

'তারমানে!' গর্জে উঠলেন ব্লাই। 'তুমি জাহাজের মাস্টার, মোটে সাতজনের একটা দল ঠিক রাখতে পারো না? সব জায়গায় আমি তোমার সাথে সাথে যাব নাকি? যাও—এক্ষুণি যাও, খুঁজে আনো ওকে! তোমরা সব ক'জন যাবে, ওকে না নিয়ে ফিরবে না!'

নিঃশব্দে ফ্লায়ার রওনা হয়ে গেল তার দল নিয়ে। ওরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছুনোর আগেই ওপর থেকে ভেসে এল একটা চিৎকার। একটু পরেই আমরা দেখতে পেলাম টিঙ্কলারকে। একটা ইন্ডিয়ান ক্যালাবাশে গ্যালন খানেক পানি নিয়ে আসছে। সঙ্গে এক ইন্ডিয়ান মহিলা আর দু'জন পুরুষ। পুরুষ দু'জন লাঠিতে ঝুলিয়ে কাঁধে করে আনছে একগুচ্ছ নারকেল।

যে মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ঠিক সেই মুহূর্তে এল এই সৌভাগ্য। আমরা সবাই খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। এমন কি মিস্টার ব্লাই—একটু আগে যিনি গালাগালি করছিলেন টিঙ্কলারকে—সব রাগ ভুলে উষ্ণভাবে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন তাকে। টিঙ্কলার নিজেও আনন্দ উত্তেজনায় টগবগ করছে। সবাই যেখানে ব্যর্থ সেখানে সে হয়েছে সফল। ছোট্ট একটা লুকানো উপত্যকায় একটা কুটিরের সামনে ইন্ডিয়ান ক'জনকে দেখতে পায় ও। কাছে গিয়ে আকারে ইঙ্গিতে ওদের বোঝাতে পারে যে খাবার এবং পানি নিয়ে ওদেরকে আসতে হবে ওর সাথে।

পুরুষ দু'জন শক্ত সমর্থ, চেহারায় দৃঢ়তার ছাপ। আমাদের দেখে অবাক হয়েছে বলে মনে হলো না। দু'জনই নিরস্ত্র, এবং প্রায় উলঙ্গ। নিম্নাঙ্গে টাপা কাপড়ের কৌপীন ছাড়া কিছু নেই কারও পরনে। মেয়েটার বয়েস খুব বেশি হলে বিশ। সুন্দরী। পিঠে একটা বাচ্চা। নারকেলগুলো নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল ওরা। ভয়ের কোন চিহ্ন নেই এক জনেরও চেহারায়।

তাহিতিতে দীর্ঘদিন থাকার ফলে আমরা অনেকেই ইন্ডিয়ান ভাষায় মোটামুটি কথা বলতে পারি। অবশ্য এটাও ঠিক এ অঞ্চলে এক দ্বীপের জনগোষ্ঠীর ভাষা অন্য দ্বীপের থেকে আলাদা। আনামুকায় সে প্রমাণ পেয়েছি*। তবু, আমাদের এখন যা অবস্থা, লোকগুলোর সাথে আলাপের চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের ভেতর নেলসনই সবচেয়ে ভাল জানে ইন্ডিয়ান ভাষা। ওকে দায়িত্ব দিলেন ব্লাই আলাপ চালানোর। দ্বীপের বাসিন্দার সংখ্যা, খাবার এবং পানি পাওয়া সম্ভব কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন ওদের বোঝাতে পারল নেলসন অনেক কষ্টে; কিছু মুখের কথায়, কিছু আকারে ইঙ্গিতে। জবাব দিল পুরুষ দু'জনের একজন। বোঝাতে পারা যেমন বুঝতে পারাও তেমন কষ্টের মনে হলো। শেষ পর্যন্ত যা বুঝতে পারলাম: দ্বীপের জনসংখ্যা

---

* সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত কিশোর ক্লাসিক-২৭ 'বাউন্টিতে বিদ্রোহ' দ্রষ্টব্য।

মোটামুটি, বেশির ভাগই বাস করে আমরা যে পাশে আছি তার উল্টো পাশে; এপাশে খাদ্য-পানীয় পাওয়া সত্যিই কষ্টকর, তবে ওপাশে গেলে সহজেই পাওয়া যাবে।

কিছুক্ষণ কথা বলেই ইন্ডিয়ান ক'জন চলে গেল। যাওয়ার আগে কথায়, আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে গেল, একেবারে চলে যাচ্ছে না ওরা, শিগগিরই আবার আসবে আরও লোকজন নিয়ে।

ওরা চোখের আড়াল হওয়ামাত্র মিস্টার ব্লাই বললেন:

'তোমরা কে কী দিতে পারবে দেখ। ইন্ডিয়ানগুলোর সাথে বিনিময় করার জন্যে কিছু জিনিস আমাদের গোছাতে হবে এখনই!'

বোতাম, রুমাল, পকেট ছুরি, বাকল্‌স্ ইত্যাদি যে যা পারলাম জমা দিলাম ক্যাপ্টেনের কাছে। আত্মরক্ষারও প্রস্তুতি নিলেন ব্লাই। তিনজনকে নিরস্ত্র, বন্ধুভাবাপন্ন মনে হলেও পরে যারা আসবে তারা তেমন না-ও হতে পারে। সুতরাং প্রস্তুত থাকা ভাল। মাস্টার ফ্রায়ারের কাছে দিলেন একটা কাটল্যাস। অন্য তিনটে কাটল্যাসের একটা রাখলেন নিজে, বাকি দুটোর একটা দিলেন পার্সেলকে, একটা কোলকে। বাকি যারা তীরে আছি প্রত্যেকে গাছের ডাল কেটে লাঠি বানিয়ে লুকিয়ে রাখলাম গুহায়। প্রয়োজন হলে বের করে নেব। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলাম গুহার মুখের সামনে, যাতে বদমতলব থাকলেও আমাদেরকে ঘিরে ফেলতে না পারে ইন্ডিয়ানরা।

আমরা তীরে আছি তের জন। বাকি ছ'জন লঞ্চে, তীর থেকে দেড়শো গজ মত দূরে। চিৎকার করে ওদেরকে সতর্ক থাকতে এবং সার্বক্ষণিক তীরের দিকে চোখ রাখতে বললেন ব্লাই, যাতে ইন্ডিয়ানরা শত্রুতা করার চেষ্টা করলে ওরা কূলের কাছে এসে আমাদের তুলে নিতে পারে।

বেশিক্ষণ লাগল না, আসতে শুরু করল ইন্ডিয়ানরা। তাহিতিতে থাকতে দেখেছি কী দ্রুত খবর ছড়ায় এখানে, অনেকটা বাতাসের চেয়েও দ্রুত। আজ আরেকবার দেখলাম। এক ঘণ্টা পেরোনোর আগেই পাহাড়ের দিক থেকে পিল পিল করে লোক আসতে লাগল। দেখতে না দেখতে ত্রিশ চল্লিশজন জমে গেল সৈকতে। শুধু পাহাড়ের দিক থেকে নয় সাগরের দিক থেকেও এল ক্যানোতে করে। ক্যানোগুলো সৈকতের ওপর টেনে তুলে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল তারা। আনামুকায় যে সব ইন্ডিয়ান দেখেছি তাদের মতই দেখতে এরা। স্বাস্থ্যবান, পরিশ্রমী চেহারা, একটু দুর্বিনীতি ভঙ্গি। তবে লোকগুলোকে নিরস্ত্র দেখে বেশ স্বস্তি বোধ করলাম আমরা। তাছাড়া ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো না আমাদের শান্তি বিঘ্নিত করার কোন ইচ্ছা ওদের আছে। সৈকতের উপর ঘোরাফেরা করতে করতে নিজেদের ভেতর আলাপ করছে ওরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের লঞ্চটা। কেউ কেউ পর্যবেক্ষণ করছে আমরা যারা গুহার সামনে দাঁড়িয়ে আছি তাদের। দু'এক জনের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারলাম খাবার বা পানির সংস্থান ওদের খুব বেশি নয়। নিজেদের কোন মতে চলে গেলেও আমাদের দেয়ার মত অতিরিক্ত নেই বললেই চলে। তবু সন্ধ্যার ভেতর আমরা

ডজনখানেক রুটিফল আর কয়েক গ্যালন পানি 'কিনতে' পারলাম। সূর্য ডুবে যাওয়ার আগেই ব্লাই তাঁর আতস কাচ দিয়ে গুহার সামনে আগুন জ্বাললেন। সেই আগুনে রাতে খাওয়ার জন্যে কয়েকটা রুটিফল সেদ্ধ করা হলো। কৌতূহলী চোখে আমাদের কাজকর্ম দেখতে লাগল ইন্ডিয়ানরা। নিজেদের ভেতর মন্তব্যও করতে লাগল দু'একটা। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না, প্রথম যে তিনজন এসেছিল টিঙ্কলারের সাথে তাদের একজন নারী হলেও এখনকার পঞ্চাশ ষাট জনের মধ্যে একজনও নারী নেই। কোন সর্দার বা গোত্রপতিও নেই। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, সর্দাররা আসবে কাল।

সূর্যাস্তের সামান্য পর ওরা একে একে চলে যেতে শুরু করল। এবং অন্ধকার নেমে আসার আগেই শেষ মানুষটা বিদায় নিল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা। আর যা-ই হোক মনে কোন বদমতলব থাকলে চলে যেত না ইন্ডিয়ানগুলো।

রাতে আমাদের প্রত্যেককে চার ভাগের একভাগ রুটিফল আর এক গ্লাস করে পানি খেতে দিলেন ব্লাই। খাওয়ার পর গুহার মুখে ক'জনকে পাহারায় রেখে শুয়ে পড়লাম সবাই। শোয়ার আগে ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন আরও খাবার পাওয়া যাক না যাক কালই আমাদের শেষ দিন এই নীরস দ্বীপে।

তিন

ক্যাপ্টেন ব্লাই-এর অদ্ভুত এক স্বভাব, যে কোন পরিস্থিতিতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারেন। আমি তাঁকে টানা বাহাত্তর ঘণ্টা জেগে থাকতে দেখেছি, আবার এ-ও দেখেছি শত বিপদে, দুশ্চিন্তার মাঝেও একটু সুযোগ পেলেই উনি চোখ বুজে গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে পারেন। পনেরো মিনিটের মধ্যে জেগে উঠতে হবে জানলেও পারেন। আজও তা-ই হলো, শোয়ামাত্র ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে লাগল তাঁর। আরও খাদ্য পানীয় পাওয়া যাবে কিনা বা কাল সকালে দ্বীপবাসীরা ভোল পাল্টে হিংস্র হয়ে উঠলে কী হবে এসব চিন্তা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারল না তাঁকে। একে একে অন্যরাও ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু আমার ঘুম এল না। একটু তন্দ্রাও না। কিছুক্ষণ ঘুমানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে উঠে পড়লাম আমি। গুহার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

গুহামুখের বিশ ত্রিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে পাহারাদাররা, এমনভাবে যেন পুরো সৈকতটার ওপর নজর রাখতে পারে। চমৎকার রাত। জ্যোৎস্নায় হাসছে খাড়িটা। খোলা সাগরের দিক থেকে বিপুল গাম্ভীর্য নিয়ে এগিয়ে আসছে তরঙ্গ রাশি। সন্ধ্যায় বাতাস পড়ে গেছে, ফলে ঢেউগুলোর ক্রুদ্ধ চেহারা আর নেই।

সারেং মিস্টার কোল পাহারাদলের নেতা। কাছেই এক গাছের ছায়ায়

দাঁড়িয়ে আছে। লোকটাকে পছন্দ করি আমি। বাউন্টি যেদিন স্পিটহেড ছেড়ে আসে সেদিনই বন্ধুত্ব হয়ে যায় আমাদের। ওর মত দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য নাবিক সারা জাহাজে খুব বেশি ছিল না। ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের প্রতি ওর অগাধ আস্থা, এর চেয়ে বেশি আস্থা একমাত্র ঈশ্বরের প্রতিই রাখা যায়। ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, যা-ই ঘটুক ক্যাপ্টেন ব্লাই আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারবেন শেষ পর্যন্ত। ওর সাথে কিছুক্ষণ কথা বললাম এ নিয়ে। ও আরেকবার ওর বিশ্বাসের কথা জানাল। এমনভাবে বলল যে আমার মনেও একটু সংক্রামিত হলো ওর বিশ্বাস। গুহায় ফিরলাম অনেক আশাবাদী মন নিয়ে। এর পর আর ঘুম আসতে দেরি হলো না আমার।

পরদিন সকালে সূর্যোদয়ের ঘণ্টা দুয়েক পর পাহাড়ের দিক থেকে আসতে শুরু করল স্থানীয়রা। একটু পরেই সাগরের দিক থেকে এল দুটো ক্যানো। প্রতিটায় চোদ্দ পনেরজন করে মানুষ। সামান্যই খাবার দাবার এনেছে ওরা সঙ্গে করে। দেখে বেশ হতাশ হলাম আমরা। যা হোক তবু কিছুটা পানি আর আধ ডজন রুটিফল কেনা গেল। ক্যানোয় চেপে আসা দল দুটোর একটা খুবই দুর্ব্যবহার করল আমাদের সাথে। ছ'টা ক্যালাবাশ ভর্তি পানি এনেছে ওরা সাথে করে–সারা দিনে পান করার জন্যে ওদের যা দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি–কিন্তু ওরা তা থেকে একটুও বিক্রি করতে চাইল না। ওরা ভাল করেই বুঝতে পারছে পানির কী ভীষণ প্রয়োজন আমাদের, তবু নিজেদের পানি থেকে এক বিন্দু দিল না আমাদের। বরং আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি করে খেতে লাগল নিজেরা। ভাগ্য ভাল কেনা-বেচার দায়িত্বটা ব্লাই নেলসনের ওপর দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের হাতে রাখলে রেগেমেগে কী যে করতেন ঈশ্বরই জানেন। এসব ব্যাপারে একদমই কৌশলী নন তিনি, তাছাড়া অল্পেতেই মেজাজ হারান। অন্য দিকে নেলসন ঠাণ্ডামাথার লোক, কৌশলী তো বটেই। দু'তিনবার চেষ্টা করেই ও বুঝে ফেলল লাভ হবে না, কিছুই পাওয়া যাবে না ইন্ডিয়ানগুলোর কাছ থেকে। তাই সে মানে মানে সরে এল ওদের কাছ থেকে।

গুহায় ফিরে দেখলাম একটা দলের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছেন ব্লাই। দলটার নেতৃত্বে আছে এক বয়স্ক সর্দার। মাত্র সে সদলবলে এসে পৌঁছেছে দ্বীপের অন্য পাশ থেকে। দশাসই চেহারা। ছ'ফুটের ওপরে হবে লম্বায়। টাপা কাপড়ের কুচি দেয়া আলখাল্লা পরে আছে। দেখেই বোঝা যায় অন্যদের থেকে আলাদা সে। এক হাতে একটা লোহাকাঠের বর্শা। বর্শাটার গায়ে আবার স্টিংরের (এক ধরনের মাছ) লেজের কাঁটা লাগানো। লাঠি হিসেবে যদি ওটা কারও ওপর ব্যবহার করা হয়, দু'ঘায়েই তার দফা রফা হয়ে যাবে। আমরা পৌঁছুতেই স্বস্তির একটা ভঙ্গি ফুটে উঠল ব্লাইয়ের মুখে।

'ঠিক সময়েই এসে পড়েছ, নেলসন,' বললেন তিনি। 'ভাবছিলাম তোমাকে ডাকতে পাঠাব। দেখ তো এ লোকটার কথা বুঝতে পারো কিনা।'

তাহিতীয় ভাষায় লোকটার সাথে কথা শুরু করল নেলসন। আমরা,

মানে আমাদের যারা তীরে আছি তারা আর ত্রিশ চল্লিশ জন স্থানীয় ইন্ডিয়ান দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। এক নাগাড়ে কিছুক্ষণ কথা বলে গেল নেলসন। সর্দার শুনল। তারপর যখন সে জবাব দিল অদ্ভুত এক ঔদার্য ফুটে উঠল তার চেহারায়, কণ্ঠে। মুখের ভাবে উদারতা থাকলেও, আমার মনে হলো, দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর এক ধূর্ততা লুকিয়ে আছে লোকটার। মনোযোগের সাথে তার হাবভাব লক্ষ করতে লাগলাম আমি, কথা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম। তাহিতীয় ভাষা আমাদের ভেতর যারা সবচেয়ে ভাল বোঝে আমি তাদের একজন ভেবে এতদিন বেশ গর্ব বোধ করতাম। কিন্তু আজ, সত্যি কথা বলতে কি, লজ্জাই পেলাম। লোকটার কথা এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। তবে নেলসন বুঝেছে। পুরো না হলেও আংশিক। সর্দারের কথা শেষ হতেই সে ব্লাইয়ের দিকে ফিরে বলল:

'এই ব্যাটা হয় আমাদের আনামুকায় দেখেছে, নয়তো শুনেছে আমরা ওখানে গেছিলাম। ভাল বুঝতে পারছি না ওর কথা; তবে এটুকু বুঝতে পারছি, ও জানতে চাইছে কোথায় কিভাবে আমরা জাহাজ খুইয়েছি।'

প্রশ্নটার জন্যে আমরা তৈরি ছিলাম। প্রথমে অবশ্য মিস্টার ব্লাই ভেবে পাননি এ প্রশ্নের মুখোমুখি যদি কখনও হতে হয়, কী বলবেন। সত্যি কথা বলা যাবে না, তাহলে আমাদের অসহায় অবস্থার কথা জেনে যাবে ইন্ডিয়ানরা। জাহাজ কাছেই কোথাও আছে বললে বিশ্বাস করবে না, কারণ ওরা দেখতেই পাচ্ছে নেই। সেক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য আর কী বলা যেতে পারে? জাহাজডুবি হয়েছে, আমরা ক'জনই কেবল বেঁচে গেছি। এতেও অবশ্য আমাদের অসহায়ত্ব প্রকাশ হয়ে পড়বে। তবে ইন্ডিয়ানদের মনে একটু করুণা জাগাতে পারার সম্ভাবনা থাকবে। এছাড়া আর কী-ই বা করার আছে আমাদের?

নেলসন বলতে লাগল জাহাজডুবির বানানো কাহিনী। আমি তাকিয়ে আছি সর্দারটার মুখের দিকে। কিন্তু করুণা বা দুঃখের কোন ছাপ পড়তে দেখলাম না সেখানে। এরপর যে প্রশ্নটা সে করল, শুনে নেলসন একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। অনেকক্ষণ লাগল তার অর্থটা বুঝতে।

'কী বলছে?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লাই।

'সূর্যের আলো থেকে আগুন জ্বেলেছেন যে কাচ দিয়ে সেটার ক্ষমতা দেখতে চাইছে,' ব্লাইয়ের দিকে ফিরে বলল নেলসন।

ব্লাই ভাল করেই জানেন আতস কাচটা দেখা মাত্র পাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠবে সর্দারটা। তবু আপাতত ওকে চটাতে চাইলেন না তিনি। ধীরে ধীরে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলেন গোল, পুরু কাচটা। কিছু শুকনো ঘাস পাতা জড়ো করা হলো। কৌতূহলী ইন্ডিয়ানরা গোল হয়ে দাঁড়াল চারপাশে। ব্লাই শুকনো ঘাসের স্তূপটার ওপর আতস কাচ ধরলেন। সূর্যের সোজাসুজি। কয়েক মুহূর্তের ভেতর সাদা ধোঁয়া দেখা দিল ঘাসে। তারপর ফাৎ করে জ্বলে উঠল আগুন। বিস্মিত গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল উপস্থিত ইন্ডিয়ানদের ভেতর। সর্দার তক্ষুণি বলল, বিস্ময়কর জিনিসটা তাকে দিতে

হবে। ব্লাই সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন, সেটা সম্ভব নয়। বেশ কিছুক্ষণ পীড়াপীড়ি করল সর্দার, কিন্তু ব্লাই তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। সত্যি কথা বলতে কি, এছাড়া কোন উপায়ও নেই তাঁর। আমাদের সাথে চকমকি পাথর নেই, কাচটা দিয়ে দিলে আগুন জ্বালানোর কোন উপায় থাকবে না। ব্লাইকে নরম করা যাবে না বুঝতে পেরে সর্দার এর পর চাইল পেরেক। বলল, পেরেক দিলে বিনিময়ে সে আমাদের জন্যে যথেষ্ট খাবার এবং পানির ব্যবস্থা করবে। কিন্তু সেটাও আমাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। সামান্য যা পেরেক পার্সেল আনতে পেরেছে, তা আমাদেরই লাগবে। ব্লাই নেলসনকে বললেন:

'বলো পেরেক আমাদের কাছে নেই।'

এরকম কথাবার্তা যখন চলছে তখন একজন দু'জন করে আরও ইন্ডিয়ান এসেছে সৈকতে। তাদের ভেতর রয়েছে আরেকজন সর্দার। বয়েস কম, এছাড়া আর সব দিক থেকেই সে প্রথম জনের মত। আমাদের চারপাশে জড়ো হয়ে থাকা ইন্ডিয়ানরা তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে দু'পাশে সরে পথ করে দিল, যাতে সে সদলে এগিয়ে আসতে পারে। বছর চল্লিশেক বয়েস লোকটার। প্রথম জনের চেয়ে কর্তৃত্বপূর্ণ চেহারা। ইন্ডিয়ানদের বেষ্টনী পেরিয়ে এসে সে তীক্ষ্ণ চোখে আমাদের প্রত্যেকের দিকে তাকাল একে একে। তারপর গিয়ে দাঁড়াল ব্লাইয়ের সামনে। উনিই আমাদের নেতা, কী করে বুঝল লোকটা কে জানে? একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম, বয়স্ক সর্দারটার মত সে নাক ঘষে (স্থানীয়দের আন্তরিকতা প্রদর্শনের আনুষ্ঠানিক রীতি) অভিবাদন জানাল না ব্লাইকে। তার একটাই অর্থ হতে পারে, মনে সে বিদ্বেষ নিয়েই এসেছে আমাদের কাছে।

এই দুই সর্দারকে বা কোন একজনকে আনামুকায় দেখেছিলাম কিনা আমরা কেউ মনে করতে পারলাম না। বয়স্ক জনের নাম জানতে পেরেছি ম্যাকা-আকাভো আর এখন জানতে পারলাম, নতুন সর্দারটার নাম। ঈফো। আলাপ আলোচনায় যতদূর বুঝতে পারলাম দু'জনই টোঙ্গাটাবু দ্বীপের বাসিন্দা; বেড়াতে এসেছে তোফোয়ায়। ব্লাই যখন নেলসনের মাধ্যমে জানালেন আমরা ওদের টোঙ্গাটাবু অথবা আনামুকায় যেতে পারলে খুশি হব, ঈফো বলল, বাতাস একটু কমলে সে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। এরপর ব্লাই গুহায় আমন্ত্রণ জানালেন ওদের। দুই সর্দারের প্রত্যেককে একটা করে ছুরি আর জামা উপহার দিলেন। দুই সর্দারেরই মুখ একটু প্রসন্ন হলো এবার।

এই সময় আমি গুহার ভেতরে সাজিয়ে রাখা খুলিগুলোর একটা তুলে এনে তাহিতীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কোত্থেকে, কী ভাবে এসেছে। প্রশ্নটা শুনেই ঈফোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'ফিজি, ফিজি,' বলল সে। তারপর হাত নেড়ে নানা রকম মুখভঙ্গি করে সে যা বলল তার মর্মার্থ: সে নিজে ওই হতভাগ্যদের দু'জনকে হত্যা করেছে। লোক দুটো ফিজির। খুবই আগ্রহের সঙ্গে ওর বর্ণনা শুনলেন ব্লাই। তাঁর এই আগ্রহের কারণ আছে। ক'বছর আগে ক্যাপ্টেন কুকের সঙ্গে যখন ফ্রেন্ডলি

দ্বীপমালায় এসেছিলেন তখন ইওরোপীয়দের অজানা এই ফিজি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলেন তিনি। যে সব তথ্য তিনি জেনেছিলেন তার একটা হচ্ছে, ফ্রেন্ডলি দ্বীপপুঞ্জ থেকে খুব একটা দূরে নয় ফিজি। এখন নেলসনকে দিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করিয়ে আরও জানতে পারলেন: অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, এখান থেকে সেগুলোর সবচেয়ে কাছেরটা দু'দিনের পথ। গুহা থেকে বেরোনোর পর ঈফো হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিল দ্বীপপুঞ্জটার অবস্থান। আর মুখে বলল, ওখানে যেতে হলে কী কী চিহ্ন খেয়াল করতে হবে। ঈফো ইশারায় যে দিক দেখাল সেটা পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম। সন্তুষ্ট হলেন ব্লাই। ক্যাপ্টেন কুকের সাথে থাকার সময় ফিজির অবস্থান সম্পর্কে যা জেনেছিলেন তার সঙ্গে মিলে গেছে ঈফোর বক্তব্য।

সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে গুহার ভেতর আলাপ এগিয়ে চলল আমাদের সাথে ইন্ডিয়ান সর্দারদের। এক পর্যায়ে তো আমরা ভাবতেই শুরু করলাম, খামোকা ভয় পাচ্ছিলাম এই ভাল মানুষগুলোকে; ওরা শত্রুতা করবে না আমাদের সাথে। এই সময় আরেকটা অনুকূল ঘটনা ঘটল: নাগিতি নামের এক লোক অমায়িক ভঙ্গিতে এগিয়ে এল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। ঘটনাটাকে অনুকূল বলছি, কারণ, আনামুকায় যারা মারমুখী হয়ে আমাদের তাড়া করেছিল লোকটা তাদের ভেতর ছিল। দেখেই চিনতে পেরেছেন ব্লাই। এই লোককে বন্ধুভাবে কথা বলতে দেখে আমাদের স্বস্তি আরও বাড়ল। নাগিতি সর্দার না হলেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এর সহায়তায় আমরা বেশ খানিকটা পানি, কয়েকটা রুটিফল আর গোটা ছয়েক বিরাট আয়তনের ইয়াম সংগ্রহ করতে পারলাম। কিন্তু শিগগিরই আমাদের বিনিময় করার মত জিনিসপত্র শেষ হয়ে গেল। এদিকে ইন্ডিয়ানরা পণ করে আছে, বিনামূল্যে আধখানা রুটিফল বা ইয়ামও দেবে না। ফলে আর কিছু আমরা সংগ্রহ করতে পারলাম না। ব্লাই নেলসনের মাধ্যমে দুই সর্দারের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করলেন এই বলে যে, আমাদের কাছে দেয়ার মত আর কিছু নেই, দয়া করে ওরা যদি আরও কিছু খাবার দেয় আমরা যারপর নাই কৃতজ্ঞ বোধ করব। কিন্তু মন গললো না সর্দারদের। বরং ম্যাকা-আকাভো বলল:

'বলছ কিছু নেই, আমি তো দেখছি আছে। আগুন জ্বালানোর ওই জিনিসটা আমাকে দিয়ে দাও, আমার লোকদের বলে দেব, ওদের পক্ষে যা যা দেয়া সম্ভব সব দেবে তোমাদের।'

কিন্তু আগেই বলেছি, ইন্ডিয়ানদের এ দাবি মানা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। ব্লাই নেলসনকে বললেন কথাটা ম্যাকা-আকাভোকে জানিয়ে দিতে।

এর পর কথা বলল ঈফো।

'তাহলে তোমাদের নৌকায় কী আছে দেখাও আমাদের,' বলল সে।

এবারও ব্লাই জানিয়ে দিলেন সেটা সম্ভব নয়। কারণ যে সামান্য অস্ত্রপাতি আর পেরেক আমাদের আছে তা খাবারের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়,

বরং বেশি।

এই ভাবে দুপুর পর্যন্ত চলল। ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে একটার পর একটা প্রস্তাব দিয়ে চলল দুই সর্দার। আর আমরা নানা কৌশলে একের পর এক সেগুলো এড়িয়ে গেলাম নয়তো প্রত্যাখ্যান করলাম।

দুপুরে আমরা খাওয়া সারলাম প্রত্যেকে ছোট এক টুকরো করে রুটিফল আর শুয়োরের মাংস দিয়ে। দুই সর্দারকে আমাদের সাথে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন ব্লাই। আমন্ত্রণ গ্রহণ করল ওরা। ভীষণ অস্বস্তির ভেতর খাওয়া শেষ করলাম আমরা। ইন্ডিয়ানদের আচরণে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে ইতোমধ্যে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে জটলা করছে ওরা সারা সৈকতে। নিচু স্বরে আলাপ করছে নিজেদের ভেতর। আমাদের সাথে খেতে খেতে দুই সর্দারও আলাপ করল নিজেদের ভেতর, বিশেষ এক ভাষায়, এমন কি নেলসন পর্যন্ত সে ভাষার একটা শব্দও বুঝতে পারল না।

আমাদের দলের পনের জন এখন ডাঙায়। ফ্রায়ার তিনজনকে নিয়ে আছে লঞ্চে। অন্য দিকে অন্তত দুশো ইন্ডিয়ান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমাদের চারপাশে। তবে সৌভাগ্য, বেশিরভাগই নিরস্ত্র। অস্ত্র আছে কেবল দুই সর্দার আর তাদের কয়েকজন অনুচরের কাছে। একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, এই দুশো ইন্ডিয়ানের ভেতর একজনও মহিলা নেই।

খাওয়া শেষ করে দুই সর্দার তাদের লোকজনের কাছে চলে গেল। এই সুযোগে ব্লাই আমাদের বললেন:

'বুঝতে পারছি না ওরা কোন বদ মতলব এঁটেছে কিনা। এখনও সন্দেহজনক কোন কিছু করেনি, তবু তোমরা সতর্ক থাকবে–তোমরা সবাই। মিস্টার পেকওভার, তুমি তিনজনকে নিয়ে আমাদের এখানকার জিনিসপত্র যা যা পারা যায় লঞ্চে নিয়ে তোলো। কিন্তু সাবধান, তাড়াহুড়ো করবে না একদম। ভাব দেখাবে যেন তোমরা যা করছ তা খুবই স্বাভাবিক, ইন্ডিয়ানরা না থাকলেও একাজ করতে। সন্ধ্যায় আমরা বেরিয়ে পড়ব এই খাঁড়ি থেকে। ঈফো সঙ্গে আসুক না আসুক রওনা হয়ে যাব টোঙ্গাটাবুর দিকে। তবে যতক্ষণ না সবাই লঞ্চে উঠতে পারছি ততক্ষণ এদের কারও মনে কোন রকম সন্দেহ যাতে না জাগে সেভাবে চলতে হবে। ঠিক আছে?'

গুহার কাছেই একটা আগুন জ্বেলে সদ্য কেনা রুটিফলগুলো রান্না অর্থাৎ সেদ্ধ করা হচ্ছে। ওগুলো সেদ্ধ করেই লঞ্চে তোলা হবে। লঞ্চে আগুন জ্বালানো সম্ভব নয়, তাই এ ব্যবস্থা। পেকওভার পিটার লেঙ্কলেটার, লেবোগ আর টিঙ্কলারকে বেছে নিল সহকারী হিসেবে। একটু একটু করে ওরা জিনিসপত্র নিয়ে তুলতে লাগল লঞ্চে। কাজটা বিপজ্জনক। লঞ্চ আর আমাদের মাঝখানের পথটুকুতে জটলা করে আছে ইন্ডিয়ানদের অনেকগুলো ছোট ছোট দল। জিনিসপত্র নিয়ে ওদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চেহারায় নিঃশঙ্ক শান্ত ভাব বজায় রাখা সত্যিই কষ্টকর। সেই হিসেবে ওরা প্রশংসনীয় ভাবেই পালন করল দায়িত্ব।

এদিকে ব্লাই গুহামুখে বসে শান্তভাবে তাঁর জার্নাল লিখছেন। মনোযোগ

দিয়ে লিখলেও, আমি জানি, তাঁর একটা চোখ রয়েছে ইন্ডিয়ানদের দিকে। ওদের প্রতিটি আচরণ তিনি লক্ষ করছেন সতর্ক দৃষ্টিতে। আমরা বাকিরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম টুকটাক নানা কাজে, যাতে বর্বর লোকগুলোর মনে ধারণা হয়, আমরা তীরেই রাত কাটাব। দুপুরে আমরা যখন খেতে বসি তখন চলে গিয়েছিল নাগিতি, এই সময় আবার হাজির হলো। আগের মতই অমায়িক ভাবভঙ্গি। সে জিজ্ঞেস করল, আমরা এবার কী করব। ব্লাইয়ের নির্দেশে নেলসন জানাল, আপাতত অপেক্ষা, তারপর আবহাওয়া ভাল হলে ঈফো যদি নিয়ে যায় তো টোঙ্গাটাবুতে যাব।

'ঈফো যাবে যদি তোমরা ওই আগুন জ্বালানোর জিনিসটা ওকে দাও,' জবাব দিল নাগিতি। 'আমার মতে ওটা যদি দাও ঈফোকেই দেয়া উচিত হবে তোমাদের। ম্যাকা-আকাভোর চেয়ে বড় ও মর্যাদায়।'

ব্লাই এখানে একটু কৌশলী হতে পারতেন, বলতে পারতেন, 'ভেবে চিন্তে দেখি কী করা যায়, বা কাকে দেয়া যায় বা অন্য কিছু। কিন্তু তা না করে তিনি সরাসরি নাগিতিকে জানিয়ে দিলেন, কোন অবস্থায়ই ওটা তিনি হাতছাড়া করবেন না।

একটু পরেই দুই সর্দার আবার এসে যোগ দিল আমাদের সাথে। ব্লাই নেলসনের মাধ্যমে ওদের কাছ থেকে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন ফিজি দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে। ওপরে ওপরে বন্ধুত্বের আবরণটা বজায় রাখার চেষ্টা করছেন যথাসম্ভব।

এই আলাপ যখন চলছে, একটা ঘটনা ঘটল। মারাত্মক কিছু নয়। তবে একটু এদিক ওদিক হলেই হয়ে উঠতে পারত ভয়ঙ্কর মারাত্মক। সৈকতের ওপর যে সব ইন্ডিয়ান জটলা করছে তাদের বারো চোদ্দজন হঠাৎ কোন কথাবার্তা নেই ছুটে গিয়ে আমাদের লঞ্চ তীরের সাথে বাঁধা রয়েছে যে রশি দিয়ে সেটা ধরে টানতে শুরু করল। পেকওভার তখন ওর দল নিয়ে ফিরে আসছে। চিৎকার করে সতর্ক করল বুনো লোকগুলোকে। ব্লাই দুই সর্দারের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত ছিলেন। পেকওভারের চিৎকার শুনে মুখ তুলে তাকালেন। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন তাঁর দেহে। তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে ভয়ঙ্কর কণ্ঠে গর্জন করতে করতে কাটল্যাস হাতে ছুটলেন সৈকতের দিকে। আমরা বাকিরা, দুই সর্দার সহ, দৌড়ালাম পেছন পেছন। ক্যাপ্টেনের সাহস আর বদ মেজাজ আজ যতটা কাজে লাগল আর কোন দিন ততটা লেগেছে কিনা সন্দেহ। আমাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক অনেক বেশি জংলীরা। ইচ্ছে করলেই ওরা চড়াও হয়ে আমাদের সব ক'জনকে খুন করে ফেলতে পারত। কিন্তু ব্লাইয়ের গর্জন শুনে আর রুদ্র মূর্তি দেখে ওরা এমন হতবুদ্ধি হয়ে গেল যে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল রশিটা। ফ্রায়ার আর তার সঙ্গীরা আগের জায়গায় নিয়ে গেল লঞ্চ। তারপর সব কিছু শান্ত আবার।

এ-সময়ই আমরা যদি ভেসে পড়তাম তাহলে ভাল হত। আমরা সবাই তো বটেই, ব্লাইও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচতেন। কিন্তু তা সম্ভব হলো না একটা কারণে। কোল এবং আরও তিনজনকে পাঠানো হয়েছিল দ্বীপের

ভেতর দিকে, যদি আরও দু'চার কোয়ার্ট পানি পাওয়া যায় এই আশায়। ওরা এখনও ফিরে আসেনি। এখন লঞ্চে উঠে পড়লে ওরা ডাঙায় থেকে যাবে। তার অর্থ ওই চারজনের নিশ্চিত মৃত্যু। সেটা আমরা হতে দিতে পারি না। তাই গুহার কাছে ফিরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম ওদের জন্যে।

এর পর কী উদ্বেগের ভেতর যে সময় কাটল সে বলবার নয়। ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমাদের ওপর হামলা চালাবে জংলীগুলো। অনুকূল সুযোগের অপেক্ষা করছে। ওদের সর্দাররাও যে এ ব্যাপারে এক মত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের পেছন পেছন সৈকতে যাওয়ার পর আর ফিরে আসেনি ওরা।

'কাছাকাছি থাকো সবাই,' শান্ত কণ্ঠে বললেন ব্লাই। 'একটা ব্যাপার খেয়াল রাখবে, ওরা যেন পেছন থেকে হামলা চালানোর সুযোগ না পায় কিছুতেই।...বদমাশের দল! বসে আছে কেন?'

'আমাদের ওরা ভয় পাচ্ছে মনে হয়, স্যার,' বলল ফ্রায়ার। 'তা যদি না হয়, আচমকা হামলা চালানোর সুযোগ খুঁজছে। আমাদের একটু অসাবধান দেখলেই লাফিয়ে পড়বে।'

'সুতরাং কোন অবস্থাতেই আমাদের অসাবধান হওয়া চলবে না,' বললেন ব্লাই।

এর একটু পরেই আমরা শুনতে পেলাম দূর থেকে ভেসে আসা অশুভ এক শব্দ। পাথরের সাথে পাথর ঠোকার টক টক টক! প্রথমে একটা। তারপর দুটো। তারপর একে একে বাড়তে লাগল সংখ্যা। কয়েক মিনিটের মধ্যে সারা সৈকতে ছড়িয়ে পড়ল টক টক আওয়াজ। কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে কখনও কানে তালা ধরিয়ে দেয়ার মত হয়ে উঠছে। প্রতিটা শব্দ আমাদের মাথায় হাতুড়ির ঘায়ের মত আঘাত করছে যেন। ইন্ডিয়ানদের এটা আক্রমণের পূর্ব সঙ্কেত, বুঝতে অসুবিধা হলো না। সবাই মোটামুটি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, শেষ সময় এসে গেছে। যে কোন মুহূর্তে মার-মার করতে করতে ছুটে আসবে অসভ্যগুলো। আমাদের মনের অবস্থা যে কী হলো সে বুঝিয়ে বলতে পারব না। প্রথমে ভয় পেলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তার হাত থেকে মুক্ত হয়ে তৈরি হলাম, মরণে লড়াই করে মরব, এবং একেক জনে যতগুলো সম্ভব অসভ্যকে নিয়ে মরব!

শেষ বিকেলে ফিরল কোল আর তার দল। দুই কোয়ার্ট মত পানি আনতে পেরেছে পাহাড়ের ফাঁক ফোকর থেকে। ব্লাই একেবারে নিখুঁত হিসেব রাখছেন আমাদের খাবার-দাবারের—বাউন্টি থেকে কী কতটা পেয়েছি, তোফোয়ায় নামার পর কী পেয়েছি; তা থেকে কতটুকু খরচ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তোফোয়ায় যা পাওয়া গেছে খাওয়ার পর তার কিছুটা লঞ্চে নিয়ে তোলা গেছে, কিন্তু পানির ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। পানি যা পেয়েছি তা দিয়ে কোন মতে আজকের প্রয়োজনটা মিটে যাবে। লঞ্চে যে আটাশ গ্যালন আছে তার সঙ্গে যোগ করা যাবে না এক বিন্দুও। তবে সুখের কথা, তোফোয়ায় নামার পর আমাদের মূল ভাণ্ডার থেকে সামান্য শুয়োরের মাংস ছাড়া আর

কিছু খরচ করতে হয়নি।

কোলরা ফিরে আসার পর আমরা সবাই একজায়গায় জড়ো হয়ে ইন্ডিয়ানদের মনে কোন সন্দেহ না জাগিয়ে লঞ্চে উঠে পড়ার সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলাম। এদিকে জংলীদের পাথর ঠোকা চলছে। আগের মতই কখনও এখানে কখনও ওখানে, হঠাৎ বাড়ছে হঠাৎ কমছে। কিন্তু কখনও থেমে যাচ্ছে না।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে নাগিতি রয়েছে আমাদের কাছে। ব্লাইয়ের সাথে আলাপ করছে। আমাদের এক জায়গায় জড়ো হতে দেখে সে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠল। নানা ছুতোয় চেষ্টা করতে লাগল আমাদের কাছ থেকে সরে যাওয়ার। কিন্তু ব্লাই তাকে আটকে রাখলেন আলাপের মাধ্যমে। গুহার সামনে এমনভাবে আমরা দাঁড়িয়েছি যাতে ইন্ডিয়ানরা কিছুতেই আমাদের পেছনে চলে আসতে না পারে। আর ইন্ডিয়ানরা দাঁড়িয়ে আছে সৈকতের ওপর অনেকগুলো দলে বিভক্ত হয়ে। একেক দলে আছে বিশ থেকে ত্রিশজন করে। দুই সর্দার এক এক করে দলের পর দলের কাছে গিয়ে কী কী সব বলছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সবগুলো দলকে নির্দেশ দেয়া হয়ে গেল ওদের। ফিরে এল আমাদের কাছে। আমরা ওদের জিজ্ঞেস করলাম, পাথর ঠোকার অর্থ কী।

'কিছু না,' হেসে বলল ম্যাকা-আকাভো। 'কিছু করার নেই তো তাই সময় কাটাচ্ছে।'

এর পর দুই সর্দার ক্যাপ্টেন ব্লাই আর নেলসনকে আমাদের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। হাবে ভাবে বোঝাল গোপনে আলাপ করতে চায়। কিন্তু ব্লাই অত বোকা নন। তিনি উল্টো ভাব ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন ওদের কথা তিনি বুঝতে পারছেন না। অবশেষে ব্লাইকে ছাড়াই দু'সর্দার চলে গেল তাদের লোকদের কাছে। আবার এক এক করে সবগুলো দলের সাথে আলাপ করে ফিরে এল। এবং আশ্চর্য, পাথর ঠোকা বন্ধ হয়ে গেল তক্ষুণি। অখণ্ড নীরবতা নেমে এসেছে পুরো খাঁড়িতে। সাগরের গর্জন ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। ঈফো জিজ্ঞেস করল:

'রাতে তোমরা তীরেই থাকবে নিশ্চয়ই?'

'আমি থাকব না,' বললেন ব্লাই। 'আমি কখনও আমার নৌকা ছেড়ে ঘুমাই না। তবে আমার কিছু লোক বোধহয় থাকবে গুহায়।'

অন্তত কাল সকাল পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকছি এটা বোঝানোর জন্যে ব্লাই বললেন কথাটা। মনে হলো তাঁর কথা বিশ্বাস করল দুই সর্দার। আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা হলো কিছুক্ষণ দু'জনের। ধারণা করলাম, কখন আমাদের আক্রমণ করবে তা নিয়ে মতান্তর হয়েছে তাদের। সম্ভবত একজন চাইছে এখনই চড়াও হতে, অন্যজন চাইছে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। যাহোক ঝগড়া থামল ওদের। দু'জন আবার গলাগলি বন্ধুর মত কথা বলতে লাগল।

'তৈরি থাকো সবাই,' ব্লাই শান্তকণ্ঠে বললেন। 'একটু যদি বেচাল দেখি ওদের আচরণে সর্দার দুটোকে মেরে আমরা লঞ্চে গিয়ে উঠব। প্রয়োজন হলে

লড়ে পথ করে নিতে হবে।'

দুঃখজনক হলেও সত্য, ওরা যতক্ষণ না আক্রমণ করছে ততক্ষণ আমাদের কিছুই করার নেই। আগে আক্রমণ করতে হলে লাগে লোকবল, নয়তো অস্ত্রবল। দুটোর কোনটাই নেই আমাদের। সুতরাং কৌশলে পালানোর চেষ্টা করাই আমাদের জন্যে সবচেয়ে ভাল। তা যদি না পারা যায়, মানে লড়তেই যদি হয় একেবারে চরম মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত সময় কাটানোই মঙ্গলজনক।

দুই সর্দারের ভাব হয়ে গেছে আবার। বন্ধুর মত দু'জন এগিয়ে এল আমাদের কাছে। নেলসনের দিকে তাকিয়ে ঈফো বলল:

'তোমার ক্যাপ্টেনকে বলো, আমরা রাতে এখানেই থাকব। কাল আমি তোমাদের টোঙ্গাটাবুতে নিয়ে যাব।'

লেনসন ভাষান্তর করে শোনাল খবরটা। ব্লাই জবাব দিলেন:

'ভাল কথা!'

দুই সর্দার এবার রওনা হয়ে গেল আমাদের ছেড়ে। পনেরো বিশ পা-ও যায়নি ওরা, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ম্যাকা-আকাভো। জ্বলন্ত চোখে তাকাল ব্লাইয়ের দিকে।

'তুমি তাহলে তীরে থাকবে না রাতে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কী বলছে ও, নেলসন?' ব্লাই জিজ্ঞেস করলেন।

বলল নেলসন।

'মরুক বদমাশের বাচ্চা! বলে দাও, না,' বললেন ব্লাই।

নেলসন কথাটা জানিয়ে দিল ম্যাকা-আকাভোকে। তবে ব্লাই যে ভাষায়, যে ভঙ্গিতে বললেন তারচেয়ে অনেক নরম করে; কৌশলে। ম্যাকা-আকাভো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত আমাদের দিকে তাকিয়ে। তারপর দ্রুত একবার নিজের লোকদের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল কি যেন। সংক্ষিপ্ত কথা। বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল দ্রুত পায়ে।

'কী বলল, নেলসন?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লাই।

' "টে মো মাতে গিমোটোলু," ' জবাব দিল নেলসন। 'ওদের মতলব এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে। এর মানে: "তাহলে মরবে তুমি।" '

এরপর ব্লাই যা করলেন তা প্রশংসার অতীত। উত্তেজনার কোন ছাপ দেখলাম না তাঁর চেহারায়। উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত কণ্ঠে, একটু যেন উৎফুল্ল ভঙ্গিতে বললেন:

'এখনই করতে হবে যা করার। হল, মিস্টার কোল যে পানি নিয়ে এসেছে সবটুকু ভাগ করে দাও সবাইকে।'

অত্যন্ত দ্রুত হাতে হাতে ঘুরল ক্যালাবাশটা। আমরা জানি ওটা লঞ্চে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং সবটুকু পানি ভাগাভাগি করে খেয়ে নিলাম ক'জনে। মোটামুটি ভাল পরিমাণ পড়ল একেক জনের ভাগে। বাউন্টি থেকে নামার পর গত ক'দিনে সব মিলিয়ে যেটুকু ভাগ্যে জুটেছে প্রায় ততখানি এই একবারে খেলাম। পানি খাওয়ার পুরোটা সময় ব্লাই বাঁ হাতে শক্ত করে

আঁকড়ে রইলেন নাগিতির এক হাত, আর ডানহাতে ধরে রইলেন কাটল্যাস। চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আমরা যদি মরি নাগিতিকেও মরতে হবে আমাদের সাথে। নাগিতির চেহারা ভাবশূন্য। আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি, ওর সেদিনকার আচরণ সত্যিই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল, না নিছক অভিনয় ছিল।

পানি খেতে খেতেই ব্লাই আমাদের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন সৈকতের দিকে যাওয়ার সময় কার পর কে এগোবে। কোল সেই নির্দেশ মত তার নিজের ভাগের পানিটুকু শেষ করে কাটল্যাস হাতে গিয়ে দাঁড়াল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে, নাগিতির আরেক পাশে। আমরা বাকিরা তাঁদের পেছনে। বাকি দুই কাটল্যাসধারী পার্সেল আর নর্টন একদম পেছনে। আমাদের শেষজনের পানি খাওয়া হয়ে যেতেই ব্লাই বললেন:

'চলো এবার এগোনো যাক! বেজন্মাগুলোকে দেখিয়ে দাও বিপদে কী করে ইংরেজরা!'

দৃঢ় পায়ে নির্দ্বিধায় হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। পেছন পেছন আমরা।

আমার বিশ্বাস আমাদের এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত, এই নিঃশঙ্ক অভিব্যক্তিই আমাদের বাঁচিয়ে দিল। একটু যদি দ্বিধা বা দোদুল্যমানতা দেখাতাম, কোন নেই, সব ক'জন মরতাম। গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে জটলা করে থাকা দের পাশ দিয়ে, কখনও মাঝ দিয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন ব্লাই। আমাদের দল বেঁধে হাঁটতে দেখে এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে ওরা যে কয়েকটা দল দুপাশে ভাগ হয়ে পথ করে দিল আমাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। যতক্ষণ না আমরা লঞ্চ বাঁধা জায়গার সোজাসুজি পৌঁছুলাম ততক্ষণ একটা কথা বলল না কেউ, একটা হাত উঠল না আমাদের বিরুদ্ধে। ইন্ডিয়ানরা যেন পাথর হয়ে গেছে সবাই।

ফ্রায়ার নিশ্চয়ই আমাদের আসতে দেখেছে। লঞ্চটাকে দাঁড় টেনে তীরের ছ'কদমের ভেতর নিয়ে এল সে। পানির গভীরতা সেখানে খুব বেশি হলে চার ফুট।

'উঠে পড়ো! জলদি!' দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার করলেন ব্লাই। 'পার্সেল, আমার পাশে থাকো! নর্টন! তুমিও!'

আধ মিনিটের মধ্যে আমরা নৌকায় উঠে পড়লাম; ব্লাই, পার্সেল আর নর্টন ছাড়া। নাগিতি এই সময় ধস্তাধস্তি করে ব্লাইয়ের মুঠো থেকে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটল সৈকতের ওপর দিকে। পর মুহূর্তে ক্যাপ্টেন আর পার্সেল পানিতে নেমে এগোলেন লঞ্চের দিকে। ডাঙায় আটকে রাখা নোঙরটার দিকে ফিরেও তাকালেন না। কিন্তু নর্টন বোকার মত ছুটে গেল নোঙরটা আনার জন্যে। আমরা চিৎকার করে ওকে বারণ করলাম। কিন্তু ও শুনল না বা শুনতে পেলেও গ্রাহ্য করল না।

এতক্ষণে ইন্ডিয়ানরা সংবিৎ ফিরে পেয়ে করিৎকর্মা হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের মধ্যে ওরা ঝাঁক বেঁধে চড়াও হলো নর্টনের ওপর। দেখতে না দেখতে পাথর ঠুকে ওর ঘিলু বের করে ফেলল। এরপর জংলীরা ছুটে এসে ধরে বসল লঞ্চ বাঁধা রশিটা। টানতে লাগল তীরের দিকে। ইতোমধ্যে ব্লাই

আর পার্সেল উঠে পড়েছেন লঞ্চে। ব্লাই তাঁর কাটল্যাসের এক কোপে রশিটা কেটে দিয়ে চিৎকার করে দাঁড় বের করতে বললেন।

এদিকে লঞ্চের সামনের নোঙ্গর–যেটা পানিতে ফেলা ছিল, –উঠিয়ে ফেলেছে আমাদের গলুইয়ের কাছে বসে থাকা সাথীরা। শক্ত সমর্থ ছ'জন বসে গেছে দাঁড়ে। প্রাণপণে টানছে তারা। দ্রুত ডাঙার সাথে দূরত্ব বাড়ছে নৌকার। তবু বলব ভাগ্যবান আমরা। জংলীগুলো নিরস্ত্র। বর্শা বা তীর ধনুক নেই ওদের কাছে। থাকলে আমাদের বাঁচার আশা সত্যিই খুব কম ছিল। বর্শা আছে একমাত্র দুই সর্দারের কাছে। ম্যাকা-আকাভো তারটা ছুঁড়ে মারল ভয়ঙ্কর জোরে। পেকওভারের মাথার পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে পানিতে পড়ল সেটা।

কিন্তু হাতে তৈরি অস্ত্র না থাকলেও সৈকতটা ওদের পাথর যোগান দিল প্রচুর পরিমাণে। জংলীরা সেগুলো টপাটপ তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল আমাদের দিকে। ভাগ্য ভাল এতক্ষণে গজ ত্রিশেক সরে আসতে পেরেছি তীর থেকে তা না হলে নির্ঘাত আমাদের অনেককেই নর্টনের ভাগ্য বরণ করতে হত। তার পরও পার্সেল বেচারা জ্ঞান হারাল মাথায় একটা ঘা খেয়ে। আরও কয়েক জন আহত হলো মারাত্মকভাবে। আমিও আঘাত পেলাম কাঁধে। কাঁধটা একেবারে অবশ হয়ে গেল। কাপড়চোপড়ের পোটলা পুটলি যা ছিল তা-ই ঢালের মত করে ধরে বাঁচতে লাগলাম আরও আঘাতের হাত থেকে। ব্লাই নৌকায় উঠেই বসে গেছেন হালে। একমাত্র এলফিনস্টোন আর কোলের চেষ্টাতেই তিনি কোন মারাত্মক আঘাত পেলেন না। ওরা দু'জন পাটাতনের তক্তা তুলে তাঁকে আড়াল করে রাখল।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা চলে এলাম ওদের পাথরের আওতার বাইরে। কিন্তু ক্ষান্ত হলো না বদমাশগুলো। সৈকতের ওপর টেনে রাখা ক্যানোগুলোর একটা পানিতে নামিয়ে দ্রুত পাথর বোঝাই করে তাতে চড়ে বসল দশ বারোজন এবং তেড়ে আসতে লাগল আমাদের পেছন পেছন। আমাদের ছয় দাঁড়ি প্রাণ দিয়ে টানছে। তবু, লক্ষটা এত বোঝাই যে, খুব শিগগিরই ওরা ধরে ফেলল আমাদের। নতুন করে পাথর বৃষ্টি শুরু হলো। ইন্ডিয়ানদের হাতের টিপ বিস্ময়কর। তারপরেও আমাদের কেউ যে কে নিহত হয়নি ভেবে এখনও অবাক হই আমি। কাপড়ের পোটলার ঢালগুলোই আমাদের বাঁচিয়েছে আসলে। অনেকগুলো পাথর নৌকায় এসে পড়ল। সেগুলো তুলে নিয়ে আমরা আবার ছুঁড়ে মারলাম। ওদের এক জনকে আহতও করতে পারলাম। আমার ধারণা ব্যাপারটা ঘটল নিছকই ভাগ্যক্রমে। এ ধরনের লড়াইয়ে আমাদের ওদের সাথে পারার প্রশ্নই ওঠে না।

জংলীদের মনোযোগ আমাদের দিক থেকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্যে একটা কৌশল করলেন ব্লাই। আমাদের কিছু কাপড়চোপড় ছুঁড়ে দিলেন পানিতে। কাজে দিল কৌশলটা। ওরা ক্যানো থামিয়ে সেগুলো নেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। একটু হুড়োহুড়িও হলো ওদের ভেতর। এই সুযোগে আমরা লঞ্চ নিয়ে বেশ খানিকটা বেরিয়ে আসতে পারলাম খাড়ি থেকে।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসতে শুরু করেছে সাগরের ওপর। তা ছাড়া বেশি পাথর আর বোধহয় ছিল না ক্যানোয়। সে কারণে আমাদের ফেলে দেয়া কাপড়চোপড়গুলো নেয়ার পর আর আক্রমণ করল না ইন্ডিয়ানরা, অনুসরণও করল না। কয়েক মিনিট পরেই একটা অন্তরীপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা।

আরও কোন দল যে তাড়া করে আসবে না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই। তাই আমরা একটুও গতি না কমিয়ে এগিয়ে গেলাম খোলা সাগরের দিকে। যতক্ষণ না বাতাসের আওতায় পৌঁছুলাম ততক্ষণ দাঁড় টেনে চললাম। তারপর পাল উড়িয়ে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেলাম নিরাপদ দূরত্বে। এখন ইন্ডিয়ানরা অনুসরণ করে আসার চেষ্টা করলেও আমাদের ধরতে পারবে না।

পরের একটা ঘণ্টা বেশ ব্যস্ততার ভেতর কাটল আমার। আহতদের সেবা শুশ্রূষা করতে হলো। মোট ন'জন। তাদের ভেতর পার্সেলের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। বেচারা জ্ঞান হারিয়েছিল পাথরের আঘাতে। মাথার যেখানটায় লেগেছে সেখানে হাড় বেরিয়ে গেছে চামড়া ফেটে। তবে আমি যখন চিকিৎসার জন্যে ওর পাশে বসতে পারলাম তখন আর ও অজ্ঞান নেই। উঠে বসেছে চেতনা ফিরে পেয়ে। পরীক্ষা করে বুঝলাম, হাড় ফাটেনি। গোটা ছয়েক সেলাই দিয়ে ওষুধ লাগিয়ে পট্টি বেঁধে দিলাম। এছাড়া গুরুতর আঘাত পেয়েছে এলফিনস্টোন, লেস্কলেটার আর হল। এলফিনস্টোনের দুটো আঙুল ভেঙেছে তক্তা দিয়ে ব্লাইকে আড়াল করার সময়। আর লেস্কলেটারের চোয়াল গভীর ভাবে কেটে গেছে, দর দর করে রক্ত পড়ছে। হলের বুকে লেগেছে পাথর। এত জোরে যে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল সে লঞ্চ থেকে। বাকিদের আঘাত সামান্য। একটু কেটে-ছড়ে বা ফুলে গেছে। একে একে সবার চিকিৎসা শেষ করে একটু হাত-পা ছেড়ে বসতে পারলাম আমি। নিজের আহত কাঁধটা মালিশ করতে লাগলাম।

ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে তোফোয়া দ্বীপ। আমরা বসে আছি। আমাদের মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কী বিপদ থেকে যে বেঁচে এসেছি, এখন, বিপদটা কেটে যাওয়ার পর, তা অনুভব করতে পারছি। নর্টনের মৃত্যু আমাদের সবার মনের ওপর একটা বিষণ্নতার ছায়া ফেলে দিয়েছে। তবে ওকে নিয়ে কেউ আমরা কথা বলছি না। কেবল মনে মনে উপলব্ধি করছি ওর মৃত্যুর ব্যাপারটা। চোখের ওপর ভাসছে সেই দৃশ্য। কানে বাজছে জংলীদের পৈশাচিক চিৎকার। গা শিউরে উঠছে এই ভেবে যে, ওই অবস্থা যারা বেঁচে গেছি তাদের সবার বা যে কারও হতে পারত। ক্যাপ্টেন ব্লাই আমাদের কারও চেয়ে কম মর্মাহত হননি। নর্টনের মৃত্যুর জন্যে নিজেকেই তিনি দায়ী করছেন, নোঙ্গর নিয়ে মাথা ঘামাতে আমাদের আগে ভাগেই নিষেধ করেননি কেন এই ভেবে। কিন্তু আমরা তো জানি তাঁর কোন দোষ নেই। দোষ যদি কারও থাকে সে নর্টনের ভাগ্যের। নইলে যে নোঙ্গর নিয়ে আমরা কেউ মাথা

ঘামালাম না তা রক্ষা করার জন্যে ও এত ব্যস্ত হয়ে উঠবে কেন?

তোফোয়া দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার পর পুব-দক্ষিণ পুব থেকে বয়ে আসা বাতাসের বেগ একটু বাড়ল। সেই সাথে আমাদের গতিও। এবার আমরা আমাদের জিনিসপত্র সব যথাসম্ভব গোছগাছ করে নিলাম। দেখা গেল বাউন্টি থেকে নামার পর আমাদের যে খাবার ছিল তার প্রায় পুরোটাই রয়েছে। মানে রুটি কয়েক আউন্স কম দেড়শো পাউন্ড শুয়োরের মাংস বিশ পাউন্ড আর পানি পুরো আটাশ গ্যালনের পুরোটাই অক্ষত আছে। কিন্তু মদ মাত্র তিন বোতল আর রাম পাঁচ কোয়ার্ট। নতুন যোগ হয়েছে একত্রিশটা নারকেল, ষোলটা রুটিফল আর সাতটা ইয়াম। রুটিফল আর ইয়ামগুলো তীরে সেদ্ধ করে লঞ্চে ওঠানো হয়েছিল। পাটাতনের ওপরই রাখা ছিল সেগুলো। দুঃখের বিষয় ইন্ডিয়ানরা যখন আক্রমণ করে তখন লাফালাফি করে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে সেগুলোর বেশির ভাগই আমরা পায়ের নিচে মাড়িয়ে চটকে ফেলেছি। তা সত্ত্বেও ওগুলো থেকে যতটুকু সম্ভব চেঁছে পুছে বেছে তুললাম। পরের কটা দিন এ দিয়েই খাওয়া সারতে হলো আমাদের।

জিনিসপত্র গোছগাছ করার পর ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মত লঞ্চের বিভিন্ন অংশে স্থান নিলাম আমরা বিশ্রামের জন্যে। লঞ্চ এগিয়ে চলেছে বাতাস যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে–মানে আনামুকা বা টোঙ্গাটাবুর প্রায় বিপরীত দিকে। বেশ কিছুক্ষণ কারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর কথা বলল ফ্রায়ার।

'আমার মনে হয়, স্যার, আর কোথাও না থেমে আমাদের বাড়ির পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত,' ব্লাইকে বলল সে। 'এদিককার জংলীগুলোর কাছে কী ব্যবহার পাব জানা হয়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া যে কোন দ্বীপে নামার চেষ্টা করি না কেন তোফোয়ার ঘটনাই ঘটবে আবার। পরের বার ভাগ্য এবারের মত ভাল না-ও হতে পারে।'

আরও কয়েকজন গলা মেলালো ফ্রায়ারের সঙ্গে। সন্দেহ নেই যারা চুপ করে রইল তাদেরও মনের কথা এটা। ডাঙায় নেমে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়ার চেয়ে দেশে ফেরার চেষ্টা করা ভাল। এতেও মরার সম্ভাবনা থাকবে, তবে বাঁচার সম্ভাবনাও থাকবে। ব্লাই নিজেও জানেন সে কথা। আমার মনে হয় অন্য কেউ না বললে তিনি নিজেই এ প্রস্তাব করতেন। তবু প্রস্তাবটা যখন আমাদের পক্ষ থেকে উঠেছে তিনি এগিয়ে যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে ভুললেন না।

'মিস্টার ফ্রায়ার,' বললেন তিনি, 'কোন রকম সাহায্য আশা করার আগে কতটা পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে, ধারণা আছে তোমার?'

'না, স্যার।'

'ডাচ ইস্ট ইন্ডিজের আগে নয়,' বললেন ব্লাই। 'ওদের সবচেয়ে কাছের উপনিবেশ হলো টিমোর। এখান থেকে কম পক্ষে বারশো লিগ দূরে।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। আমার মনে হয় একটা কথাই সকলে ভাবছে: 'বারশো লিগ! আশা করার মত কী আর আমাদের আছে তাহলে?'

'তবু,' বলে চললেন ব্লাই, 'আমাদের অবস্থা একেবারে নিরাশ হওয়ার মত নয়। তোমরা–তোমাদের প্রত্যেকে যদি আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা দাও, সমর্থন করো; আমার বিশ্বাস আমরা পৌঁছাতে পারব টিমোর-এ?'

'আপনি পাবেন, স্যার, আমাদের সহযোগিতা,' পেকওভার বলল। 'আপনি যেভাবে বলবেন ঠিক সেভাবেই চলব আমরা। কী বলো তোমরা?'

আমরা সবাই সমর্থন করলাম ওকে।

'বেশ,' বললেন ব্লাই। 'তাহলে এসো, দেখা যাক, কী কী আছে আমাদের ঝুলিতে। প্রথমে সুবিধাগুলো: বছরের সবচেয়ে ভাল সময়টাতে আছি আমরা। মোটামুটি ধরে নিতে পারি যত দিন আমরা সাগরে থাকব পুবাল বাতাসকে অনুকূলে পাব। উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বইতে শুরু করবে নভেম্বরের আগ দিয়ে। তার অনেক আগে আমরা হয় টিমোর-এ পৌঁছাব নয়তো ওখানে পৌঁছানোর সব প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে চলে যাব। লঞ্চটা খুবই মজবুত; যদিও একটু বেশি বোঝাই হয়েছে। তবে তাতে ভয়ের কিছু নেই, বাতাসের মুখে ভালই ছুটবে ও। এখন কেমন এগোচ্ছে দেখ, এর চেয়ে খারাপ গতি আমি আশা করি না। এবার অসুবিধা বা বিপদ কী কী হতে পারে–'

এক মুহূর্ত থামলেন তিনি। তারপর আবার শুরু করলেন, 'এ সম্পর্কে বিশেষ বলতে চাই না। তোমরা নিজেরাই জানো। তবে একটা কথা আমার বলার আছে: টিমোর-এ যদি পৌঁছাতে চাই আমাদের অবশ্যই প্রাণটাকে কোন মতে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যতটুকু খাবার বা পানির প্রয়োজন ততটুকু খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। একটুও বেশি না। আমি প্রতিশ্রুতি চাই, দৈনিক খাবারের যে পরিমাণ আমি ঠিক করে দেব তা-ই তোমরা খুশি মনে খাবে। কোন প্রতিবাদ করবে না। পরিমাণটা খুব কম হবে অবশ্যই, তবে একটা ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত থাকতে পারো পানির অভাব হবে না। টিমোর-এ পৌঁছানোর আগে একাধিকবার আমরা বৃষ্টি থেকে পানি সংগ্রহ করে নিতে পারব। তবে যতদিন না আরও পানি পাওয়া যাচ্ছে ততদিন যা আছে তা-দিয়েই আমাদের পুরো পথ পাড়ি দিতে হবে এই হিসেবে পান করতে হবে। মিস্টার ফ্রায়ার, এখন শপথ করে বলো, এ ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত নির্দ্বিধায় মেনে নিতে রাজি থাকবে তুমি?'

'থাকব, স্যার,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ফ্রায়ার।

এর পর মিস্টার ব্লাই একে একে নাম ডেকে প্রত্যেককে একই প্রশ্ন করলেন। সবাই ফ্রায়ারের মতই জবাব দিল: 'থাকব, স্যার।'

এর পর আবার বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর কোল বলল:

'মিস্টার ব্লাই, আমার মনে হয় আমাদের এই যাত্রা উপলক্ষে একবার ঈশ্বরের দয়া প্রার্থনা করা উচিত। আপনি যদি করেন আমরা খুশি হব।'

'নিশ্চয়ই, মিস্টার কোল,' বললেন ব্লাই। তার পর তিনি ধীর উদ্দাত্ত স্বরে, স্পষ্ট উচ্চারণে আবৃত্তি করলেন:

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! আমাদের দুর্দশা তুমি দেখছ। তুমি সর্বজ্ঞ। তুমি জানো আমাদের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন মিটিয়ে ভবিষ্যতের গর্ভে যে বিপদ লুকিয়ে আছে তা থেকে উদ্ধার করো তোমার এই হতভাগ্য সৃষ্টি কটিকে। তোমার অসীম করুণার আশ্রয়ে নাও আমাদের। শক্তি দাও আমাদের অন্তরে, যেন বিপুল ধৈর্য না হারাই, সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারি সব সঙ্কটের। হে সর্বশক্তিমান, করুণাময়, যে স্বর্গ লক্ষ্য করে চলেছি সেখানে নিরাপদে পৌঁছে দাও আমাদের। আমেন।'

এর পর রাতের প্রথম অংশে কে কে পাহারায় থাকবে ঠিক করা হলো। বাকিরা নড়ে চড়ে ঘুমানোর আয়োজনে লাগল। বাতাস আরেকটু বেড়েছে। ফলে আমাদের গতিও। কিন্তু তাতে লঞ্চের কোন অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হলো না। সামনে, পেছনে, ডানে, বাঁয়ে জ্যোৎস্না ধোয়া সমুদ্রের অসীম বিস্তৃতি। এই বিশালতার কাছে আমরা, আমাদের এই লঞ্চটা কী তুচ্ছ ভাবতে ভাবতে ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগলাম আমি।

চার

চেষ্টা করছি, কিন্তু ঘুম আসছে না। কাঁধের পাথর লাগা জায়গাটা ভীষণ ব্যথা করছে। পাটাতনের এক কোণে গুটিসুটি হয়ে বসে আছি। সময় বয়ে যাচ্ছে তার নিজের গতিতে। মিস্টার ব্লাই হাল ধরে আছেন। পাশে পেকওভার—ওর ওপর দেয়া হয়েছে রাতের প্রথমভাগের পাহারাদারির দায়িত্ব। ফ্রায়ার, এলফিনস্টোন, নেলসন আর আমি বসে আছি পেছনের পাটাতনের ওপর। লঞ্চের মাঝামাঝি স্থানে জায়গা হয়েছে দুই মিডশিপম্যান আর টিঙ্কলারের। মিডশিপম্যান দু'জন ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু টিঙ্কলার ঘুম এলেও ঘুমাতে পারছে না। সত্যি কথা বলতে কি রীতিমত কসরত করতে হচ্ছে ওকে জেগে থাকার জন্যে। পেকওভারের সাথে পাহারাদারির দায়িত্ব পড়েছে ওর ওপর। ওকে ঘন ঘন হাই তুলতে দেখে পেকওভার বলল:

'শুয়ে পড়ো, মিস্টার টিঙ্কলার, আজ রাতে তোমাকে ছাড়াই চালিয়ে নিতে পারব।'

টিঙ্কলার ছাড়াও পেকওভারের সহকারী হিসেবে দেয়া হয়েছে লেবোগ আর সিম্পসনকে। ওরা দু'জন পানি সেচছে। গভীর সাগরে আসার পর ছলকে পানি উঠছে লঞ্চের নিচু কিনারা দিয়ে। পরিমাণে তা খুব কম নয়।

মাঝরাত পর্যন্ত একটানা পানি সেচলো লেবোগ আর সিম্পসন। ইতোমধ্যে দু'জন এমন ক্লান্ত হয়েছে যে ওদের হাত আর চলছে না। অবশেষে ওদের বিশ্রাম দিয়ে অন্য দু'জনকে লাগাল পেকওভার পানি সেচার কাজে। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখল কিছুক্ষণ; তারপর আবার রেখে দিল পকেটে।

'ক'টা বাজল, মিস্টার পেকওভার?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'বুঝতে পারলাম না, স্যার।'

মুখ তুলে আকাশের তারা দেখলেন ব্লাই। 'মিস্টার ফ্রায়ার, ঘুমাওনি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'না, স্যার।'

'তাহলে হালে এসে বসো। আমি একটু বিশ্রাম নিয়ে নেই। চারটের সময় আমি আবার বসব।'

জায়গা বদল করলেন ওঁরা। দু'জনেই পা টিপে টিপে গেলেন, আসলেন; যাতে নৌকা না দোলে। অল্প জায়গার ভেতর যথাসম্ভব আরাম করে বসলেন ব্লাই। লেবোগ আর সিম্পসন শুয়ে পড়ল। হ্যালেট আর হেওয়ার্ড ওদের জায়গা নিয়েছে। দু'জনই কাঁপছে ঠাণ্ডায়। ছিটকে আসা নোনা পানিতে ভিজে গেছে ওদের কাপড়চোপড়।

দীর্ঘ চারটে ঘণ্টা জল সেচার শক শক শব্দ শুনলাম বসে বসে। ঠিক চারটের সময় উঠে ফ্রায়ারকে বিশ্রাম দিলেন ব্লাই। হ্যালেট আর হেওয়ার্ডের জায়গায় লাগানো হলো নতুন দু'জনকে।

ভোরের দিকে বাতাস দিক বদলে পুব-দক্ষিণপুব থেকে বইতে শুরু করল। ভয়ানক ঠাণ্ডা আর জোরে বইছে এই নতুন বাতাস। এদিকে সাগর অশান্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। আগের চেয়ে বেশি পানি উঠছে লঞ্চে। সঙ্গে সঙ্গে এটা খেয়াল করলেন ব্লাই। আরও দু'জনকে লাগানো হলো পানি সেচার কাজে। ভোরের আলো যখন ফুটে উঠতে শুরু করেছে তখন দেখলাম পশ্চিম থেকে ভেসে আসা নিচু, নোংরা মেঘ ছেয়ে ফেলেছে আকাশ। লাল সূর্য উঠল কোন আশা নয় যেন এক অশুভ সঙ্কেত ঘোষণা করে। দুর্যোগ আসছে। পেশায় ডাক্তার হলেও চাকরি করি জাহাজে। এই মেঘের পরিণতি আমি জানি। অন্যরাও জানে। ঘুম থেকে উঠে আকাশের চেহারা দেখে মুখ শুকিয়ে গেল সবার।

মিস্টার ব্লাইয়ের মুখটা গম্ভীর দেখাচ্ছে ধূসর আলোয়। কিন্তু চোখের দৃষ্টি শান্ত, সতর্ক। লঞ্চের গায়ে ভেঙে পড়া প্রতিটা ঢেউ থেকেই একটু না একটু পানি ছিটকে বা ছলকে চলে আসছে লঞ্চে। হঠাৎই একটা ঢেউ বেশ ফুলে ফেঁপে সাপের ফণার মত মাথা তুলে এগিয়ে এল। ঢেউয়ের গর্জন ছাপিয়ে উঠল আমাদের নাবিকদের হতাশ আর্তনাদ আর অভিশাপের শব্দ। ঢেউটা ভেঙে পড়ল আমাদের ওপর। আমি ছোঁ মেরে একটা নারকেলের মালা নিয়ে পানি সেচা শুরু করতে করতে শুনলাম ব্লাইয়ের চিৎকার। একেবারে সামনে গলুইয়ের ঠিক পেছনে বসে ছিল হল আর ল্যাম্ব। চিৎকারটা ওদের উদ্দেশ্য:

'রুটির থলেগুলো! রুটির থলেগুলো!'

লঞ্চের গলুইয়ের কাছটা একটু উঁচু। স্বাভাবিক অবস্থায় সাগরের ছিটকানো পানি ওখানে প্রায় লাগে না। সে কারণে রুটির থলে তিনটে ওখানে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন ব্লাই। একটা অতিরিক্ত পাল ভাঁজ করে সেগুলো ঢেকে রাখা হয়েছে।

'দেখছি, স্যার!' পাল্টা চিৎকার করে হল ভাঁজ করা পালটা তুলে ঝুঁকে উঁকি দিল নিচে। মুহূর্ত পরেই সোজা হলো ওর পিঠ।

'একটা বস্তা ভিজে গেছে, স্যার!' চিৎকার করল হল। 'এখানে থাকলে সব নষ্ট হবে!'

সামনে পেছনে তাকালেন ব্লাই। ডাকলেন:

'মিস্টার পার্সেল!'

ছুতোর মিস্ত্রী একটা সেচনী দিয়ে জল সেচছিল তার অস্ত্রপাতির বাক্সের পাশে বসে। আরেকটা ঢেউ চলে গেল আমাদের নিচ দিয়ে নতুন করে কিছু পানি ছুঁড়ে দিয়ে। সেচনীটা পেছনের জনকে দিয়ে পার্সেল ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল।

'জি, স্যার?'

'তোমার বাক্সটা খালি করে ফেল। অস্ত্রপাতি সব খোলে রেখে দাও।'

বিনাবাক্যব্যয়ে নির্দেশ পালন করল ছুতোর মিস্ত্রী। প্রথমে হালকা অস্ত্রের ট্রেটা নামিয়ে পাটাতনের নিচে রেখে দিল। তারপর নামাল ভারী অস্ত্রের ট্রেটা।

'এবার সবাই, তৈরি থাকো!' ব্লাই চিৎকার করলেন আবার। 'আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে! একবারে একটা করে থলে! হল, তুমি আর স্মিথ প্রথমটা নিয়ে লেবোগকে দেবে! লেবোগ পরের জনকে! হাতে হাতে ওটা নিয়ে আসবে বাক্সের কাছে। মিস্টার হেওয়ার্ড, সময় মত বাক্সের ডালা খুলবে তুমি। আর মিস্টার পার্সেল, থলের সেলাই খুলে রুটিগুলো বাক্সে ভরে ফেলবে। হাত চালাবে সবাই! না হলে কিন্তু খালি পেটে থাকতে হবে!'

যারা পানি সেচছে তারা ছাড়া সবাই অপেক্ষা করতে লাগলাম রুদ্ধশ্বাসে। পরের ঢেউটা এল। লঞ্চের গলুই লাফ দিয়ে উঁচু হয়ে গেল, তারপর ঝাঁকুনি খেয়ে ঢুকে পড়ল এই ঢেউ আর পরের ঢেউটার উপত্যকায়।

'এখন!' চিৎকার করলেন ব্লাই।

উঠে গেল ভাঁজ করা পাল, রুটির থলেগুলোর একটা দ্রুত হাতে হাতে চলে এল পেছনে, হেওয়ার্ড মেলে ধরল বাক্সের ডালা, ছুতোর মিস্ত্রী ক্ষিপ্র হাতে থলের মুখ কেটে রুটিগুলো ঢেলে দিল বাক্সে। ঝট করে ডালা বন্ধ করে ফেলল হেওয়ার্ড। এসে গেছে আরেকটা ঢেউ। আরও বেশ খানিকটা পানি ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেল ঢেউটা।

'এবার আরেকটা!' ব্লাইয়ের চিৎকার।

দ্বিতীয় থলেটা আসতে শুরু করল হাতে হাতে। এবং পরের ঢেউটা এসে পড়ার আগেই ভেতরের রুটিগুলো আশ্রয় পেল পার্সেলের বাক্সে। তারপরের ঢেউটা আসার আগে তৃতীয় থলেটিরও একই গতি হলো। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। এই রুটিটুকুই আমাদের সম্বল। নষ্ট হলে আর উপায় থাকত না কোন না খেয়ে মরা ছাড়া।

ঢেউয়ের আকার এখন এত বড় হয়ে উঠেছে যে আমরা যখন দুই তরঙ্গের মাঝখানে পড়ে যাচ্ছি তখন লঞ্চের পাল ঢিলে হয়ে যাচ্ছে বাতাসের

অভাবে। পরমুহূর্তে আবার যখন ঢেউয়ের মাথায় উঠছে মাস্কেট থেকে গুলি ছোটার মত আওয়াজ তুলে টান হয়ে যাচ্ছে পালের কাপড়। নাচতে নাচতে এগোচ্ছে লঞ্চ। চারদিক থেকে ছলকে ছলকে পানি উঠছে ভয়ানক বেগে। যখন ঢেউয়ের মাথায় উঠে যাচ্ছে তখন পালের ওপর এমন চাপ পড়ছে যে ভয় হচ্ছে, মাস্তুল থেকে না ওটা খসে উড়ে যায়। আমরা সবাই ভিজে একসা। সবাই পানি সেচছি। যারা সেচনী পাইনি তারা নারকেলের মালা দিয়ে। ব্লাই বসে আছেন হাল ধরে। মুখে নিরুদ্বেগ, নির্ভাব অভিব্যক্তি। একটা ঢেউ চলে যাওয়ার পর যন্ত্রের মত ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছেন পরেরটা আসতে কত দেরি।

বাতাস আবার দিক বদলে পুব-উত্তরপুব থেকে বইতে লাগল। সেই সাথে বেগ আরেকটু বেড়ে হালকা ঝড়ের রূপ নিল। তীর বেগে ছুটছে এখন লঞ্চ। প্রচণ্ড চাপ পড়ছে পালের ওপর, মাস্তুলের ওপর।

'লঞ্চ হালকা করতে হবে, মিস্টার ফ্রায়ার!' সাগর আর বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে শোনা গেল ব্লাইয়ের চিৎকার। 'প্রত্যেকে গায়েরগুলো ছাড়া একটা করে জামা প্যান্ট রাখতে পারবে–বাকিগুলো ফেলে দাও! অতিরিক্ত পাল, আর এক কুণ্ডলী ছাড়া সব রশিও ফেলে দাও!'

'জি, স্যার!' জবাব দিল মাস্টার। 'পালটা একটু খাটো করে দেয়া যায় না? আমার ভয় হচ্ছে লঞ্চ না উল্টে যায়!'

মাথা নাড়লেন ব্লাই। 'না, চলবে। অতিরিক্ত জিনিসগুলো ফেলে দিলেই আর অসুবিধে হবে না!'

চটপট ক্যাপ্টেনের নির্দেশ পালন করল সবাই; বিপদের গুরুত্ব অনুধাবন করতে অসুবিধা হয়নি কারও। যে জিনিসপত্র আমরা ফেলে দিলাম সব কিছুর মিলিত ওজন যদিও একজন পূর্ণ বয়স্ক মোটাসোটা মানুষের ওজনের চেয়ে বেশি নয় তবু ওটুকু হালকা হওয়াতেই লঞ্চ বেশ ভাল চলতে লাগল। একজন মানুষের ওজন কমার অর্থ লঞ্চের কিনার অন্তত এক ইঞ্চি জেগে ওঠা। তাছাড়া দু'জন ক্রমাগত সেচছে। কিছুতেই পানি জমতে দিচ্ছে না খোলে। এই ভয়াবহ অবস্থার ভেতর আমরা কোনমতে খাওয়া সারলাম, প্রত্যেকে চারভাগের একভাগ করে সেদ্ধ রুটিফল, আর এক পাইন্ট করে পানি দিয়ে।

দুপুরের দিকে বাতাস আরেকবার দিক বদলাল। আবার পুব-দক্ষিণপুব থেকে বইতে শুরু করল; এমন ভীষণ বেগে যে তার মুখে ভেসে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারলাম না আমরা। এখন আমাদের গতিপথ পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে–যে দিকে আছে, তোফোয়ার ইন্ডিয়ানদের কথা অনুযায়ী, বড় বড় সেই দ্বীপের সমষ্টি যাকে ওরা বলে ফিজি। সাগর এখন আরও অশান্ত। ঢেউগুলো আরও বড় চেহারা নিয়েছে। ফলে লঞ্চে পানিও উঠছে আগের চেয়ে বেশি। সেচতে সেচতে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমরা। কিন্তু তার পরও একটা ব্যাপার লক্ষ করে স্বস্তি বোধ করছি সবাই: একটু হালকা হওয়ার পর থেকে খুবই ভাল চলছে লঞ্চ। তার ওপর হাল ধরে আছেন অসাধারণ দক্ষ একজন নাবিক। সবার কথা জানি না, আমার কেমন

যেন আশা হচ্ছে, এ বিপদ থেকে হয়তো আমরা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পেয়ে যাব।

বারোটার দিকে মিস্টার ব্লাই তাঁর সেক্সট্যান্টটা বের করে উঠে দাঁড়ালেন পেছনের পাটাতনের ওপর। ঢেউয়ের দোলায় ভয়ানক দুলছে লঞ্চ। পাছে পড়ে যান এই ভেবে আমি আর ফ্রায়ার শক্ত করে ধরে রইলাম তাঁকে। দুলতে দুলতেও কোন মতে সূর্যের উচ্চতা মাপতে পারলেন তিনি। এই সময়টায় এলফিনস্টোন রইল হাল ধরে। লক্ষ করলাম আস্থা এবং দক্ষতার সাথে বিশাল ঢেউগুলোর মাঝ দিয়ে সে চালিয়ে নিল লঞ্চটা।

'ভালই অবস্থা আমাদের,' সেক্সট্যান্টের কাজ শেষ করে বসতে বসতে বললেন ক্যাপ্টেন। '...মিস্টার এলফিনস্টোন, চমৎকার চালিয়েছ তুমি! চমৎকার!'

বিশাল একটা ঢেউ আমাদের মাথায় তুলে নিয়ে বয়ে গেল দুপাশ থেকে জল ছিটাতে ছিটাতে। দুই ঢেউয়ের মাঝখানের শান্ত পরিবেশে আসার পর ব্লাই আবার বললেন:

'দেখছ, কেমন চলছে ব্যাটা? আমাদের কাজ যদি আমরা ঠিক ঠাক মত করি, দেখো ও ঠিকই আমাদের পৌঁছে দেবে গন্তব্যে! বুঝলে, মিস্টার ফ্রায়ার, আমার হিসেব যদি ভুল না হয়ে থাকে, আমরা ছিয়াশি মাইল এসেছি এ পর্যন্ত তোফোয়া ছাড়ার পর।'

বাতাস এ মুহূর্তে আমাদের শত্রু যেমন তেমন বন্ধুও। বাতাসের আনুকূল্য পেয়েছি বলেই এত অল্প সময়ে এতটা পথ আসতে পেরেছি। লঞ্চটার সম্পর্কে ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের অনুভূতি আমাদের ভেতরেও সংক্রামিত হয়েছে। আমরা ভালবাসতে শুরু করেছি ওকে। এই আবহাওয়ায় এত সুন্দর চলা যে সে কথা নয়।

'আমাদের একটা লগ (জাহাজের গতি মাপক যন্ত্র) তৈরি করতে হবে,' একটু পরে আবার বললেন ব্লাই। 'মিস্টার ফ্রায়ার, তোমাকে আর সারেংকে দায়িত্ব দিচ্ছি, একটা রশিতে নিখুঁতভাবে গজফুটের দাগ কেটে দেবে। আর, মিস্টার পার্সেল, তুমি দেখ একটা লগ চিপ বানিয়ে দিতে পারো কিনা।'

পাঁচটা ছোট নারকেল দিয়ে দুপুরের খাওয়া হলো আমাদের। তারপর লগ বানাতে বসল পার্সেল, ফ্রায়ার আর সারেং কোল। ছুতোর মিস্ত্রী তার হালকা অস্ত্রের ট্রেটার তলা থেকে ত্রিভুজাকৃতির একটা তক্তা কেটে নিল। ত্রিভুজটার একেক পাশ ছ'ইঞ্চি করে লম্বা। একটা পাশ সীসার পাত দিয়ে মুড়ে ভারী করা হলো আর প্রতিটা কোনায় করা হলো একটা করে ছিদ্র। যে জিনিসটা তৈরি হলো এটাকেই নাবিকরা বলে 'লগ চিপ'।

পার্সেল যখন চিপ বানাচ্ছে তখন ফ্রায়ার আর কোল বসে নেই। মজবুত দুটো মাছ ধরা সুতো আছে আমাদের। বাড়তি দড়িদড়ার কুণ্ডলীগুলো যখন ফেলে দেয়া হয় তখন দুটো মাত্র সুতোর ওজন আর কত হবে এই ভেবে এগুলো ফেলা হয়নি। দুটোই প্রায় পঞ্চাশ ফ্যাদম করে লম্বা। একটার এক প্রান্তে একটকরো ন্যাকড়া বাঁধা বড়শি আটকে ছেড়ে রাখা হয়েছে নৌকার

পেছনে। অন্যটা দিয়ে ফ্রায়ার একটা লাগাম তৈরি করল লগ চিপের জন্যে। সুতোটার এক প্রান্ত থেকে বারো ফ্যাদম মেপে জায়গাটায় একটা চিহ্ন রাখল সে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে। ইতোমধ্যে একটা রুমাল ফালি ফালি করে কেটে ফালিগুলো পাকিয়ে ফেলেছে সারেং। মাস্টার সুতোটা বাড়িয়ে ধরতেই সে একটা পাকানো ফালি সুতোটার ফেঁসোর ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে শক্ত করে গিঁট দিয়ে দিল চিহ্ন দেয়া জায়গাটায়। এরপর ছুতোর মিস্ত্রীর গজ কাঠি দিয়ে সাবধানে পঁচিশ ফুট মেপে নিল ফ্রায়ার। এই বিন্দুতে আরেকটা পাকানো ফালি আটকে দিল কোল। ফালিটার লম্বা প্রান্তে একটা গিঁট দিল। এই একই ব্যাপার আবার করা হলো। এবার গিঁট দেয়া হলো দুটো। এইভাবে চলতে লাগল। তিন গিঁট, চার গিঁট করে শেষ ফালিটায় হলো আট গিঁট।

'আটটাতে চলবে, স্যার?' ফ্রায়ার জিজ্ঞেস করল।

ক্যাপ্টেন তখন হাল ধরে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছেন পরের ঢেউটার এগিয়ে আসা। ওটা আমাদের মাথায় তুলে নাচাতে নাচাতে বয়ে যাওয়ার পর তিনি জবাব দিলেন:

'হ্যাঁ, আটটাতেই চলবে। মিস্টার পেকওভার, ওই বাক্সটার পাশে বসে থেকে গোনা অভ্যাস করো। মিস্টার কোল, তুমিও।'

গুনতে শুরু করল ওরা একঘেয়ে কণ্ঠে: 'এক···দুই···তিন···চার···'

অনেকক্ষণ গুনল ওরা। তারপর ধরে ফেলতে পারল সঠিক বিরতিটা। অবশেষে গানার ডাকল:

'মিস্টার ব্রাই!'

'হ্যাঁ, তোমরা তৈরি?'

'জি, স্যার, একটা সেকেন্ডও গড়বড় হবে না।'

'তাহলে ভাসিয়ে দাও লগটা!'

পেকওভার সুতোটা কুণ্ডলী পাকিয়ে ডান হাতে ধরল সহজে ছেড়ে দেয়ার জন্যে। একই সময় সারেং সুতোর এক প্রান্ত চিপের একটা ছিদ্রের সঙ্গে বেঁধে তৈরি হয়ে বসল পেছনের পাটাতনের ডান পাশে। পেকওভারের কাছ থেকে সঙ্কেত পাওয়া মাত্র সে লগ চিপটা ছেড়ে দিল সাগরে। পেকওভারের আঙুলের ভেতর দিয়ে সরসর করে চলে যেতে লাগল সুতো। বারো ফ্যাদমের চিহ্নটা আঙুল পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ও গুনতে শুরু করল: 'এক···দুই···তিন···।' পঞ্চদশ সেকেন্ডে সুতো ছাড়া বন্ধ করে ফিরল মিস্টার ব্রাইয়ের দিকে।

'সাড়ে চার, স্যার,' বলে সুতো টানতে শুরু করল পেকওভার।

'ভাল! এখন থেকে প্রতি ঘণ্টায় আমরা একবার করে লগ ভাসিয়ে গতি মাপব।'

বিকেলে এবং রাতেও আবহাওয়া এক রকম রইল। বৃষ্টিবাদল নেই, তবু প্রতিটা লোক ভিজে একাকার। ক্যাপ্টেন ব্রাই টানা আঠারো ঘণ্টা হয়ে গেল হাল ধরে আছেন। বাকিরা পালা করে পানি সেচছি। কথা মত ঘণ্টায় ঘণ্টায়

গতি মাপা হচ্ছে। ফলাফল অর্থাৎ আগের এক ঘণ্টায় আমরা কতটা পথ অতিক্রম করেছি হিসেব করে ব্লাই লিখে রাখছেন তাঁর জার্নালে। দুপুরে সেই যে পাঁচটা নারকেল আঠারো জনে ভাগ করে খেয়েছি তারপর আর কিছু পেটে পড়েনি। তবু খিদের কষ্ট খুব একটা অনুভব করছি না। কিন্তু খিদের কষ্ট না থাকলেও রাতে যে কষ্টটা হলো তা অবর্ণনীয়। সূর্যাস্তের পর পরই বাতাস সামান্য সরে এল দক্ষিণ দিকে। এবং এমন শীতল হয়ে উঠল যে ঘুমানো অসম্ভব মনে হলো। একটু পরে যখন আমার পানি সেচার পালা এল, খুশি হয়ে উঠলাম। পরিশ্রম করলে শীত এত তীব্র মনে হবে না।

রাত ন'টার দিকে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেল বাতাস। পশ্চিমে ঢলে পড়া চাঁদ বেরিয়ে এল পরিষ্কার আকাশে। কিন্তু সাগরের অবস্থা যা ছিল তা-ই রইল। তীব্র শীতল বাতাস আর তারই প্রভাবে বিশাল বিশাল ঢেউ। মিছিলের মত আসছে একের পর এক। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে যখন উপরে উঠে যাচ্ছি তখন চারপাশে তাকিয়ে বিক্ষুব্ধ সাগর ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। অসংখ্য পানির পাহাড় দুলছে, নাচছে, ভেঙে পড়ছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় যদি শরীরের প্রতিটা হাড় কন কন না করতে থাকত তাহলে হয়তো এই বিশাল, গম্ভীর, ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হতাম। আমাদের নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছে ওরা নিয়মিত বিরতিতে, একের পর এক, একের পর এক। একটা চলে যাওয়ার পর আরেকটা আসতে সময় নিচ্ছে ধীরে ধীরে দশ পর্যন্ত গুনতে যতটা সময় লাগে ততটা। একটা থেকে আরেকটার চূড়ার দূরত্ব অনুমান করলাম দুশো গজ। ঘণ্টায় অন্তত ত্রিশ মাইল বেগে ওগুলো বয়ে যাচ্ছে আমাদের নিচে দিয়ে, পাশ দিয়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা পালা করে ভোগ করলাম তীব্র, হিংস্র বাতাস আর ছিটকে আসা পানি আর তরঙ্গ ভঙ্গের গর্জন আর দুই ঢেউয়ের মাঝখানের শান্ত নিস্তরঙ্গ শান্তি।

মিস্টার ব্লাই নিশ্চুপ। যে দায়িত্ব তিনি পালন করছেন, অখণ্ড মনোযোগ দরকার তাতে। কথা বলার ফুরসৎ কোথায়? সন্দেহ নেই আমাদের যে কারও চেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করছেন তিনি। হাল ধরে থাকার কাজে নড়াচড়া খুব একটা করতে হয় না ফলে গা গরম করার সুযোগ নেই। কিন্তু তবু তিনি বসে আছেন অনড়, অচল, শান্ত, সতর্ক; একটু কাতরোক্তি নেই। তবে, আমি লক্ষ করলাম, গায়ের কাঁপুনি তিনি থামাতে পারছেন না।

অবশেষে চাঁদ ডুবে গেল আমাদের সামনে। তারার দল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেশে শরৎ সন্ধ্যায় তারাদের এমন উজ্জ্বলতা দেখেছি। আমাদের চারপাশে ভেঙে পড়া ঢেউয়ের ছিটকে ওঠা পানিতে তাদের অস্পষ্ট প্রতিফলন।

দীর্ঘ সময় একটানা পানি সেচে পেছনের পাটাতনে ফিরে এলাম আমি আর নেলসন। দুটো ঢেউয়ের মাঝখানের শান্ত পরিবেশে আমরা এখন। লঞ্চের কিনার পেরিয়ে দৃষ্টি পৌঁছাল সাগরে। চমকে উঠলাম অমনি। নৌকার আশপাশ দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটোছুটি করছে বিভিন্ন আকৃতির আলো। সামনে যাচ্ছে, পেছনে যাচ্ছে; পাশ দিয়ে যেতে যেতে টুপ করে ডুব দিচ্ছে। একটা

তো আমাদের এক গজের ভেতর এসে ফোঁস ফোঁস করে নাক ডাকল।

'পরপয়েজ!' সবিস্ময়ে উচ্চারণ করল নেলসন।

'হ্যাঁ,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'আমার জিভে পানি এসে যাচ্ছে পরপয়েজের মাংসের কল্পনায়, হোক না তা কাঁচা!'

লঞ্চের কিনার ধরে ঝুঁকে আমরা দেখতে লাগলাম। অদ্ভুত প্রাণীগুলোর অনুপ্রভ সৌন্দর্যের কথা ভাবছি না, ভাবছি খাবারের কথা। হাতের কাছে এত বিপুল পরিমাণ খাদ্যবস্তু অথচ তা আয়ত্ত করার ক্ষমতা আমাদের নেই!

ঢেউগুলো নিয়মিত বিরতিতে আসছে বলে ব্লাইয়ের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। একটা নির্দিষ্ট গৎ মত হাল ঘোরাচ্ছেন তিনি। আমার ধারণা লঞ্চটা যে দারুণ চলছে তা-ই তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ ধরে রেখেছে। সে কারণে চুপচাপ বসে থেকেও শীতের তীব্রতা তিনি ততটা অনুভব করতে পারছেন না; যদিও কাঁপছেন হি-হি করে।

'কী সুন্দর চলছে লঞ্চ?' ঠক ঠক করে বাড়ি খাওয়া দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল নেলসন।

'আমি এটা বানানোর সময় দেখেছি,' গর্বিত কণ্ঠে জবাব দিলেন ব্লাই। 'আমি নিজে বাছাই করে দিয়েছিলাম প্রতিটা কাঠ, তক্তা! এত ভাল নৌকা এ পর্যন্ত আর তৈরি হয়নি! ঠিক মত সাজিয়ে দিলে আর পরিমাণ মত বোঝাই দেয়া হলে আমি এটা নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারব।'

আবার যখন আমাদের সেচার পালা এল তখন আমার পা দুটোর এমন অসাড় অবস্থা যে ভীষণ কষ্ট করতে হলো সোজা হয়ে সামনে যেতে। নেলসনের অবস্থা আরও খারাপ। ওকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিতে হলো। এই পালা শেষে আবার যখন বিশ্রাম পেলাম তখন ধূসর হয়ে আসছে আকাশ।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে চা চামচের এক চামচ করে রাম সরবরাহ করা হলো সবাইকে। এবং এটুকুতেই আমরা অদ্ভুত রকম সতেজ হয়ে উঠলাম। চটকানো ইয়ামের খানিকটা দিয়ে এবার নাশতা সারা হলো। তারপর পরম স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করলাম, আবহাওয়ার উন্নতি হচ্ছে। বাতাসের বেগ একটু কমেছে; সেই সাথে ছোট হয়েছে ঢেউয়ের আকার। পানিও আগের চেয়ে কম ছলকে আসছে লঞ্চে। সূর্য ওঠার পর আরেকটু ভাল হলো অবস্থা। ঠাণ্ডার প্রকোপ কমল। আশা করা যায় কিছুক্ষণের মধ্যে অসাড় হাত-পাগুলো আবার সচল হয়ে উঠবে।

আটটার সময় সারেং যখন লগ ভাসাল তখন বাতাস আরও কমে প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। এখন এত কম পানি ছিটকে আসছে, সামনের ওরা কাপড়-চোপড় প্রায় শুকিয়ে ফেলতে পেরেছে। কম্পাসের দিকে একবার তাকিয়ে হাতের ইশারায় এলফিনস্টোনকে ডাকলেন ব্লাই।

'হাল ধরো,' বললেন তিনি। 'পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে রাখবে। ইন্ডিয়ানগুলো যদি মিথ্যে কথা না বলে থাকে, শিগগিরই ডাঙার দেখা পাওয়া যাবে।'

হাল থেকে উঠে এসে ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হাতের পেশী ডলতে ডলতে আমাদের উদ্দেশ্যে ব্লাই বললেন:

'একটা জঘন্য রাত পেরিয়ে এলাম আমরা। আশা করি টিমোর-এ পৌছানোর আগে এত কষ্ট আর আমাদের করতে হবে না। তোমরা ভাল কাজ দেখিয়েছ। ভবিষ্যতেও যদি এমন দেখাতে পারো আর খাবার দাবারগুলো বুঝে শুনে খরচ করা যায় আমি জোর দিয়ে বলতে পারি আমরা বাড়ি পৌছাতে পারব।'

'চিন্তা করবেন না, স্যার,' কোল বলল, 'আমরা আছি আপনার সঙ্গে, আপনার কথার অবাধ্য আমরা কেউ হব না।' আমাদের দিকে তাকিয়ে যোগ করল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের মত মানুষ আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন—কী বলো তোমরা?'

সম্মিলিত স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে নাবিকরা চিৎকার করল: 'হ্যাঁ!' 'ঠিক বলেছ!' 'আমরা আছি মিস্টার ব্লাইয়ের সাথে!'

সূর্য আরও কিছুদূর উঠে আসার পর আমরা বেশ কয়েক ঝাঁক পাখি দেখতে পেলাম। অর্থাৎ কাছাকাছি ডাঙা আছে এতে সন্দেহ নেই। একবার বড় এক ঝাঁক টানি মাছের মাঝ দিয়ে গেলাম আমরা। মাছগুলো ইচ্ছামত লাফালাফি করল বিরক্ত হয়ে বা ভয় পেয়ে। কিন্তু দুঃখ আমাদের, লাফিয়ে একটাও লঞ্চের ভেতর পড়ল না বা পেছনে ছেড়ে রাখা বড়শিতে আটকাল না।

দুপুরের সামান্য আগে ডাঙার দেখা পাওয়া গেল, চার লিগ মত দক্ষিণ-পশ্চিমে। ব্লাই ঘুমিয়ে ছিলেন। 'ডাঙা দেখা যায়' চিৎকার শুনে উঠে বসলেন।

'ফিজি দ্বীপপুঞ্জ!' বললেন তিনি। 'আমাদের আগে আর কোন সাদা মানুষের চোখ পড়েনি এই দ্বীপমালার ওপর!'

কিছুক্ষণ পর আরও একটা দ্বীপ দেখতে পেলাম, তারপর আরেকটা। এইভাবে বিকেল তিনটে নাগাদ আমরা আটটা পর্যন্ত গুনলাম দিগন্তরেখায়।

'আমরা নামতে পারি না এখানে, স্যার?' ছুতোর মিস্ত্রী জিজ্ঞেস করল।

'বোকার মত কথা বোলো না তো, মিস্টার পার্সেল,' জবাব দিলেন ব্লাই। 'স্মরণশক্তি এত কম তোমার! তোফোয়ার কথা ভুলে গেছ? এখানে নামার চেয়ে বড় বোকামি আর কিছু হতে পারে না। ক্যাপ্টেন কুক এই দ্বীপগুলো কখনও দেখেননি। কিন্তু আমি যখন "রিজোলুশন"-এর মাস্টার ছিলাম, ১৭৭৭-এ, ফ্রেন্ডলি দ্বীপগুলোর মানুষদের কাছে উনি শুনেছিলেন এই ফিজির অধিবাসীদের কথা। ওদের মত হিংস্র, ভয়ঙ্কর মানুষ হয় না। মানুষের মাংস পর্যন্ত খায়। না, মিস্টার পার্সেল, এইসব লোকের কাছে থেকে দূরে থাকব আমরা!'

পাঁচ

সন্ধ্যার দিকে প্রায় সত লিগ উত্তর-পশ্চিমে তিনটে ছোট-ছোট দ্বীপ দেখা গেল। রাত নামতে নামতে আমরা ওগুলোর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম। পরিস্থিতি যদি আরেকটু ভাল হত, আমি হয়তো আরও ভালভাবে অজানা সাগরের ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়ার এই ব্যাপারটাকে উপভোগ করতে পারতাম। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে পারতাম যে দ্বীপের ওপর আগে কখনও কোন ইওরোপীয়ের দৃষ্টি পড়েনি তাকে।

নেলসনের এই গুণটা আছে। বাচ্চাদের মত জিজ্ঞাসু, কৌতূহলী একটা মন। আমাদের এই চরম হতাশাজনক পরিস্থিতি—যেখানে আবার দেশের মাটির দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা হাজারের ভেতর একভাগ সেখানেও অনায়াসে দিনে সাগর দেখে, আকাশ দেখে; রাতে তারা দেখে অনাবিল আনন্দ পায় সে। যতগুলো দ্বীপের পাশ দিয়ে আমরা গেছি; যত দূরেই হোক কিছু এসে যায় না, ও তাকিয়ে থেকেছে জিজ্ঞাসু চোখে যতক্ষণ দেখা গেছে। শুধু তা-ই নয়, নিজের মনে অনুমান করার চেষ্টা করেছে দ্বীপটা গঠিত আগ্নেয়গিরির লাভায়, না প্রবালে; ওখানে মানুষজন আছে না নেই, বা কী ধরনের গাছপালা জন্মায় ওখানে?

অন্ধকার নেমে আসার পর বাতাস আবার একটু বাড়ল এবং আমরা সারারাত ছিটকে আসা পানিতে মোটামুটি ভিজলাম যদিও তবু ঘুমাতে পারলাম যখন যার ঘুমের পালা এল। সম্ভবত ক্লান্তির কারণেই এটা সম্ভব হলো। রাতে পালা করে আমাদের অর্ধেক ক'জন ঘুমাল কোন মতে শুয়ে, বাকিরা জেগে বসে রইল বা পানি সেচল। প্রায় তিন ঘণ্টা একটানা ঘুমের পর যখন জাগলাম তখন শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠেছে। দিনের শুরুতে সবাইকে মনে হলো একটু যেন চাঙ্গা আগের দিন সকালের চেয়ে। প্রত্যেকে সিকি পাইন্ট পরিমাণ পানি আর চটকানো ইয়ামের অবশিষ্টটুকু ভাগ করে নাশতা সারা হলো।

ভোরের দিককার কয়েক ঘণ্টায় বাতাস আস্তে আস্তে সহনীয় হয়ে এল। তারপর মিস্টার ব্লাই রুটির বাক্সটা খোলার নির্দেশ দিলেন, পরীক্ষা করে দেখবেন সবটুকু ঠিকঠাক মত আছে কিনা, বা কতটুকু নষ্ট হয়েছে কতটুকু ঠিক আছে। দেখা গেল আগের দিন ভেজা রুটিগুলোর কোন কোনটায় পচন শুরু হয়েছে। সেগুলো ভাল মত বেছে নিয়ে মেলে দেয়া হলো রোদে। ভেজাগুলোর সাথে থেকে শুকনো যেগুলো ভিজেছে সেগুলোও মেলে দেয়া হলো। সব ভাল করে শুকানোর পর ভরা হলো বস্তায়। আলাদা করে রাখা হলো। একদম ভাল আছে যে সব রুটি সেগুলোর সাথে মেশানো হবে না। এগুলোই আগে খাওয়া হবে।

দুপুর বেলায় সেক্সট্যান্ট দিয়ে সূর্য পর্যবেক্ষণ করার পর ক্যাপ্টেন ব্লাই জানালেন, আমরা এখন আঠারো ডিগ্রী দশ মিনিট দক্ষিণ অক্ষাংশে আছি। তাঁর হিসেব অনুযায়ী গত চব্বিশ ঘণ্টায় আমরা চুরানব্বই মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। পশ্চিম দিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। লেবোগ আর কোল, দুজনই বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ নাবিক, বলল, ওদিকে তাকিয়ে থাকলে ডাঙা দেখা যাবে, ডাঙার ওপরই কেবল মেঘ অমন স্থির হয়ে থাকে।

বাউন্টি ছাড়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এত বেশি ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে যে আমরা কী খেলাম না খেলাম সে ব্যাপারে বিশেষ ভাবনা চিন্তা করার অবকাশই পাইনি। এখন পরিস্থিতির একটু উন্নতি হওয়ায় হিসেব করে দেখলাম গত সাতদিনে সব মিলিয়ে একেক জনে যা খেয়েছি তা স্বাভাবিক সময়ে খুব ক্ষুধার্ত থাকলে একবেলাতেই খাই। এত কম খাওয়ার যে ফল তা ফলতে শুরু করেছে ইতোমধ্যে–চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, চোখ গর্তের ভেতর ঢুকে গেছে এবং অদ্ভুত জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছে। তবু এখন পর্যন্ত খাওয়া নিয়ে কেউ কোন অভিযোগ বা প্রতিবাদ করেনি, বরং দেখে মনে হচ্ছে একেক বেলায় এক চুমুক পানি আর এক গ্রাস খাবার খেয়ে সবাই সুখে না থাকলেও দুঃখে নেই।

বিকেলে নতুন করে পুব-দক্ষিণপুব থেকে বইতে লাগল বাতাস। সাগর আবার উত্তাল হয়ে উঠল। ঢেউ ভেঙে পড়তে লাগল লঞ্চের ওপর। ছলকে, ছিটকে পানি আসতে লাগল। বুড়ো লেবোগ গলুইয়ের কাছে বসে হাত দিয়ে সূর্য থেকে চোখ আড়াল করে তাকিয়ে আছে সামনে। হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পেছন দিকে।

'মিস্টার ব্লাই!' নিচু কণ্ঠে, প্রায় ফিসফিস করে ডাকল সে।

'হ্যাঁ?'

'বিরাট একটা কচ্ছপ ঘুমিয়ে আছে পিঠ ভাসিয়ে! খুব বেশি হলে দুই কেবল সামনে, ওই যে ওদিকে! নিয়ে চলুন, আমি ধরে বসব ব্যাটার পাখনা! ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনেক ধরেছি এমন!'

মাথা ঝাঁকালেন ব্লাই লেবোগের চোখে চোখে তাকিয়ে। তার পর ওরই মত ফিসফিস করে বললেন:

'কেউ কোন শব্দ করবে না!'

প্রায় চার নট গতিতে এগোচ্ছি আমরা। দু'কেবল দূরত্ব অতিক্রম করতে কয়েক মিনিটও লাগবে না। অর্থাৎ দড়ির ফাঁস তৈরির বা কী করলে কচ্ছপটাকে ঠিক ঠিক ধরা যাবে সে সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে সলা পরামর্শ করে নেয়ার সময় নেই। তাছাড়া নৌকার তলে বা পাশে পায়ের সামান্য শব্দ হলেই ঘুমন্ত প্রাণীটা জেগে উঠে দুদ্দাড় করে পালাবে। সুতরাং আমরা চুপ করে বসে রইলাম।

হালে আছেন ব্লাই। লেবোগের হাতের ইশারা মত তাকিয়ে কচ্ছপটাকে দেখতে পেলেন তিনি। হাল ঘুরিয়ে লঞ্চটাকে নিয়ে গেলেন তার পাশে। একটুও শব্দ করছি না আমরা, সবাই জমে গেছি যেন; মাথা নাড়ারও সাহস

হচ্ছে না। একবার একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে যখন নৌকার পেছনটা উঁচু হয়ে গেল, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলাম ঘুমন্ত কচ্ছপটাকে। আমাদের সামান্য সামনে, গলুইয়ের ডান পাশে।

লেবোগ হাত নেড়ে নৌকা আরেকটু ডানে নেয়ার ইশারা করল। কয়েক সেকেন্ড পরেই নিঃশব্দে সে হাত বাড়িয়ে দিল কিনারার ওপর দিয়ে ঝুঁকে। পরমুহূর্তে শুনতে পেলাম জলে ঝটপটানোর শব্দ। কচ্ছপটা দেখতে যেমন বিরাট, তেমন শক্তিশালী। কিন্তু লেবোগও কম নয়, ধরেছে তো ধরেছে। বেশ কয়েক সেকেন্ড চলল হুটোপুটি। কচ্ছপটা ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করছে, লেবোগ প্রাণপণে আঁকড়ে আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হলো কচ্ছপটারই। লেবোগকে টেনে নিয়ে চলেছে সে ইঞ্চি ইঞ্চি করে। আরেকটু গেলেই উল্টে পড়বে ও সাগরে। স্মিথ আর লেস্কলেটার রয়েছে ওর কাছাকাছি। ওরা লাফ দিল ওর পা আঁকড়ে ধরার জন্যে। কিন্তু তার আগেই লেবোগকে টেনে সাগরে ফেলে দিয়েছে কচ্ছপটা।

শঙ্কিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম আমরা।

'যত্ত সব গর্দভের দল!' গর্জে উঠলেন মিস্টার ব্লাই। মাস্টারের হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে এক লাফে চলে গেলেন নৌকার কিনারে। 'ধরো আমাকে শক্ত করে!' এলফিনস্টোনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে শরীরের যতটা সম্ভব নৌকার বাইরে নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন লেবোগের দিকে। শরীরের প্রত্যেকটা পেশী টান টান হয়ে উঠেছে লেবোগকে ধরার জন্যে। অবশেষে ওর জামার কলার ধরতে পারলেন তিনি। টেনে নিয়ে এলেন নৌকার কাছে। আমাদের তিনজন ওকে তুলে ফেলল পাটাতনের ওপর।

নৌকায় উঠে পানিতে পড়া বা কাপড়-চোপড় ভেজা সম্পর্কে কোন রকম আক্ষেপ করল না লেবোগ, ভাগ্যকে অভিশাপ দিচ্ছে সে কচ্ছপটাকে ধরতে পারল না বলে। ব্লাই ওর উদ্যমের প্রশংসা করলেন অকুণ্ঠ চিত্তে আর ওর কাছে যারা ছিল তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিলেন গালাগালি দিয়ে।

'গর্দভের দল!' চিৎকার করলেন তিনি। 'হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে সময়মত ওকে ধরলে রাতে আমরা আজ ভোজ খেতে পারতাম! অনেকগুলো দিনের মাংসের চাহিদাও মিটে যেত!...সামনে যাও, লেবোগ।...স্যামুয়েল, এক চামচ রাম দাও ওকে! ওর পাওনা হয়েছে!'

সুরাটুকু পান করে একটু সতেজ হলো লেবোগ। পেকওভার আর কোল-এর সঙ্গে বসে ও একটু আগের ব্যর্থতা নিয়ে আহা-আহা করতে লাগল।

'পারলাম না!' হতাশ কণ্ঠে বলতে শুনলাম ওকে। 'তোমরা কেউ যদি একটু ধরতে ঠিকই ব্যাটাকে টেনে তুলে ফেলতাম! একটা দৈত্য বুঝলে! দুই হন্দর তো হবেই, বেশিও হতে পারে! আবার যদি একটার দেখা পাই, শক্ত করে ধরে রাখবে আমাকে—এবার আর ছুটতে পারবে না!...আমার ভাগ্যটাই খারাপ! কতটা মাংস পেতাম!'

সূর্যাস্তের সামান্য আগে মেঘ এলোমেলো হয়ে গেল পশ্চিমাকাশের। ডাঙা

দেখতে পেলাম। সাত আট লিগ দূরে উঁচু দুটি পাহাড়ী দ্বীপ। আলো বেশি নেই তবু দক্ষিণেরটাকে মনে হলো মোটামুটি বড় এবং বেশ উঁচু; অন্যটা তত বড় নয়, উচ্চতাও কম। দুটো দ্বীপেই মনে হলো গাছপালার প্রাচুর্য। রাত দশটার দিকে ছোট দ্বীপটার পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম তীরে অনেক জায়গায় আগুন জ্বলছে। তার মানে লোক আছে এ দ্বীপে। এরা তোফোয়ার ওদের মত হিংস্র না নরম স্বভাবের তা নিয়ে মাথা ঘামালাম না আমরা। মাঝরাত নাগাদ দ্বীপটাকে পেছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেল লঞ্চ।

এরাতটাও আগের দুটোর মত ঠাণ্ডা এবং অশান্ত। খুশি মনে আমরা সারারাত পানি সেচলাম। সকালের দিকে বাতাস সহনীয় হলো, সাগর শান্ত হয়ে এল। দিনের আলো ফুটে ওঠার পর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অনেকগুলো দ্বীপ দেখতে পেলাম। দ্বীপগুলোর মাঝখানে উত্তর-পশ্চিম থেকে উত্তরে বিস্তৃত প্রশস্ত এক প্রণালী, অন্তত দশ লিগ চওড়া। এই প্রণালীর মাঝখান দিয়ে লঞ্চ চালিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ব্লাই। সকালে নাশতা হিসেবে বরাদ্দ করা হলো সিকি পাইন্ট পরিমাণ নারকেলের পানি আর দু'আউন্স পরিমাণ শাঁস। লঞ্চে নামার পর এই প্রথম তৃষ্ণা অনুভব করছি আমরা।

মাঝ বিকেল নাগাদ দুটো দ্বীপের মাঝখানের সেই প্রণালী ধরে এগিয়ে চলল লঞ্চ। একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম, এই দ্বীপগুলো এদিককার সাগরে আর যত দ্বীপ দেখেছি সবগুলোর চেয়ে বড়—বেশ বড়। বাতাস ইতোমধ্যে আরেকটু কমে পুব দিক থেকে বইছে। ধীরে এগোচ্ছে লঞ্চ। সাগর একেবারে শান্ত, তাহিতির প্রবাল প্রাচীরের ভেতর যেমন দেখেছি ঠিক তেমন। দক্ষিণের দ্বীপটা থেকে চোখ সরাতে পারছে না নেলসন।

'আমার জীবনের পাঁচটা বছর দিয়ে দিতে পারি,' হঠাৎ বলল ও, 'একটা সুসজ্জিত সশস্ত্র জাহাজ আর এই দ্বীপগুলো পর্যবেক্ষণের মত অবকাশের বিনিময়ে।'

'আমিও!' বললেন ক্যাপ্টেন। 'ওই দ্বীপটা, আমার মনে হয়, দশটা তাহিতির সমান! আর ওই যে উত্তরেরটা, ওটা আরও বড়! পাঁচ বছর! আমি দশ বছর দেব একটা জাহাজের বিনিময়ে! এই সাগরে এমন দ্বীপপুঞ্জ আর আবিষ্কার হয়নি!'

সন্ধ্যার আগে হঠাৎ নৌকার কিনার ছাড়িয়ে নিচে তাকাতেই অবাক হয়ে গেলাম আমরা। এক ফ্যাদমেরও কম গভীর এক প্রবাল-স্তূপের ওপর দিয়ে চলেছে লঞ্চ। সাগর এখানে এত কম গভীর অথচ পানি দেখে বোঝার উপায় নেই। সামান্যতম আলোড়ন বা অন্য কোন রকম অস্বাভাবিকতা একটু আগেও টের পাইনি। পেলে পাশ কাটিয়ে যেতাম জায়গাটাকে। চারপাশে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন ব্লাই। বুঝতে পারলেন লঞ্চের তলা মাটিতে ঠেকে যাওয়া ছাড়া আর কোন বিপদের আশঙ্কা নেই; তাই গতি পথ আর বদলালেন না তিনি। কেবল গলুইয়ের কাছে বসা একজনকে নির্দেশ দিলেন, যেন তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখে সামনের দিকে।

এগিয়ে চলল লঞ্চ। পানি বাতাসের মত স্বচ্ছ। সাগরতলের প্রতিটা খুঁটিনাটি দেখতে পাচ্ছি। টেবিলের উপরিতলের মত সমান প্রবাল স্তূপটা মৃত প্রবালে গড়া। আমাদের সামনে পেছনে অন্তত মাইল খানেক বিস্তৃত।

প্রবাল স্তূপটার প্রান্তে যখন পৌঁছালাম তখন গোধূলি লগ্ন পথ করে দিচ্ছে আঁধারকে। অগভীর পানিতে এগোতে এগোতে হঠাৎ করেই গভীর পানিতে চলে এলাম আমরা।

সন্ধ্যার পর কোন রকম আগাম জানান না দিয়েই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তাতে আমরা ভিজলাম শুধু, আর কিছু করতে পারলাম না। অনেক কষ্টে যেটুকু পানি ধরতে পারলাম তার পরিমাণ এক গ্যালনও হবে না। বৃষ্টি যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমন হঠাৎই থেমে গেল। তারপর শুরু হলো বাতাস ঝনঝনে ঠাণ্ডা। দক্ষিণ থেকে এসে আমাদের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে যেতে লাগল। সাগর শান্ত হলেও শোচনীয় একটা রাত্রি কাটাতে হলো আমাদের। রাতে খাওয়া জুটল এক আউন্স করে নষ্ট রুটি।

যখন সকাল হলো তখন আমাদের হাত-পা প্রায় অবশ হয়ে গেছে ঠাণ্ডায়। অনেকে নড়তে পারল না সূর্য ওঠার পরও। প্রত্যেকের জন্যে এক চা চামচ রাম আর সিকি পাইন্ট পানি আর এক কামড় করে নষ্ট রুটি বরাদ্দ করলেন মিস্টার ব্লাই। রুটি ভাগ করে দেয়ার সময় সামান্য গুঞ্জন উঠল মাবিকদের ভেতর। পার্সেল তার ভাগের রুটিটুকু এক গ্রাসে খেয়ে ফেলে কাঁপতে লাগল বসে বসে।

'আর একটু দেবেন না, স্যার?' ল্যাম্ব অনুনয় করল ফ্রায়ারকে, 'খিদেয় মরে যাচ্ছি!'

'হ্যাঁ,' বলল সিম্পসন। 'এর চেয়ে জংলীদের লাঠির বাড়ি খেয়ে মরা ভাল ছিল!'

ব্লাইয়ের সতর্ক কান শুনে ফেলল শব্দগুলো।

'কে! কে ওখানে গজ গজ করে?' গর্জে উঠলেন তিনি। 'কিছু বলার থাকলে আমাকে বলো!'

ব্যস, আর কোন শব্দ শোনা গেল না।

'এ ধরনের কথা আর আমি শুনতে চাই না।' ব্লাই বলে চললেন। 'দুঃখ, কষ্ট, অনাহার সব আমরা সমান ভাবে ভোগ করব এই নৌকায়। কেউ তার সঙ্গীদের তুলনায় বিশেষ মর্যাদা বা সুবিধা পাবে না। এই কথাটা সবাই মনে রাখলে আমি খুশি হব!'

নতুন করে বাতাস বইতে শুরু করেছে পুব দিক থেকে। বেশ জোরে, তবে ঝড়ের মত নয়। বড় পালটা তুলে দেয়ায় লঞ্চের গতি বেড়েছে বেশ। লগ ভাসিয়ে জানা গেল ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ নট। দূরে দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে দেখা দিতে শুরু করেছে সুবিস্তৃত তটরেখা। উত্তরে একটা ছোট দ্বীপ, উঁচু এবং অনেকটা গোলাকার। বাঁ দিকের বিরাট দ্বীপটাকে মনে হচ্ছে মহাদেশ। সারা রাত আমরা ওটার পাশ দিয়ে এসেছি, কিন্তু এখনও শেষ হয়নি তার বিস্তার।

দিনটা বেশ ভাল কাটল। সুন্দর বাতাসে তরতরিয়ে এগোল লঞ্চ।

সাগরে ঢেউ বলতে গেলে নেই, ফলে পানিও বলতে গেলে উঠল না লঞ্চে। যেটুকু উঠল তা সেচে ফেলতে বিশেষ কষ্ট হলো না আমাদের। মাঝ সকালের দিকে আমি সামনের একজনের সাথে জায়গা বদল করে গলুইয়ের কাছে গিয়ে বসলাম।

লঞ্চের আগা যেখানটায় জল কাটছে তার একটু সামনে উড়ুক্কু মাছের দল লাফালাফি করছে। ফিজির আশপাশের পানিতে বিপুল সংখ্যায় দেখা যায় এই মাছ। আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আমাদের নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি–সব ভুলে মনের আনন্দে দেখতে লাগলাম তাদের। বড় মাছগুলোর অদ্ভুত আচরণ বেশ কৌতূহলী করে তুলেছে আমাকে। চুপ করে ভাসতে থাকে ওরা, যতক্ষণ না নৌকা ওদের প্রায় গায়ের ওপর উঠে পড়ে। তারপর আচমকা উড়াল দেয়। লেজের দু'তিনটে সজোর সঞ্চালনেই উঠে আসে পানির ওপরে, এবং একই ভাবে লেজ নেড়ে ঊর্ধ্বমুখী করে ফেলে মাথা। এই সময় লেজের শেষাংশটুকু শুধু থাকে পানির নিচে। যথেষ্ট বেগ অর্জিত হওয়ার পর পানিতে শেষ একটা ঝাপটা মেরে লেজটা উঠে পড়ে আকাশে। তারপর লেজ এবং পাখনার সাহায্যে বাতাস কেটে রওনা দেয় যেদিকে খুশি।

দুপুরের দিকে সূর্যের তেজ ভীষণ বেড়ে গেল। অন্য সবার মত আমারও গলা কাঠ হয়ে গেল শুকিয়ে। কখন দুপুরের বরাদ্দ সিকি পাইন্ট পানি পাব আর গলা ভেজাব তাই ভাবতে লাগলাম উন্মুখ হয়ে। পেছনে নিজের জায়গায় ফিরে আসার জন্যে ঘুরতে যাব এই সময় দেখলাম গজ দশেক দূরে একটা উড়ুক্কু মাছ লাফ দিল ভয়ার্ত ভঙ্গিতে। এতক্ষণ দেখে ওদের স্বাভাবিক উড়াল দেয়ার ভঙ্গি আমি চিনে ফেলেছি। এটার লাফ দেয়া একেবারে অন্যরকম। যেন তাড়া করে আসছিল কেউ, ধরা পড়ার আগ মুহূর্তে লাফ দিয়েছে কোন মতে। ফোয়ারার মত জল ছিটকাল খানিক, তারপর সোনালি আর নীল রঙের ঝলক। ডান দিকে উড়ে গেল মাছটা। একই সময় পানির সামান্য নিচ দিয়ে মাছটাকে অনুসরণ করে ছুটে যেতে দেখলাম তাড়া করে আসা বড় মাছটাকে। অবশেষে উড়ুক্কু মাছটা সাগরে পড়ল আবার। সামান্য তোলপাড় পানিতে। কয়েকটা বুদ্বুদ। এক মুহূর্ত পরে চওড়া একটা লেজ ভেসে উঠেই ডুব দিল।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সারেং। সবিস্ময়ে উচ্চারণ করল, 'ডলফিন!'

ওদের ছোট্ট একটা দলের মাঝ দিয়ে যাচ্ছি আমরা। সাগর ঝলকাচ্ছে ছুটন্ত নীল আর সোনালি রঙে।

ব্যস্তভাবে পেছনে চলে এল কোল।

'বড়শিতে নতুন একটা ন্যাকড়া বেঁধে দেই, স্যার!' মিস্টার ব্লাইয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল।

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু তার আগেই পেছনে ছেড়ে রাখা সুতো টানতে শুরু করেছে কোল। বড়শিটা হাতে চলে আসার পর তাতে লাগানো লাল ন্যাকড়াটা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলল সে। লাল রঙ দেখে মাছেরা আকৃষ্ট হবে ভেবে আমরা ওটা লাগিয়ে রেখেছিলাম বড়শিতে। আমাদের ধারণা যে

সঠিক হয়নি তা বলাই বাহুল্য।

'এটা বেঁধে দিয়ে দেখ।' পকেট থেকে সূক্ষ্ম লিনেনের একটা রুমাল বের করে বাড়িয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন সারেং-এর দিকে।

উদগ্রীব হয়ে আমরা দেখতে লাগলাম সারেং-এর কাজ। রুমালটা ফালি ফালি করে কেটে বড়শিতে আটকে দিল সে। এমন ভাবে যাতে ফালিগুলো পানিতে নড়লে মনে হবে ছোট মুলেট বা কাটল মাছের লেজ নড়ছে। বড়শি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর সুতোটা আবার ছেড়ে দিল সে লঞ্চের পেছনে।

'কপাল!' নিচু কণ্ঠে বলল পেকওভার। 'চলে গেছে ওরা!'

'না, আছে!' আমি বললাম। 'ওই যে!'

বর্শার ফলার মত চেহারার একটা আলোড়ন এগিয়ে এল বড়শির পেছন পেছন। তারপর ঘুরে চলে গেল অন্যদিকে। কোল তার যত কৌশল জানা আছে সুতো নেড়ে নেড়ে সব প্রয়োগ করতে লাগল ডলফিনটাকে আকৃষ্ট করার জন্যে। একটু পরে আর আলোড়ন নয়, ডলফিনের পিঠের লম্বা পাখনা দেখতে পেলাম একটা। তীর বেগে ছুটে এসে ঠোকর দিল বড়শিতে। টান টান হয়ে গেল সুতো।

'আটকেছে!' সোল্লাসে চিৎকার করল কোল। ওর সঙ্গে গলা মেলাল লঞ্চের আর সবাই।

এঁকেবেঁকে মুখ থেকে বড়শি ছাড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছে ডলফিনটা। লাফাচ্ছে স্যামনের মত। কিন্তু পারছে না ছুটে যেতে। কোল-এর শক্তিশালী হাতের টানে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে হলো তাকে।

'সাবধান!' চিৎকার করলেন ব্লাই, 'বড়শিটা প্রায় খুলে এসেছে ওর মুখ থেকে!'

সুতো টেনে টেনে ডলফিনটাকে লঞ্চের পাকনারে এনে ফেলল কোল। তারপর এক হ্যাঁচকা লম্বা টান। ডলফিনটা উঠে এল লঞ্চের ওপরে। ওটা শূন্যে থাকতে থাকতেই আমি দেখলাম, বড়শিটা খুলে এল তার মুখ থেকে। পর মুহূর্তে খোলের ভেতর আছড়ে পড়ল ডলফিনটা। কাছেই ছিল হ্যালেট, ও দু'হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরতে গেল। কিন্তু তার আগেই লেজের ভয়ানক এক ঝাপটা মেরে লাফ দিল মাছটা এবং লঞ্চের কিনারা টপকে গিয়ে পড়ল সাগরে।

চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল হ্যালেটের। আমারও। এত হতাশ জীবনে আর কখনও হইনি। তা সত্ত্বেও কোল-এর মুখটা দেখে হাসি চাপতে পারলাম না। কেমন বোকা বোকা হয়ে গেছে ওর চেহারা। ব্লাই অতিকষ্টে হাসলেন একটু, নিষ্প্রাণ হাসি। উত্তেজনায় যারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তারা বসে পড়ল ধপাস করে। কোল আবার বড়শি ছাড়ল। কিন্তু ডলফিনগুলোর একটাও আর কাছে ঘেঁষল না।

বিকেলের শুরুতে আমরা লম্বা, উঁচু দ্বীপগুলোর একটার পশ্চিম পাশ দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে চললাম। বেশ দূরে দ্বীপটা। সে জন্যে বুঝতে পারলাম না ওটা আসলে একটাই দ্বীপ নাকি অনেকগুলো কাছাকাছি সন্নিবিষ্ট

ছোট দ্বীপের সমষ্টি। যা-ই হোক, বিশাল জায়গা নিয়ে বিস্তৃত মনে হলো দ্বীপটাকে; দক্ষিণে এত দূরে শেষ হয়েছে তার সীমানা যে দূরের পাহাড়গুলো ঝাপসা হয়ে মিশে গেছে আকাশের সঙ্গে। ঘন সবুজ রঙ দেখে মনে হলো গভীর বনানী ছাওয়া দ্বীপটা। একটু কাছাকাছি হওয়ার পর হালকা সবুজের দেখা পাওয়া গেল, নির্দিষ্ট নিয়মে বিছিয়ে আছে। এর একটাই অর্থ হতে পারে, মানুষের চাষ করা খেত ওগুলো। ইচ্ছা না থাকলেও দ্বীপটার বেশ কাছে যেতে বাধ্য হলাম আমরা। কারণ, সরু একটা প্রণালী অন্য একটা দ্বীপ থেকে আলাদা করে রেখেছে ওটাকে। ব্লাইয়ের উদ্দেশ্য উত্তর-পুব দিকের উপসাগরে যাওয়ার জন্যে প্রণালীটা ব্যবহার করবেন। পাশের দ্বীপটাকে ঘুরে যেতে হলে অন্তত এক দিন অতিরিক্ত পথ চলতে হবে আমাদের।

লঞ্চ যখন প্রণালীটার মাঝামাঝি এবং ডাঙা থেকে খুব বেশি হলে পাঁচ মাইল দূরে তখন হঠাৎ দুটো বিব্রাটাকৃতির পালতোলা ক্যানো নজরে পড়ল আমাদের। দ্রুত এগিয়ে আসছে উপকূল বরাবর। কোন সন্দেহ নেই আমাদের ধরাই ওদের উদ্দেশ্য। যেখানে বিপদ ওঁৎ পেতে থাকে সেখানে পৌঁছানো মাত্র সন্ধ্যা নেমে আসে—কথাটা আরেকবার সত্য প্রমাণিত হলো। বাতাস পড়ে গেল এই সময়। পালগুলো লট পট করতে লাগল মাস্তুলের সঙ্গে। দাঁড় তুলে নিতে হলো আমাদের। ক্যানোর জংলীরাও নিশ্চয়ই তা-ই করল, কারণ দেখলাম দ্রুত আমাদের সঙ্গে ওদের দূরত্ব কমছে। পালে যতক্ষণ আসছিল দূরত্ব ছিল স্থির। নিশ্চয়ই ওরা বৈঠা বাইতে শুরু করেছে। বৈঠা বাওয়ায় ইন্ডিয়ানরা কেমন পারদর্শী তা আমরা জানি। খুব বেশি হলে তিন ঘণ্টা লাগবে আমাদের ধরে ফেলতে। শঙ্কায় মুখ শুকিয়ে গেল সবার।

ঘণ্টা খানেকের ভেতর সত্যিই ওরা আমাদের আড়াই তিন মাইলের মধ্যে এসে গেল। এই সময় হঠাৎই উঠল ঝড়, সেই সাথে বৃষ্টি। ইন্ডিয়ানদের কথা ভুলে পানি সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমরা। ভাগ্য ভাল, দশ মিনিটের মধ্যে ঝড় বৃষ্টি থেমে গেলেও তার ভেতরেই আমরা গত কয়েক দিনে যা পানি খেয়েছি সেটুকু তো পূরণ করলামই, উপরন্তু যে কটা খালি পাত্র ছিল সব—এমনকি তামার কেটলিটা পর্যন্ত ভরে ফেলতে পারলাম। আমাদের কয়েক জন যখন একাজে ব্যস্ত রইলাম অন্যরা তখন পানি সেচতে লাগল খোল থেকে। ঝড় থেমে যাওয়ার পর সুন্দর বাতাস বইতে লাগল পুব-দক্ষিণ-পুব থেকে। তাড়াতাড়ি আমরা সবগুলো পাল মেলে দিলাম। ইতোমধ্যে ক্যানো দুটোর একটা আমাদের মাইল দেড়েকের মধ্যে চলে এসেছে। ঝড় থেমে যাওয়ার পর জংলীরাও পাল তুলে দিয়েছে আবার। ঝড় চলতে থাকলে, কোন সন্দেহ নেই, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমাদের ধরে ফেলত ওরা। কিন্তু আমরা পাল তুলে দিতে পারায় এখন আর তত দ্রুত কমছে না ক্যানো আর লঞ্চের দূরত্ব।

বিকেল আরও গড়িয়ে যখন সন্ধ্যার কাছাকাছি হলো তখন ক্যানোর সঙ্গে আমাদের দূরত্ব কমে দাঁড়িয়েছে এক মাইলেরও কম। সবাই উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছি ওটার দিকে। কিন্তু ব্লাইয়ের চেহারায় উদ্বেগের কোন চিহ্ন

নেই। হাল ধরে আছেন তিনি ভাবশূন্য মুখে। তাঁর জানা সব কৌশল প্রয়োগ করে যতটা সম্ভব গতি আদায় করার চেষ্টা করছেন লঞ্চ-এর কাছ থেকে।

'ওরা হয়তো জিনিসপত্র বিনিময় করতে চাইবে,' হালকা কণ্ঠে বললেন তিনি। 'কিন্তু আমাদের উচিত হবে কিছুতেই ওদের কাছে ঘেঁষতে না দেয়া। বাতাস যদি এরকম থাকে ওরা কাছাকাছি হওয়ার আগেই রাত হয়ে যাবে।'

নেলসন এতক্ষণ মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরায়নি ক্যানোটার ওপর থেকে। আশ্চর্য এক চেহারা হয়েছে ওর। শঙ্কিত অথচ কৌতূহলী। ব্লাইয়ের কথা শেষ হতেই ও মন্তব্য করল:

'জোড়া ক্যানো! ফ্রেন্ডলি দ্বীপপুঞ্জের লোকরা যেমন বানায় ঠিক সেরকম। দুই ক্যানোর মাঝখানে পাটাতনের ওপর ঘরটা দেখ! ক্যাপ্টেন কুকের সাথে যখন ছিলাম এই ধরনের একটা ক্যানোয় পুরো একদিন কাটাতে হয়েছিল আমাকে। আশ্চর্য এক কায়দায় দুটো ক্যানো জোড়া লাগায় ওরা; আমাদের মত পেরেক বা খিল ব্যবহার করে না।'

'কাছে এসে ওরা যদি আর কিছু না করে ওদের কায়দা দেখাতে শুরু করে তো বেঁচে যাই,' আমি বললাম।

'ক'জন আছে ক্যানোটায় বুঝতে পারছ?'

'ত্রিশ চল্লিশজন তো হবেই।'

দূরত্ব কমছে ক্রমেই। সূর্যাস্ত নাগাদ আমাদের পেছনে দু'কেব্‌ল-এর ভেতর এসে গেল ওরা। হঠাৎই বাতাস একেবারে মৃত্যুর মত স্তব্ধ হয়ে গেল। দ্বীপটা এখন আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে আট মাইল মত দূরে।

'পাল নামিয়ে ফেল!' ব্লাইয়ের চিৎকার শোনা গেল। 'দাঁড়-দাঁড় ধরো!'

শেষের নির্দেশটার কোন প্রয়োজন ছিল না। পাল নামানো শেষ হওয়ার আগেই চোখের পলকে আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ছ'জন-লেবোগ, লেস্কলেটার, কোল, পার্সেল, এলফিনস্টোন আর মাস্টার-লাফ দিয়ে বসে পড়ল দাঁড় নিয়ে। টানতে শুরু করল সর্বশক্তিতে।

ইন্ডিয়ানরাও সময় নষ্ট না করে পাল খুলে ফেলে বৈঠা বাইতে শুরু করল। লক্ষ করলাম, অদ্ভুত ওদের বৈঠা বাওয়ার কৌশল। দুই ক্যানোর মাঝখানের পাটাতনে দাঁড়িয়ে লম্বা চামচের মত চেহারার বৈঠা চালাচ্ছে ওরা। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে বাইছে মাত্র চারজন। কয়েক মিনিট পর পরই নতুন চারজন এসে বিশ্রাম দিচ্ছে তাদের। এবং আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, এই চার জনেই অন্তত পঞ্চাশ ফুট লম্বা, ত্রিশ চল্লিশজন মানুষ বোঝাই জোড়-ক্যানোটাতে আমাদের ছয় দাঁড়ীতে টানা লঞ্চের চেয়ে বেশি গতি সঞ্চার করতে পারছে। জংলীগুলোর ভেতর হৈ-হুল্লোড়, চিৎকার-চেঁচামেচির ধুম পড়ে গেছে। যারা বৈঠা টানছে না তারা আমাদের উদ্দেশ্যে হিংস্র সব অঙ্গভঙ্গি করছে। অন্য সবার চেয়ে এক মাথা লম্বা, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা এক লোক লাঠি হাতে পাটাতনের একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে লাফাচ্ছে আর ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে লাঠি নেড়ে নেড়ে চেঁচাচ্ছে। ওই এক জনের গলার স্বর আর অঙ্গভঙ্গি দেখে যে কেউ বুঝে নিতে পারবে ওদের উদ্দেশ্য।

প্রাণপণে দাঁড় টানছে আমাদের দাঁড়ীরা। সবাই বুঝতে পারছে জীবন ও মৃত্যুর সীমানায় পৌঁছে গেছি আমরা। এই দাঁড় টানায় সাফল্যের ওপরই নির্ভর করছে আমাদের বাঁচা মরা।

আধ ঘণ্টা পর মিস্টার ব্লাই লক্ষ করলেন মাঝ বয়েসী মাস্টার দুর্বল হয়ে পড়ছে। অন্য দাঁড়ীদের সঙ্গে ঠিক তাল রাখতে পারছে না সে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পেকওভারকে নির্দেশ দিলেন মাস্টারকে বিশ্রাম দিয়ে তার জায়গায় বসতে। গানার প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁড়টা নিয়ে নিল ফ্রায়ারের কাছ থেকে। সূর্য ডুব দিল আমাদের সামনে, শূন্য সমুদ্রে।

ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব এখনও কমছে। আমাদের মত ওরাও প্রাণ দিয়ে বৈঠা বাইছে। একটু একটু করে লঞ্চের কাছে নিয়ে আসছে ওদের ক্যানোটাকে। সূর্যাস্তের পরের স্বল্পস্থায়ী অনুজ্জ্বল লালচে আলো যখন সন্ধ্যার আঁধারকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে তখন আর মাত্র এক কেব্‌ল পেছনে ওরা আমাদের। দীর্ঘদেহী জংলী—সম্ভবত ওদের সর্দার—এবার লাঠি ফেলে ধনুক তুলে নিল। পেছন থেকে এক জংলী তার হাতে ধরিয়ে দিল ধনুকটা, অন্য জন এগিয়ে দিল তীর। পরের পনেরো মিনিট লোকটা একটানা একের পর এক তীর ছুঁড়ে গেল আমাদের লক্ষ্য করে। সেগুলোর বেশির ভাগই পানিতে পড়ল, তবে লঞ্চের খুব কাছেই। একটা পড়ল আমাদের ঠিক সামনে এবং ভেসে গেল নৌকার পাশ দিয়ে। লম্বায় অন্তত চারফুট তীরটা, শক্ত খাগড়ায় তৈরি, মাথায় চার পাঁচটা ধারাল কাঁটা লাগানো। কেন যে একটা তীরও আমাদের কারও গায়ে লাগল না ভেবে অবাক হলাম। হয়তো লোকটার হাতের টিপ ভাল না, বা ক্যানোর দুলুনি-ঝাঁকুনির ফলে সে ঠিক মত নিশানা করতে পারেনি।

অন্ধকার গাঢ় হওয়ার আগেই গোল থালার মত চাঁদ উঠল ফিজি ক্যানোটার পেছনে। অমনি তীর ছোঁড়া বন্ধ করল লোকটা। জংলীদের চিৎকার চেঁচামেচি থেমে গেল হঠাৎ, যেন যাদুমন্ত্রের প্রভাবে। চাঁদের আলোয় দেখতে পেলাম, পাটাতনের ওপর যারা বৈঠা বাইছিল তারা নিশ্চল হয়ে গেছে। একটু পরে বিরাট একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে ডাঙার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ক্যানোটা। জংলীগুলোর এই আকস্মিক আচরণের কোন কারণ আমরা খুঁজে পেলাম না। অনুমান করলাম, চাঁদ বা পূর্ণ চাঁদ সংক্রান্ত কোন কুসংস্কারের কারণেই ওরা এমনটা করেছে।

মিনিট দশেক পর সুবিশাল চন্দ্রালোকিত সাগরে আমরা ছাড়া আর কিছু রইল না।

ছয়

পরদিন–মানে মে-র আট তারিখ সকালে আমার ঝিমুনি (ঘুম নয়) ভাঙল সূর্য ওঠার আধঘণ্টা পর। আকাশ মেঘশূন্য নীল। সাগরে এমন আকাশের দেখা পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার। আমার পাশে নেলসন, আগেই জেগেছে ও। আমাকে উঠতে দেখে ইশারায় দেখাল ক্যাপ্টেন ব্লাইকে। ঘুমিয়ে আছেন কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে। এক হাত মাথার নিচে দিয়ে বালিশ বানিয়েছেন। হাল ধরে আছে ফ্রায়ার। পাশে পেকওভার। কোল আর লেঙ্কলেটার বসে আছে সামনে, মাস্তুলের কাছে। বাকি সবাই ঘুম। মৃদু বাতাসে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে লঞ্চ। সামনে বিশাল বিস্তৃত বারিধি, শান্ত, যেন ঝড় ঝঞ্ঝা কাকে বলে জানে না।

কেউ কোন কথা বললাম না। বসে বসে উপভোগ করতে লাগলাম রোদের মিষ্টি উত্তাপ। তোফোয়া ছাড়ার পর এই প্রথম একটু নির্ভাবনায় ঘুমাচ্ছেন ক্যাপ্টেন ব্লাই। কোন ভাবে যেন তাঁর এই ঘুম পুরো হওয়ার আগেই না ভাঙে সে ব্যাপারে সতর্ক রইলাম আমরা। নতুন যারা জেগে উঠতে লাগল মুখে আঙুল দিয়ে ইশারায় তাদের চুপ থাকতে বললাম। আমাদের মতই ক্যাপ্টেনের পোশাক আশাক দুমড়ে মুচড়ে নোংরা হয়ে গেছে। গালে দশ দিনের খোচা খোচা দাড়ি। কিন্তু তাঁর মুখটা অদ্ভুত সতেজ এখনও। একটু ফ্যাকাসে, একটু বিবর্ণ দেখাচ্ছে বটে, তবে কষ্টের কোন ছাপ নেই; যা আমাদের সবার মুখেই বেশ ভাল ভাবে পড়েছে।

'লেডওয়ার্ড,' নেলসন আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'লোকটার মুখের দিকে তাকালেই আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, সত্যিই আমরা পৌঁছাব একদিন টিমোর-এ।'

নেলসন কী বলতে চাইছে বুঝতে অসুবিধা হলো না আমার। জেগে থাকুন আর ঘুমিয়ে থাকুন মানুষকে আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করার মত উপাদানগুলো প্রকাশিতই থাকে তাঁর চেহারায়।

টানা তিন ঘণ্টা ঘুমানোর পর উঠলেন ব্লাই। ততক্ষণে বাকি যারা ঘুমিয়ে ছিল সবাই উঠে রোদ পোহাতে লেগেছে। তবে আমাদের এ মুহূর্তের সৌভাগ্য নিয়ে কেউ একটা কথাও উচ্চারণ করছে না। নেলসন আর আমি পেশাদার নাবিক বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নই। সেই আমরা পর্যন্ত বিশ্বাস করি, সাগরে এ নিয়ে আলাপ করতে হয় না। ভাল আবহাওয়ার প্রশংসা করার অর্থ তাকে বিদায় নিতে প্রলুব্ধ করা।

কিছুক্ষণের মধ্যে যথেষ্ট গরম হয়ে উঠল আমাদের দেহ, ভেজা কাপড়-চোপড় সব শুকিয়ে গেল। এবার আমরা লাগলাম লঞ্চটাকে একটু সাফ সুতরো করার কাজে। সাফ সুতরো কিছু না,–ময়লা আসবে কোত্থেকে যে

সাফ করব?–আসলে জিনিসপত্র যে সামান্য আছে সেগুলোকেই আরেকটু ভালমত সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা।

এই সুযোগে ক্যাপ্টেন ব্লাই একটা দাড়িপাল্লা তৈরি করালেন। এখন থেকে মেপে খাবার ভাগ করা হবে। এত দিন অনুমানের ওপর নির্ভর করে করা হলেও এখন আরও নিখুঁত পদ্ধতি জরুরী হয়ে পড়েছে। মানুষ সবাই তো আর সমান নয়, পরিস্থিতিটাও খারাপ! যে কোন সময় কেউ তাকে কম দেয়া হচ্ছে মনে করে প্রতিবাদ জানিয়ে বসতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তার দলে যে আরও দু'চারজন জুটে যাবে না তা জোর করে বলার উপায় নেই। ফলে ঝগড়া বিবাদ শুধু নয়, মারামারি হাতাহাতি পর্যন্ত শুরু হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আগে থাকতেই সাবধান হতে চান মিস্টার ব্লাই। তাছাড়া আমাদের খাবার টিমোর-এ পৌছার আগেই যাতে শেষ না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করার জন্যেও খাবার মেপে সরবরাহ করা জরুরী।

দাড়িপাল্লার পাল্লা তৈরি হলো দুটো নারকেলের মালা দিয়ে; দণ্ড সরু লম্বা একটা কাঠ দিয়ে। দণ্ডের দু'প্রান্তে পাল্লা দুটো ঝোলানো হলো সুতো দিয়ে। ছুতোর মিস্ত্রী পার্সেল জিনিসটা তৈরি করে দিল। দেখতে খুব একটা ভাল না হলেও ওটা দিয়ে কাজ চলে যাবে আমাদের।

জিনিসপত্র নাড়া-চাড়া করার সময় নৌকার খোলে দু'তিনটে পিস্তলের গুলি পাওয়া গেছে। প্রতিটার ওজন হবে মোটামুটি এক পাউন্ডের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ মত। সাবধানে হিসেব করে ব্লাই ঠিক করলেন একেক বেলায় আমাদের প্রত্যেককে এক গুলির ওজনের সমপরিমাণ রুটি খেতে দেবেন। তাহলে যা খাবার আছে তা দিয়ে টিমোর পর্যন্ত পৌছানো যাবে আশা করা যায়। এক গুলির সমান ওজনের রুটি আর সিকি পাইন্ট পরিমাণ পানি। দেয়া হবে সকাল আটটায়, দুপুরে আর সূর্যাস্তের সময়। খাবারের পরিমাণ দেখে সবার চেহারা যা হলো সে দেখার মত। তবে প্রতিবাদ করল না কেউ। সবাই জানে তাদের বাঁচানোর জন্যেই এ পরিমাণ ঠিক করেছেন ক্যাপ্টেন। নুন দেয়া শুয়োরের মাংসটুকু রেখে দেয়া হবে মাঝে মধ্যে যখন বেশি পুষ্টির প্রয়োজন হবে তখনকার জন্যে। কয়েকটা নারকেল এখনও আছে। ঠিক হলো যতদিন ওগুলোয় চলবে ততদিন আমরা রুটি-পানির বদলে নারকেলের শাঁস আর পানি খেয়ে কাটাব। যদ্দূর মনে আছে, মে-র দশ তারিখে আমরা শেষ নারকেলটা শেষ করেছিলাম।

খাবার সরবরাহের পদ্ধতিটা হলো এরকম: সবার হয়ে যেতে পারে এমন অনুমান করে একটা রুটি বাক্স থেকে বের করে একটা কাপড়ে মুড়ে পৌছে দেয়া হয় ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের কাছে। সাধারণত তিনি নিজেই পাল্লায় মেপে ভাগ করেন খাবার। আঠারোটা সমান ভাগ হয়ে যাওয়ার পর একে একে রুটির টুকরোগুলো হাতে হাতে পৌছে দেয়া হয় বিভিন্ন জনের কাছে। পানির পাত্রগুলো রাখা হয়েছে লঞ্চের মাঝামাঝি জায়গায়। মিস্টার ব্লাই যখন রুটি ওজন করতে থাকেন তখন ফ্রায়ার বা নেসলন বা আমি পানি ভাগ করে দেই। ব্লাইয়ের শিং-এর কাপে করে মেপে আমি যে মদের গ্লাসগুলো নিয়ে

এসেছিলাম সেগুলোয় ঢেলে এগিয়ে দেয়া হয় বিভিন্ন জনের কাছে।

যে ভঙ্গিতে ওরা খাবার বুঝে নেয় এবং খেয়ে ফেলে সে-ও এক মজার দৃশ্য। বেশিরভাগই মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে ফেলে রুটি আর প্যানিটুকু। এদের একজন পার্সেল। প্রতিবার একই ভঙ্গিতে সে খাবার খায়। হাতের বিশাল থাবার ওপর রুটির টুকরোটা ফেলে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে, যেন নিশ্চিত হয়ে নেয় সত্যিই ওটা ওখানে আছে। তারপর চেহারায় চরম বিরক্তি ফুটিয়ে তুলে হপ করে মুখের ভেতর দিয়ে দেয় রুটিটুকু এবং দুবার চিবিয়ে চালান করে দেয় পেটে।

অনেকে মিস্টার ব্লাইয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। একটা নারকেলের মালায় ভাগের পানিটুকু নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে, অনেক সময় নিয়ে রুটিটুকু ভিজিয়ে ভিজিয়ে খান যাতে তাঁর মনে এমন একটা মোহ অন্তত জন্মে যে তিনি পরিপূর্ণভাবে এক বেলার আহার খাচ্ছেন।

ব্লাইয়ের কেরানী স্যামুয়েল আরেকটা বিশেষ ঢংয়ে খায় তার খাবার। সকালের প্যানিটুকু ছাড়া দিনের বাকি খাবার সে জমিয়ে রাখে সারাদিন না খেয়ে। সন্ধ্যায় একবারে খায়। ওর খাবার ও যেভাবে খুশি খাবে তাতে কারও কিছু বলার থাকার কথা নয়। কিন্তু আমার ধারণা, ও যখন তিন বেলার রুটি আর দু'বেলার পানি এক সাথে খায় তখন সবাই ক্ষুধার্ত, ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে বলেই ও এভাবে খায়। সবার মনে ঈর্ষা জাগানোর এই ব্যাপারটা স্যামুয়েল উপভোগ করে। তবে হ্যাঁ, ওর আত্মসংযমের প্রশংসা না করে উপায় নেই। মেপে খাবার দেয়া শুরু হওয়ার পর থেকে টিমোর পৌঁছানো পর্যন্ত এক দিনও ওকে এ নিয়ম ভাঙতে দেখিনি।

কোল কোন সময়ই প্রার্থনা না করে খায় না–পরিমাণে তা যত কমই হোক। নিচু কণ্ঠে উচ্চারণ করে সে তার সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা, ওর কাছাকাছি যে ক'জন থাকে তারা ছাড়া আর কেউ শুনতে পায় না। আমি শুনেছি সে প্রার্থনা। বহুবার শুনেছি। প্রতিবারই এক: 'আমাদের স্বর্গীয় পিতা: তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ আমরা, কারণ তোমার সদয় পরিচর্যা দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছ, এবং তোমার দয়ার দান বর্ষিত হয়েছে আমাদের মত হতভাগ্যদের জন্যে।'

সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো। আবহাওয়া এখনও সকালের মতই চমৎকার। মৃদু বাতাস স্বচ্ছন্দ গতিতে নিয়ে চলেছে আমাদের গন্তব্যের দিকে। সূর্য যখন মাথার ওপর তখন ব্লাই হিসেব করলেন, আমরা এখন কোথায় আছি। লগ অনুযায়ী সাত তারিখ দুপুর থেকে এখন পর্যন্ত বাষট্টি মাইল এগিয়েছে লঞ্চ। তোফোয়া ছাড়ার পর এক দিনে এত কম পথ আর অতিক্রম করিনি। তবু আমরা খুশি। আবহাওয়া ভাল থাকায় গতি একটু কমেছে বটে কিন্তু কষ্টও কমেছে। আর যা-ই হোক ভেজা শরীরে থাকতে হচ্ছে না, সূর্যের উত্তাপ উপভোগ করতে পারছি। তাছাড়া পানি সেচার ক্লান্তিকর কাজটা থেকেও রেহাই পেয়েছি।

শেষ দিনে বাষট্টি মাইলের অর্থ তোফোয়া থেকে এ পর্যন্ত ঠিক পাঁচশো মাইল এসেছি। অর্থাৎ টিমোর পর্যন্ত দূরত্বের প্রায় সাত ভাগের এক ভাগ। তার মানে আমাদের গড় গতি দিনে আশি মাইলের বেশি। কথাটা যখন ব্লাই জানালেন সবাই বেশ অনুপ্রাণিত বোধ করলাম। পাঁচশো মাইলকে বিশাল দূরত্ব মনে হলো। এতটা দূরত্ব নিরাপদে আসতে পেরেছি ভেবে গর্ব হতে লাগল আমাদের। কিন্তু আরও যে তিন হাজার মাইল সামনে আছে এ নিয়ে একটা কথাও উচ্চারণ করলাম না কেউ।

দুপুরে খাওয়ার পর এক দুঃসাহসিক কাণ্ড করলেন মিস্টার ব্লাই। দাড়ি কামালেন। সাবান পানি ছাড়া দাড়ি কামানোর প্রচেষ্টাকে দুঃসাহসিক কাণ্ড ছাড়া আর কী বলা যায়? পেছনের পাটাতনে বসলেন তিনি পেকওভারের দুই হাঁটুর মাঝে মাথা রেখে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে। আর তাঁর ভৃত্য স্মিথ সামনে গুঁড়ি মেরে বসে ক্ষুর চালাল শুকনো খরখরে দাড়িতে। মুহূর্তে মুহূর্তে থামতে হলো তাকে ক্ষুরে শান দেয়ার জন্যে। পুরো এক ঘণ্টা নিল সে কাজটা শেষ করতে। ব্লাইয়ের যে কী দুরবস্থা হলো সে বলার নয়। তাঁর দুর্দশা দেখে আমরা আর কেউ প্রলুব্ধ হলাম না তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে।

'ঈশ্বরের কসম, স্মিথ!' অগ্নিপরীক্ষাটা শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন, 'এ কাজ আবার করার চেয়ে আমি জংলী ইন্ডিয়ানদের হাতে পড়তে চাইব খুশি মনে। মিস্টার নেলসন, ইন্ডিয়ানদের হাতে কখনও দাড়ি কামিয়েছ?'

'একবার,' জবাব দিল নেলসন। 'ক্যাপ্টেন কুক আর আমি দুজনেই একবার পরীক্ষাটা চালিয়েছিলাম লীফুগা দ্বীপে। ওরা দুটো ধারাল ঝিনুক ব্যবহার করে। দুই ঝিনুকের মাঝখানে দাড়ি নিয়ে চাপ দিয়ে কেটে ফেলে। কাজটা সময় সাপেক্ষ এবং ক্লান্তিকর সন্দেহ নেই, তবে এত কষ্টকর মনে হয় না।'

মাথা ঝাঁকালেন ব্লাই। 'আমিও চালিয়েছি পরীক্ষাটা। সত্যিই এত কষ্ট হয় না। শুনেছি ইন্ডিয়ান মায়েরা তাদের বাচ্চাদের মাথা কামায় কাঠের টুকরোয় হাঙ্গরের দাঁত লাগানো এক ধরনের অস্ত্র দিয়ে। ক্ষুর দিয়ে কামালে যেমন হয় তেমন নাকি নিখুঁত হয় ওদের কামানো। কিন্তু যাই-ই বলো, নিজের চোখে না দেখলে আমি এটা বিশ্বাস করব না।'

'কিছু কিছু কাজে এই ইন্ডিয়ানগুলো এমন পটু!' বলল পেকওভার; 'তবে আমাদের নিয়মই আমার পছন্দ—অন্তত দাড়ি কামানোর বেলায়। এখন পোর্টসমাউথের সবচেয়ে জঘন্য নাপিতের দোকানে যেতে পারলেও আমি ধন্য মনে করতাম নিজেকে।'

'পোর্টসমাউথের মুখ আবার দেখবে, মিস্টার পেকওভার; এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ রেখো না মনে,' শান্ত কণ্ঠে বললেন মিস্টার ব্লাই।

গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল আমাদের ভেতর। সবাই তাকাল তাঁর দিকে। সকরুণ, ঐকান্তিক এক আগ্রহ সবার চোখে মুখে। সবাই বিশ্বাস করতে চাইছে, আশা করার মত সত্যি কিছু নেই জেনেও চাইছে। কিন্তু ব্লাইয়ের কণ্ঠস্বর বা আচরণ কোনটাতেই সন্দেহের লেশমাত্র নেই। ভাবখানা যা তিনি

বলেছেন বুঝে শুনে মন থেকে বিশ্বাস করেই বলেছেন।

'আরেকটা জিনিস আমরা দেখব ওখানে,' বলে চললেন তিনি, 'ফ্লেচার ক্রিশ্চিয়ানের ফাঁসি। শুধু ওর না, ওর সাথে আর যারা যোগ দিয়েছে সবার।'

'বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে, মিস্টার ব্লাই, মনের সেই শান্তি পাওয়ার আগে,' জবাব দিল পার্সেল।

'বহুদিন!' ব্লাই বললেন, 'রাজার আইনের হাত অনেক লম্বা, মনে রেখো। যেখানেই ওরা লুকাক, ঠিকই ওদের ঘাড় ধরে বের করে আনবে। মিস্টার নেলসন, কোথায় যাবে ওরা মনে হয় তোমার? আমার নিজের একটা মত আছে; কিন্তু তোমাদেরটা শুনতে চাই আগে।'

জাহাজ হারানোর পর এই প্রথম মিস্টার ব্লাই বিদ্রোহীদের সম্পর্কে স্রেফ গালিগালাজের অতিরিক্ত কিছু বলতে বা শুনতে চাইলেন।

'কোথায় যাবে ঠিক বলতে পারব না,' জবাব দিল নেলসন, 'তবে ওদের বেশিরভাগ কোথায় যেতে চাইবে তা বলতে পারি। তাহিতিতে।'

'আমিও তা-ই মনে করি,' বললেন ব্লাই। 'ঈশ্বর করুন, বদমাশের বাচ্চাগুলো তা-ই যেন করে।'

'আমার মনে আছে, স্যার,' এলফিনস্টোন বলল, 'লঞ্চের দড়ি কেটে দেয়ার পর কয়েক জন চিৎকার করে উঠেছিল: "এবার তাহিতির পথে!" অনেক হৈ-চৈ হচ্ছিল সেসময়, কিন্তু এই কথাটা আমি স্পষ্ট শুনেছিলাম।'

'অন্যরা কী করবে জানি না,' বলল নেলসন, 'একজন যে ওখানে বেশি দিন থাকবে না তাতে সন্দেহ নেই—মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান।'

মুহূর্তে গুম হয়ে গেলেন মিস্টার ব্লাই, কেউ যেন আচমকা চড় মেরেছে তাঁর মুখে। নেলসনের দিকে তাকালেন ভ্রূকুটি করে, চাপা ক্রোধ জ্বলছে দু'চোখে।

'মিস্টার নেলসন,' শীতল কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আর কখনও যেন বদমাশটার নামের আগে সম্মানসূচক কিছু না শুনি!'

'আমি—আমি দুঃখিত,' বলল নেলসন।

'আর কক্ষনো বলবে না,' বললেন ব্লাই। 'জানি, তোমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে, এই মুখ ফস্কানোটাও যেন আর কখনও না হয়! হ্যাঁ, ওর সম্পর্কে তোমার ধারণার সাথে একমত আমি। ওদের খোঁজে প্রথমেই যে তাহিতিতে যাওয়া হবে এটুকু বোঝার বুদ্ধি ওর আছে। তবে দেখে নিও, সবাই ওর সাথে সাথে যাবে না। কিছু থেকেই যাবে, এবং ওদের হাতে পাব আমরা!' হাত খুললেন তিনি। শক্ত করে মুঠো পাকালেন, যেন বিদ্রোহীদের অনেকেরই গলা পেয়ে গেছেন নাগালের ভেতর।

'হ্যাঁ,' তিক্ত কণ্ঠে বলল পার্সেল, 'কিন্তু পালের গোদাটা পালাবে। ওর খোঁজ কখনও পাওয়া যাবে না।'

'একথা বলছ তুমি!' রুক্ষ একটা হাসি হাসলেন ব্লাই। 'আমাকে এখনও চিনতে পারোনি, মিস্টার পার্সেল! প্রার্থনা করি, আমাকেই যেন পাঠানো হয় ওদের খোঁজে। প্রশান্ত মহাসাগরে এমন কোন দ্বীপ নেই—জানা বা

অজানা–যেখানে গিয়ে ও আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে! না, ঈশ্বরের কসম বলছি! ওকে আমি খুঁজে বের করবই। ও নিজেও জানে সে কথা!'

'আপনার কী মনে হয়, স্যার, কোথায় যেতে পারে ও?' জিজ্ঞেস করল ফ্রায়ার।

'এ নিয়ে আর আমরা কথা বলব না, মিস্টার ফ্রায়ার,' বললেন ব্লাই; এবং এখানেই বিদ্রোহীদের সম্পর্কে আলাপের সমাপ্তি হলো আপাতত। পরে বেশ কিছু দিনের ভেতর আর উঠল না এ প্রসঙ্গ। জাহাজ হারানোর বেদনা এবং অপমান ব্লাই ভুলতে পারেননি। যদিও বাউন্টি সম্পর্কে ক্বচিৎ তিনি আলাপ করেন তবু আমরা জানি, ওটার চিন্তা সব সময় আছে তাঁর মনে।

এই একই বিকেলে ব্লাই নিউ হল্যান্ড এবং নিউগিনির উপকূলীয় এলাকা সম্পর্কে তাঁর যা জানা আছে বললেন আমাদের।

'মিস্টার ফ্রায়ার, আর মিস্টার এলফিনস্টোন, বিশেষ করে তোমাদেরকে বলছি,' শুরু করলেন তিনি, 'আমার যদি কিছু হয় এই অজানা সাগরের ওপর দিয়ে লঞ্চ চালিয়ে নেয়ার দায়িত্ব পড়বে তোমাদের ওপর। সেজন্যে সময় থাকতে তোমাদের জেনে নেয়া দরকার কোন পথে কীভাবে এগোবে। আমি তো বটেই, সারা সভ্য দুনিয়া এই সাগর সম্পর্কে এখনও তেমন কিছু জানতে পারেনি। আমি যেটুকু জানি তা ক্যাপ্টেন কুকের কাছে শোনা। তৃতীয়বার যখন তিনি *রিজোল্যুশন* নিয়ে অভিযানে বেরোন তখন আমি তাঁর মাস্টার ছিলাম। সে সময়ই শুনেছি। সেবার আমাদের মূল দায়িত্ব ছিল উত্তর গোলার্ধ পর্যবেক্ষণ। তবে হাতে সময় পেলেই ক্যাপ্টেন কুক অফিসারদের শোনাতেন পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে তাঁর আগের অভিযানগুলোর কাহিনী। বিশেষ করে বলতেন *এন্ডেভার প্রণালী* অতিক্রমের গল্প। প্রণালীটার নামকরণ তিনিই করেছিলেন। আমি বেশ কৌতূহল নিয়ে শুনতাম, কিন্তু কখনও ভাবিনি যেসব তথ্য সেসময় তিনি দিয়েছিলেন তা কোন দিন কাজে লাগবে। একথা কেন বলছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?' মিডশিপম্যান হেওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন। 'সাগর সম্পর্কে জ্ঞানলাভ কখনও বৃথা যায় না নাবিকদের জীবনে। কখন কোন তথ্যটা কাজে লেগে যাবে কেউ বলতে পারে না।'

'এন্ডেভার প্রণালী ছাড়া আর কোন পথ নেই ওই দ্বীপগুলোর মাঝ দিয়ে?' জিজ্ঞেস করল এলফিনস্টোন।

'থাকতে পারে,' জবাব দিলেন ব্লাই, 'কিন্তু আমি জানি না সেটা বা সেগুলো কোথায়। ক্যাপ্টেন কুক ওটার অবস্থান সম্পর্কে যা যা বলেছিলেন সব তোমাদের শোনানোর খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আমার জার্নালের ভেতর একটা মানচিত্র আছে, ওটা দেখলেই মোটামুটি বুঝতে পারবে। তোফোয়ার গুহায় বসে স্মৃতি থেকে এঁকে রেখেছি। ক্যাপ্টেন কুকের মতে প্রশান্ত মহাসাগরের আর কোথাও এত বেশি রীফ বা ডুবো প্রাচীর বা পাহাড় ছড়ানো ছিটানো নেই। এক কথায় ভয়ঙ্কর জায়গা। এই ভয়ঙ্কর জায়গা পার হওয়ার জন্যে আমাদের–আমি যদি না থাকি তোমাদের সম্বল বলতে থাকবে ওই মানচিত্রটা। এখন থেকে সবাই মনে গেঁথে নাও

একটা কথা: ইচ্ছা থাক আর না থাক; ঝড়, ঝঞ্ঝা, ঢেউ সব উপেক্ষা করে ওখান দিয়েই যেতে হবে। সুতরাং যদি কোন ক্রমে যতটা আশা করছ তার চেয়ে বেশি–মানে বারো সমান্তরালেরও উত্তরে চলে যাও তাহলে তখন থেকেই চেষ্টা করবে যতটা সম্ভব দক্ষিণে চলে আসার। প্রতিটা সুযোগ কাজে লাগাবে, যাতে তের দক্ষিণ এলাকার নিউ হল্যান্ড উপকূল বরাবর পথ করে নিতে পারো বিপুল বিস্তৃত ডুবো প্রাচীরগুলোর ভেতর দিয়ে। যদ্দূর মনে আছে ওখানে একটা সরু চ্যানেল দেখেছিলেন ক্যাপ্টেন কুক। নাম দিয়েছিলেন *প্রোভিডেনশিয়ান চ্যানেল*। ওখান দিয়ে যদি এগিয়ে যেতে পারো তাহলে আর চিন্তা নেই, সুন্দর বাতাসে উপকূল ধরে চলে যেতে পারবে নিউ হল্যান্ডের উত্তর অন্তরীপে। সেখান থেকে পার হয়ে যেতে পারবে এন্ডেভার প্রণালী। তারপর খোলা সাগর, টিমোর পর্যন্ত।'

'ভুলব না, স্যার,' বলল ফ্রায়ার। 'কিন্তু ঈশ্বর না করুন, শেষ পর্যন্ত আপনি থাকবেন না কেন বলছেন?'

'আমার বিশ্বাস ঈশ্বর না করবেন,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ব্লাই, 'তবে আমাদের যা অবস্থা তাতে সম্ভব অসম্ভব সব ধরনের দুর্ঘটনার জন্যে তৈরি থাকা উচিত।'

'স্যার, ওখানে কোন দ্বীপ আছে, নিউ হল্যান্ডের রীফের ভেতর?' জিজ্ঞেস করল হেওয়ার্ড।

'হ্যাঁ। আমার যদ্দূর মনে পড়ছে, ক্যাপ্টেন কুক বলেছিলেন, বেশ অনেকগুলো ল্যাগুন আছে ওখানে। একটাতেও মানুষ দেখতে পাননি। তবে কিছু কিছু চিহ্ন দেখে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল, জংলীরা মাঝে মাঝে আসে ওসব দ্বীপে, সময় কাটাতে বা বেড়াতে। রীফ পেরোতে পারলে ওগুলোর কোন একটাতে নামব আমরা; একটু হাত-পা ছাড়িয়ে নেব, খাবার দাবার পাওয়া গেলে তো আরও ভাল।'

'নিউ ইল্যান্ড এখান থেকে কত দূর, স্যার?' হ্যালেট জিজ্ঞেস করল।

'এ নিয়ে কিছু বলব না, ভাই,' সস্নেহে বললেন ব্লাই। 'যে পথ পেছনে ফেলে এসেছ তা নিয়ে ভাবো ইচ্ছে হলে, কিন্তু মনকে কখনও তোমার নৌকার চেয়ে জোরে ছুটতে দিও না। লেবোগ অভিজ্ঞ নাবিক, ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ, ঠিক বলেছি কিনা।'

'জি, স্যার, একদম ঠিক বলেছেন,' উস্কখুস্ক মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল লেবোগ। 'মিস্টার হ্যালেট, নরক যন্ত্রণা যদি ভোগ করতে না চাও তো সামনের পথ নিয়ে মাথা ঘামিও না।'

ব্যস আলাপ আলোচনা শেষ। আবার সবাই চুপ। বসে বসে লেবোগের ধৈর্যের পরীক্ষা দেয়া দেখছি। পেছনের বড়শি বাঁধা সুতোটার কাছে বসে আছে ও। ডলফিনটা হারানোর পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় পুরো পথ ও যত্ন করে ওটা পানিতে রেখেছে। টোপ হিসেবে দেয়ার মত কিছু নেই, সেজন্যে ও আর সারেং কোল তাদের জানা সব কৌশল খাটিয়ে–রঙিন ন্যাকড়া, চকচকে ছুরির বাঁট, ইত্যাদি বেঁধে মাছগুলোকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছে। লাভ

হয়নি। একটা মাছও 'টোপ' গেলেনি। মাঝে মাঝে রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার মুহূর্ত আসে, যখন বড়সড় কোন মাছ ছুটে যায় বড়শি লক্ষ্য করে। কিন্তু অবধারিতভাবে ওরা কাছাকাছি গিয়েই টের পায় যা দেখে ছুটে এসেছে সেটা খাবার নয়, এবং ঘুরে চলে যায় অন্য দিকে। চারপাশে মাছের লাফালাফি দেখে পাগল হয়ে উঠি কখনও কখনও। এত মাছ! মাঝে মাঝে ঝাঁক বেঁধে চলে লঞ্চের পাশে পাশে। কিন্তু একটাও ধরার উপায় নেই। তাই বলে কোল আর লেবোগ আশা ছাড়েনি। ধৈর্যের মূর্তিমান প্রতিরূপ যেন ওরা। নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। কিন্তু ফলাফল যা ছিল সেই শূন্য।

আমাদেরকে অবাক করে দিয়ে সারাদিন আবহাওয়া ভাল রইল। সন্ধ্যায় যখন সূর্য ডুবছে তখনও আকাশ একেবারে মেঘহীন। সাগর এত শান্ত যে এক ফোঁটা পানি উঠছে না লঞ্চে।

সূর্যাস্তের পর দ্রুত অন্ধকার নেমে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদ উঠল শূন্য সাগরকে জ্যোৎস্নায় ভাসিয়ে। পার্সেল বসে আছে মাস্তুলের কাছে। পিঠ সোজা। ফাটা মাথায় পট্টি বাঁধা। সেই যে বাঁধা হয়েছে, আর বদলানো হয়নি, ফলে নোংরা হয়ে গেছে পট্টির কাপড়। চাঁদের আলো পার্সেলের মূর্তিটাকে অদ্ভুত সৌম্য, একটু যেন বীরত্বব্যঞ্জক এক মাত্রা দান করেছে। বিদ্রোহের দিন যখন দাঁড় টেনে বাউন্টির কাছ থেকে সরে আসছিলাম তখন একটা চিন্তা আমার মাথায় জেগেছিল: এত ছোট একটা নৌকায় ক্যাপ্টেন ব্লাই আর পার্সেলের মত মানুষ কতদিন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারবে? জাহাজে থাকতে সাপে নেউলে সম্পর্ক ছিল দু'জনের। আমরা তাহিতিতে পৌঁছানোর অনেক আগে ভ্যান ডিয়েমেন্‌স ল্যান্ড-এ সূত্রপাত এই শত্রুতার*। ছুতোর মিস্ত্রী হিসেবে নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই পার্সেলের মনে। নিজেকে সে তার পেশার সম্রাট গোত্রীয়দের একজন মনে করে। সুতরাং ব্লাইয়ের সঙ্গে লাগতে তার দেরি হয়নি। তবে হ্যাঁ, অহঙ্কারী হোক আর যা-ই হোক ন্যায়-নীতি জ্ঞান, ঔচিত্যবোধ ওর টনটনে। সেজন্যেই বিদ্রোহের পর নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আসার; ক্রিশ্চিয়ান ওকে জাহাজে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়া সত্ত্বেও। কিন্তু, আমি জানি, মনে মনে ও খুশি ব্লাই জাহাজ হারানোয়। ব্যাপারটাকে ও তার স্বেচ্ছাচারিতার যথাযোগ্য শাস্তি হিসেবেই ভাবে। পাশাপাশি এ-ও জানি, ওর মত নেতা-অনুগত লোক কমই আছে আমাদের ভেতর।

রাতটাও আমরা দিনের মতই আরামে কাটালাম। তোফোয়া ছাড়ার পর এত আরামে আর রাত কাটেনি। আমাদের বসা বা শোয়ার ভঙ্গি আগের

---

* বর্তমান লেখকদের 'বাউন্টিতে বিদ্রোহ' বই-এ (সেবা প্রকাশনীর কিশোর ক্লাসিক-২৭) এ সম্পর্কে জানা যাবে।

মতই, গুটিসুটি হয়ে বা কুণ্ডলী পাকিয়ে। কিন্তু অন্য সব দিক দিয়ে স্বস্তি আগের যে কোন রাতের চেয়ে বেশি। বাতাস উষ্ণ; নৌকায় পানি ওঠা নেই, ফলে ভেজা নেই, নেই পানি সেচার কষ্ট। বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমাতে পারলাম আমরা।

পরের দিনটাও একই রকম রইল। আকাশ পরিষ্কার, সাগর শান্ত, পুব-দক্ষিণ পুব থেকে হালকা বাতাস। ভোরে সবাইকে জাগিয়ে দিলেন ব্লাই। আড়মোড়া ভেঙে হাত-পায়ের জড়তা ছাড়ানোর সুযোগ পেলাম কোন মতে। তারপরই কাজে লেগে যেতে হলো। কোল-এর নেতৃত্বে কয়েকজন লাগলাম দড়ির টানা দিয়ে মাস্তুল দুটোকে মজবুত করার কাজে। বাকিদের সহায়তায় ছুতোর মিস্ত্রী লঞ্চকে খারাপ আবহাওয়ার উপযোগী করে তুলল। কিনারার ওপর ছয় ইঞ্চি উঁচু প্রাচীরের মত করে পালের মোটা কাপড় লাগানো হলো সারা লঞ্চ ঘিরে। আমাদের অতিরিক্ত পালটা ফালি করে কেটে করা হলো এটা। এই প্রাচীরের খুঁটি তৈরি হলো পেছনের পাটাতনের একটা কাঠ সরু করে কেটে। কাঠের টুকরোগুলো লঞ্চের কিনারের সাথে শক্ত করে পেরেক মেরে দিল পার্সেল। তারপর সেগুলোর সাথে টান করে আটকে দেয়া হলো পালের মোটা কাপড়।

সারেঙের নেতৃত্বে আমরা কাজ শেষ করলাম দুপুরের মধ্যে। কিন্তু পার্সেলের কাজ শেষ হতে হতে বিকেল গড়িয়ে গেল। ভয়ানক পরিশ্রম করতে হলো ওকে। কাজটা তেমন কঠিন কিছু নয়, তবু হলো পরিশ্রম। তার প্রধান কারণ অল্প জায়গার ভেতর কাজ করতে হলো ওকে। এছাড়া প্রায় সাত দিনের অনাহার তো আছেই। এত সব অসুবিধার মধ্যেও পার্সেল কাজ করল খুব ভাল। ব্লাইয়ের মন্তব্য শুনে আমি পর্যন্ত খুশি হয়ে উঠলাম:

'চমৎকার হয়েছে, মিস্টার পার্সেল। আমাদের কাজ ভাল মতই চলে যাবে এ দিয়ে।'

সন্দেহ নেই প্রশংসাটা একটু বেশিই করেছেন ব্লাই। কিন্তু পার্সেল যে জবাব দিল তা না দিলে কি আর ও পার্সেল?

'মাফ করবেন, স্যার,' ও বলল, 'আমি জানি খুব ভাল হয়নি আমার কাজ; কিন্তু যা অস্ত্রগাতি, সাজ সরঞ্জাম আছে তা দিয়ে এর চেয়ে ভাল সম্ভব নয়।'

এদিন দুপুর বেলা লগ ভাসিয়ে গতি মেপে, হিসেব কষে ব্লাই জানালেন গত চব্বিশ ঘণ্টায় আমরা চৌষট্টি মাইল পাড়ি দিয়েছি।

পার্সেলের কাজ শেষ হওয়ার পর দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল আমাদের ভেতর। প্রায় দু'ঘণ্টা একটানা সাগরের নৈঃশব্দ শুনলাম। তারপর হঠাৎ নেলসন একটু নড়ে চড়ে উঠে বলল:

'একটা কথা না বলে পারছি না, মিস্টার ব্লাই, এই সাগর এত বিশাল, এত শান্ত যে আমার সন্দেহ হচ্ছে এটা—এটা বাস্তব তো?'

'অদ্ভুত কল্পনা তোমার যাহোক,' মৃদু হেসে জবাব দিলেন ব্লাই। 'এই সাগর বাস্তব, মিস্টার নেলসন, এর চেয়ে বাস্তব আর কিছু হয় না, আমার কথা

তুমি বিশ্বাস করতে পারো।'

সাত

মে-র বারো তারিখ দুপুরে শুনলাম ক্যাপ্টেন ব্লাই ফ্রায়ারকে বলছেন:

'...এর সবচেয়ে খারাপ অংশটা মনে হয় পেরিয়ে আসতে পেরেছি।'

'আমারও তা-ই মনে হয়, স্যার,' জবাব দিল ফ্রায়ার, কিন্তু আমি জানি আমাদের সবার—এমনকি ব্লাইয়ের মত ও-ও যা বলল তা বিশ্বাস করে না।

আধ ঘণ্টা আগে ঝড় থেমেছে, কিন্তু সাগর এখনও যে রূপ ধরে আছে তাকে এক কথায় বলা যায় ভয়ঙ্কর। একটু আগে হাল ধরেছে ফ্রায়ার। আঠারো ঘণ্টায় এই প্রথম বিশ্রাম পেয়েছেন ব্লাই।

সময় মতই ব্লাই মাস্তুলে টানা দেয়া, লঞ্চের কিনার মোটা কাপড় দিয়ে ঘেরার মত সতর্কতামূলক কাজগুলো করিয়েছিলেন। নইলে কী যে হত তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। সেদিনই—মানে নয়ই মে রাতে, প্রায় ন'টার দিকে এক সাথে শুরু হয় ঝড় আর বৃষ্টি। সারা রাত চার জনকে লাগিয়ে রাখতে হয়েছিল সেচার কাজে। কখনও কখনও এমন হয়েছে, হালে বসা ব্লাই ছাড়া বাকি সবাইকে লাগতে হয়েছে পানি সেচায়। আকাশ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বাতাসের মুখে ছুটে চলা নিচু ধূসর মেঘে। অমনি থেকেছে দশ এবং এগার তারিখের সারা দিন সারা রাত, বার তারিখ দুপুর পর্যন্ত। এখনও আকাশের ক্রুদ্ধ চেহারা তেমন আছে, যদিও ঝড় থেমেছে।

নিরেট পর্দার মত মেঘ। কোথাও কোন ফাঁক ফোকড় নেই। ঝুলে আছে মাথার ওপর, এত নিচুতে মনে হয় হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারব। অবশ্য এ মুহূর্তে তা শান্ত, বৃষ্টি ঝরাচ্ছে না। বাতাসের অভাবে গতিহীন হয়ে পড়েছে লঞ্চ।

'দাঁড়ে দু'জন লোক চাই,' ব্লাই বললেন।

'আমি একজন, স্যার,' লেফ্টেন্যান্ট চেঁচাল: আরও ডজন খানেক গলা শোনা গেল একই সময়। সবাই ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট শরীর গরম করার সুযোগটা নিতে আগ্রহী। লেফ্টেন্যান্ট আর লেবোগকে প্রথম বাছাই করা হলো। তবে পনেরো মিনিট পর পর বিশ্রামের ব্যবস্থা রাখা হলো যাতে অন্যরাও সুযোগ পেতে পারে।

'বেশি কষ্ট করার দরকার নেই,' ব্লাই বললেন, 'কোন রকমে পেছন দিকটা ঢেউয়ের ওপরে রাখো!'

লঞ্চটাকে এত ছোট আর কখনও মনে হয়নি আমার, এখন যেমন হচ্ছে। বিশাল বিস্তৃত এই সাগরে কেমন খোলামকুচির মত লাগবে, কেউ যদি আকাশ থেকে পাখির চোখে দেখে! ফুলে ফেঁপে ওঠা লম্বাটে ধরনের ঢেউগুলো আসছে দক্ষিণ-পুব থেকে। বিশাল উচ্চতা একেকটার। তবে

বাতাস নেই বলে ওগুলো থেকে বিপদের আশঙ্কা নেই আপাতত। কিন্তু যুক্তি দিয়ে আশঙ্কা নেই বুঝতে পারলেও মন স্বস্তি পায় না। এমন ভয়ানক চেহারা ঢেউগুলোর। এত বড়, এত ফুলে ফেঁপে ওঠা, দেখলেই দুরু দুরু করে ওঠে বুকের ভেতর।

আড়াই দিন একটানা অমানুষিক পরিশ্রম আর কষ্ট সহ্য করার পুরস্কার দিলেন ক্যাপ্টেন ব্লাই। দু'চামচ করে রাম প্রত্যেককে আর দুপুরে খাওয়ার সময় আধ আউন্স করে শুয়োরের মাংস। নির্ধারিত খাবারের অতিরিক্ত এটা। এটুকুতেই দুপুরের খাওয়াটাকে রীতিমত ভোজ মনে হলো আমাদের কাছে। আর রাম সামান্য হলেও উত্তপ্ত করল শরীর। এখন আমাদের বড় শত্রু ঠাণ্ডা। এ যতটা আতঙ্কিত করে তুলছে বিক্ষুব্ধ সাগরও ততটা পারছে না। কনকনে ঠাণ্ডা ভেজা কাপড় ভেদ করে; চামড়া, মাংস ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছে একেবারে শরীরের গভীরে। ক্যাপ্টেন ব্লাইকে ধন্যবাদ, আমাদের ঠক ঠক করে কাঁপতে দেখে একটা পরামর্শ দিলেন তিনি। সেই পরামর্শ মত কাজ করে অনেকখানি রেহাই পেলাম ঠাণ্ডা থেকে।

'সাগরের পানিতে কাপড় ভিজিয়ে পরো, ঠাণ্ডা কম লাগবে,' বললেন তিনি।

আশ্চর্য, এই সোজা কথাটা কারও মনে হয়নি! নোনা পানিতে ভিজানো কাপড় পরে থাকলে ঠাণ্ডা কম লাগে কারণ নোনা পানি সাধারণ মিষ্টি পানির মত অত দ্রুত বাষ্পীভূত হয় না। কথাটা আমাদের প্রায় সবাই জানে কিন্তু প্রয়োজনের সময় মনে পড়েনি কারও। ব্লাইয়ের মুখ থেকে কথাটা বেরোতে না বেরোতে আমরা যার যার কাপড় খুলে সাগরে ভিজিয়ে আবার পরে নিলাম। যাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো। ঠাণ্ডা অর্ধেক কমে গেল যেন।

পরের দু'তিনটে ঘণ্টা মোটামুটি সহনীয় কাটল পালা করে দাঁড় টেনে আর কিছুক্ষণ পর পর গায়ের কাপড় সাগরের পানিতে ভিজিয়ে পরে। বিকেলটা পার করে দিলাম এভাবে। প্রত্যেকে উদগ্রীব হয়ে আছি আবহাওয়ার একটু উন্নতি দেখার আশায়। কিন্তু কোথায় কী!–বিকেল যত সন্ধ্যার দিকে গড়াল দিনের ম্লান আলো আরও ম্লান হলো শুধু। বাতাস উঠল না। লঞ্চটা গতিহীন, ভাসছে সাগরে।

নিস্তব্ধ চরাচর। সাগরে, আকাশে, বাতাসে একটু শব্দ নেই। আমরাও চুপ। আমাদের কান দিনরাত সাগরের গভীর গর্জন আর বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ শুনে অভ্যস্ত। এই নৈঃশব্দ তাই ভীষণ অস্বস্তিকর লাগছে। এর চেয়ে ঝড় উঠুক, সাগর উত্তাল হয়ে উঠুক তা-ও ভাল। এই রক্ত হিম করা নিস্তব্ধতা আর সহ্য করতে পারছি না। দুয়েকটা যে শব্দ শোনা যাচ্ছে তা আমাদেরই কারও কাশির, বা হাই তোলার বা বসার বা শোয়ার ভঙ্গি বদলানোর।

বিকেল তখন বোধহয় চারটে কি সাড়ে চারটে হবে, হঠাৎ সেই বিশাল নৈঃশব্দ ছাপিয়ে মৃদু একটা গর্জন শোনা গেল। প্রত্যেকটা কান খাড়া হয়ে উঠল। এলফিনস্টোন আমার সামনে শুয়ে আছে কুকড়ি মুকড়ি হয়ে। মাথা তুলে চারপাশে একবার তাকিয়ে প্রশ্ন করল:

'কী ও! কিসের শব্দ?'

কেউ জবাব দিল না। দরকারও ছিল না দেয়ার। ঠিক সেই সময় একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে উঁচু হয়েছে লঞ্চ। সবগুলো চোখ ঘুরে গেল পুব দিকে, শব্দ লক্ষ্য করে। দেখতে পেল, আসছে আবার, ধীর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে, আমাদের পয়লা নম্বরের শত্রু বৃষ্টি।

কালচে একটা নিরেট দেয়াল যেন এগিয়ে আসছে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে আমাদের দলিত-মথিত, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার জন্যে। পেছন পেছন বাতাস আসছে না। দেয়ালটার এগিয়ে আসার ধীর গতি দেখে সে সম্পর্কে নিঃসংশয় হলাম। নিঃশব্দে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম ওটার জন্যে। যতই কাছাকাছি হচ্ছে ততই বাড়ছে গর্জন ধ্বনি। একটু পরেই যখন দুই ঢেউয়ের মাঝে নিচু সাগরে নেমে গেলাম, প্রায় মিলিয়ে গেল শব্দ। আবার যখন ঢেউয়ের মাথায় উঠলাম অমনি বেড়ে উঠল। তারপর একেবারে শেষ মুহূর্তে যেন নিখুঁতভাবে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে লাফ দিল ওটা। পরক্ষণে আমরা হারিয়ে গেলাম ওর ভেতর–ভিজে গেলাম, প্রায় ডুবে গেলাম। দম নেয়ার জন্যে ফুঁপিয়ে উঠলাম। এমন সর্বগ্রাসী বর্ষণের অভিজ্ঞতা এই প্রথম আমার।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে নৌকার সামনের অংশের মানুষগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। যাদের এ অভিজ্ঞতা হয়নি তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। সত্যি কথা বলতে কি যেখানে আমি বসে আছি সেই পেছনের অংশ ছাড়া বাকি লঞ্চ পুরোই অদৃশ্য। যারা কাছাকাছি আছে তাদেরও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না। জলের প্রায় নিরেট একটা পর্দা ঝাপসা করে দিয়েছে দৃষ্টি। বর্ষণের তীব্র তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাপিয়ে শুনতে পেলাম ক্যাপ্টেন ব্রাইয়ের গলা। কী বললেন তা বুঝতে না পারলেও কী করতে হবে বুঝে ফেললাম অনায়াসে। প্রত্যেকে যে যেখানে আছি সেখান থেকে হাতের কাছে যা পেলাম তা-ই নিয়ে পানি সেচতে শুরু করলাম মরিয়া হয়ে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অনুভব করলাম খুব একটা কাজ হচ্ছে না পানি সেচায়। একটু একটু করে পানির উচ্চতা বাড়ছে খোলে। পায়ের পাতা, গোড়ালি ডুবিয়ে উঠছে হাঁটুর দিকে। সবচেয়ে যেটা করুণ তা হলো প্রাণপণে আমরা যা ফেলছি তা সাগরের পানি নয়, ফেলছি মেঘ থেকে ঝরে পড়া বিশুদ্ধ মিষ্টি পানি; যে পানির জন্যে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোফোয়ার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, যে পানির জন্যে মাঝ সাগরে জাহাজ হারা নাবিকরা মাথা কুটে মরে, ব্যর্থ প্রার্থনায় নিঃশেষ করে ফেলে সামান্য যা শক্তি অবশিষ্ট থাকে তার প্রায় পুরোটা। কী নির্মম কৌতুক! অথচ এ নিয়ে ভাববারও ফুরসত নেই আমাদের।

রাতের মত অন্ধকার চারপাশে। ভাগ্য ভাল কয়েক মিনিট পরেই নৌকার এবং সহযাত্রীদের অবয়ব আবার ভেসে উঠল চোখের সামনে। বুঝলাম, তাণ্ডবের সবচেয়ে খারাপ অংশটা পেরিয়ে আসতে পেরেছি। এর ভেতরই প্রত্যেকের চেহারা যা হয়েছে, আমার নিজেরই করুণা লাগছে দেখে। এমন

হতভাগা চেহারা মানুষের হতে পারে কখনও কল্পনা করিনি। পানির ধারা গড়িয়ে পড়ছে সবার কাপড় বেয়ে, চুল বেয়ে, দাড়ি বেয়ে। কাপড়গুলো সেঁটে গেছে গায়ের সঙ্গে। আবার হাড় পর্যন্ত কনকনিয়ে উঠছে ঠাণ্ডায়। মিস্টার ব্লাইয়ের চিৎকার শুনতে পেলাম:

'হাত চালাও, ভায়েরা! মিস্টার কোল, সামনের পালটা উঠিয়ে দাও। বাতাস ছাড়বে এক্ষুণি।'

'জি, জি, স্যার,' পোল্টা চিৎকার করল সারেং। আমরা বাকিরা, দাঁড়ের ক'জন ছাড়া, সেচে চললাম। এখনও অনেক পানি রয়েছে খোলে, সব সেচে ফেলতে হবে।

নৌকা একেবারে পানি শূন্য করে ফেলার পর থামলাম আমরা কয়েক মুহূর্তের জন্যে, এবং অনুভব করলাম ঠাণ্ডা কতখানি কাবু করেছে আমাদের।

'কাপড় ভিজিয়ে নাও সাগরের পানিতে,' ব্লাই চিৎকার করলেন।

মুহূর্তও দেরি করলাম না নির্দেশ পালন করতে। ল্যাম্ব আর সিম্পসন খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। বসে থাকতে পর্যন্ত পারছে না দু'জন। ওদের কাপড়গুলো গা থেকে খুলে নিয়ে ভিজিয়ে আবার পরিয়ে দিল কাছে যারা ছিল তারা। ইতোমধ্যে সামনের পালটা তুলে দেয়া হয়েছে। ব্লাই আবার হাল ধরলেন। এরপর অপেক্ষা বাতাসের জন্যে।

দূর থেকে আসতে দেখলাম ওকে। আমাদের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া লম্বাটে ঢেউগুলো এতক্ষণ মসৃণ ছিল, আকাশের ধূসর রঙ প্রতিফলিত করছিল; এবার কালো হয়ে উঠল হঠাৎ করে, তারপর লাফিয়ে উঠল চূড়াগুলো। অল্প ফেনা দেখা দিল ঢেউগুলোর মাথায়। বাতাস বেশ জোরে এগিয়ে এল, কিন্তু তেমন ভারী মনে হলো না প্রথম প্রথম। আমাদের ছোট্ট পালটা ফুলে উঠল। গতি পেল লঞ্চ। কিছুক্ষণের মধ্যে দিনের ম্লান আলো কমতে কমতে মিলিয়ে গেল। আঁধার হয়ে এল চারদিক। সেই সাথে বাড়ল বাতাসের ঘনত্ব। সাগর উত্তাল হয়ে উঠল আবার। ফ্রায়ার বসে ছিল মিস্টার ব্লাইয়ের পাশে। চিৎকার করে উঠল:

'তৈরি হও সবাই, পানি সেচার জন্যে!'

পরের ছত্রিশটা ঘণ্টা কী ভাবে যে কাটল আমি বলতে পারব না। শুধু এটুকু মনে আছে, ভয়ানক সে অভিজ্ঞতা! ভীষণ আতঙ্ককর! ঝড় এবং বৃষ্টি, বৃষ্টি এবং ঝড়। একটার পর অন্যটা। কখনও দুটোই এক সাথে। সারা রাত, পরের সারা দিন এবং তার পরের সারারাত। একটানা। মুহূর্তের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। দিনের বেলা যেমন তেমন, রাতে অবস্থা আরও খারাপ। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারদিক। চোখ মেলে পাশের জনকেও দেখার উপায় নেই। এই অন্ধকারে কী করে যে মিস্টার ব্লাই লঞ্চ বাঁচিয়ে রাখলেন শুধু না, ঝড়ের আগে আগে এগিয়েও নিয়ে চললেন ভেবে বিস্মিত হই। বাতাস যদি কোন এক দিক থেকে আসত অসুবিধা ছিল না। ক্ষণে ক্ষণে দিক বদলেছে সে। ফলে ঢেউগুলোর ছুটে আসার দিকও বদলে গেছে মুহূর্তে মুহূর্তে। ফ্রায়ার আর

এলফিনস্টোন যথাসাধ্য সাহায্য করেছে তাঁকে। দু'পাশে দু'জন হাঁটু গেড়ে বসে তাকিয়ে থেকেছে পেছন দিকে। নিকষ কালো আঁধারের মধ্যেও যতদূর সম্ভব ঢেউয়ের গতি দেখে ধারাবর্ণনা দিয়ে গেছে। তবে, আমার ধারণা, ওদের বর্ণনা খুব একটা কাজে লাগেনি ব্লাইয়ের। একদিকে অন্ধকার অন্যদিকে সাগরের লোনা পানি ফোয়ারার মত ছিটকে এসে লেগেছে চোখে মুখে। এর ভেতর ঢেউ একেবারে ঘাড়ের ওপর চলে আসার আগে ওদের তা দেখতে না পাওয়ারই কথা।

চোদ্দই মে তারিখে আমরা যে ঐকান্তিকতা, যে স্বস্তি নিয়ে ভোরের ধূসর আলোকে স্বাগত জানালাম তেমনটা পৃথিবীর কেউ কোনদিন জানিয়েছে কিনা সন্দেহ। ভোর হওয়ার সামান্য পরে আমাদের প্রতি করুণা করেই যেন থেমে গেল ঝড়। তবে সূর্যের মুখ দেখার জন্যে আরও অনেক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো আমাদের।

চারপাশের মুখগুলো দেখে অনুভব করতে পারলাম আমার নিজেরটা কেমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। কসাই ল্যাম্ব আর কোয়ার্টার মাস্টারের মেট জর্জ সিম্পসনের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। বসার শক্তিটাও নিঃশেষ হয়ে গেছে ওদের। নৌকার খোলে শুয়ে আছে দু'জন গত রাতের শুরু থেকে। সারা রাত যত পানি উঠেছে সব বয়ে গেছে ওদের শরীরের ওপর দিয়ে। কখনও কখনও তলিয়ে গেছে পানির নিচে, তবু মাথাটা উঁচু করতে পারেনি। দম বন্ধ হয়ে মরেনি কেন ভেবে অবাক লাগছে।

নেলসনের অবস্থাও করুণ। এমনিতেই খুব একটা শক্ত সমর্থ লোক নয় সে। তার ওপর গত দশ বারদিন একটানা অনাহার, পানি সেচার পরিশ্রম আর ঠাণ্ডা ওকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। তবে ওর ওই ভঙ্গুর শরীরটার ভেতর যে প্রাণ লুকিয়ে আছে তা ব্লাইয়েরটার চেয়ে কোন অংশে কম নয় দৃঢ়তার দিক দিয়ে। একটা কাতরোক্তি বা অভিযোগ এখন পর্যন্ত বের হয়নি ওর মুখ দিয়ে। শারীরিক ভাবে দুর্বল হলেও মানসিক দিক দিয়ে ও এক অভ্রভেদী চূড়া।

কষ্টের ছাপ সবচেয়ে কম পড়েছে যাদের চেহারায় তারা হলো: পার্সেল, কোল, পেকওভার, লেস্কলেটার, এলফিনস্টোন আর তিন মিডশিপম্যান। সাগরের বিরুদ্ধে আমাদের এই লড়াইয়ের মূল ধাক্কাটা যাঁরা সামলেছেন সেই ক্যাপ্টেন ব্লাই আর মাস্টার ফ্রায়ার–দু'জনেরই মুখ শীর্ণ, চোখে ভাবহীন দৃষ্টি। তবু ব্লাই যেন এক অফুরন্ত ভাণ্ডার শক্তির। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, সামলানোর জন্যে কোত্থেকে যেন তিনি বের করে নেন খানিকটা সামর্থ্য।

স্যামুয়েল, ব্লাইয়ের কেরানী, অবাক করা রকম ভাল আছে–কি শারীরিক কি মানসিক দিক থেকে। ও শহুরে ছেলে, একটু বাবু প্রকৃতির। ভেবেছিলাম প্রথম যারা কাহিল হয়ে পড়বে ও থাকবে তাদের ভেতর। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ঠিক উল্টো। অদ্ভুত ভাল রয়েছে ও। নিজের কোন মতামত বা ভাবনা চিন্তা নেই স্যামুয়েলের। ব্লাই ওর কাছে কুকুরের কাছে প্রভু যেমন ঠিক তেমন। মনে হয় ব্লাই যতক্ষণ কষ্ট সয়ে টিকে থাকতে পারবেন ও-ও ততক্ষণ

পারবে। ব্লাই ওর অনুপ্রেরণা। ব্লাই ভেঙে পড়লে ও-ও পড়বে।

টিঙ্কলার আর হেওয়ার্ড বয়েসে তরুণ, স্বাস্থ্যবান। কম বয়েসের সুবিধাটা ওরা ভোগ করছে, যা থেকে আমরা অনেকেই বঞ্চিত। হ্যালেট অবশ্য ওদের মত কষ্ট সহিষ্ণু নয়; তবে সাহসী। তাছাড়া তারুণ্যের সুবিধাটাও পাচ্ছে। সে কারণে এখনও খাড়া আছে ওর শরীর। সব শেষে আসছি আমি। সুস্থ একজন মানুষ কিন্তু স্বাস্থ্য বা মনোবল–কোন দিক দিয়েই গর্ব করার মত কিছু নেই আমার। তবু টিকে আছি কোন মতে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, মাঝে মাঝে খুবই ঘাবড়ে যাই, যদিও প্রাণপণে চেষ্টা করি ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতে।

গত দুটো রাতে মাঝে মাঝে এমন সময় এসেছে, যখন আমাদের কেউ–এমনকি ক্যাপ্টেন ব্লাইও না–ক্ষীণ ভাবেও আশা করেছি আরেকটা ভোরের মুখ দেখব। সত্যি কথা বলতে কি, রাত দুটোর তাণ্ডবের পরও টিকে আছি দেখে আমাদের সবার মনোবল বেড়ে গেছে। আমরা এখন জানি কী করতে পারে, কী সইতে পারে আমাদের এই নৌকাটা।

পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে এগোচ্ছি আমরা। আকাশ এখনও ধূসর মেঘে ঢাকা। হঠাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তের ধূসর রঙ একটু ফিকে হলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই ওখানে মেঘের ভেতর একটু ফাঁক দেখা গেল। এতক্ষণ ভাবছিলাম চারপাশে আমাদের শূন্য সাগর ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু ওই এক জায়গায় একটু মেঘ সরে যেতেই দেখলাম, অথবা মনে হলো দেখলাম, হালকা নীল পাহাড়ের সারি ভাসছে আকাশে। টিঙ্কলার প্রথম দেখল। আমরা অনেকে চোখ তুলে তাকানোর আগেই ওটা আবার ঢাকা পড়ে গেল মেঘের আড়ালে। যারা দেখতে পায়নি তারা বিশ্বাস করল না; সত্যিই টিঙ্কলার কিছু দেখেছে। কিন্তু এক ঘণ্টা পর আবার ওটা দেখা গেল। এবার আর কোন সন্দেহ রইল না কারও মনে। মেঘ এখন অনেকটা উপরে উঠে গেছে, পটভূমিতে ধূসর আকাশ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বিশাল নীল শৈলশ্রেণী ছাওয়া এক দ্বীপ। প্রথমে মনে হলো, ওটা বুঝি একটাই দ্বীপ। কিন্তু একটু কাছাকাছি হওয়ার পর বুঝতে পারলাম, একটা নয় চারটে; পশ্চিম-দক্ষিণপশ্চিম থেকে পশ্চিম-উত্তরপশ্চিমে বিস্তৃত। আমাদের বর্তমান অবস্থান থেকে দূরত্ব হবে কমপক্ষে ছ'লিগ। সবচেয়ে বড় দ্বীপটার পরিধি, ক্যাপ্টেন ব্লাই অনুমান করলেন, প্রায় বার লিগ।

গতিপথ বদলে আমরা একেবারে উত্তরের দ্বীপটার পূর্ব উপকূলের দিকে এগোতে লাগলাম। অনুমান ছাড়া আর কোন অবলম্বন নেই ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের, তবু তাঁর বিশ্বাস হলো এই দ্বীপগুলো নিউ হেব্রাইডেস-এর অংশ। নিউ হেব্রাইডেস দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেছিলেন ক্যাপ্টেন কুক, ১৭৭৪ সালে, দক্ষিণ সাগরে তাঁর দ্বিতীয় অভিযানের সময়। তিনিই এই দ্বীপপুঞ্জের নাম রেখেছিলেন নিউ হেব্রাইডেস।

সকাল থেকে আমরা দু'নট গতিতে এগোচ্ছি। সাগর এখন এত শান্ত যে মাত্র দু'জনেই চালিয়ে নিতে পারছে পানি সেচার কাজ। বাকিরা উৎসুক চোখে

তাকিয়ে আছি দ্বীপগুলোর দিকে। মাঝে মাঝেই ঘাড় ফিরিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের দিকে। কিন্তু তাঁর মুখ ভাব শূন্য, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কোন আভাস নেই সে মুখে।

বিকেলের মাঝামাঝি নাগাদ অপেক্ষাকৃত বড় দ্বীপ তিনটেকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম আমরা। আর এক লিগ মত গেলেই পৌঁছে যাব সবচেয়ে ছোট এবং উত্তরের দ্বীপটার উপকূলে। বাতাস একটু বেড়েছে, ফলে আমাদের গতিও। মিস্টার ব্লাই লঞ্চের মুখ আরও একটু ঘোরালেন দ্বীপটার আরও কাছে যাওয়ার জন্যে। উপকূলের অনেকগুলো জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখছি। মানে আগুন জ্বলছে ওই সব জায়গায়। আর আগুন মানে উষ্ণতা, যার ভয়ানক প্রয়োজন আমাদের এ মুহূর্তে। কিন্তু দ্বীপে নেমে ওই উষ্ণতার সান্নিধ্যে যাওয়ার ভাগ্য কি আমাদের হবে? সম্ভাবনা কম। আগুন মানে উষ্ণতা যেমন আগুন মানে তেমনি মানুষের উপস্থিতিও। আর এ অঞ্চলের মানুষ মানেই জংলী। উপকূলের কাছাকাছি গেলেও দ্বীপে নামার অনুমতি মিস্টার ব্লাই দেবেন বলে মনে হয় না।

ঘোড়ার খুরের মত আকৃতি দ্বীপটার। খুরের মাঝখানে একটা বড় উপসাগর। উত্তর-পুব দিকে তার মুখ। সুউচ্চ এক শ্রেণী পাহাড় খাড়া ঢালে নেমে এসেছে একেবারে সাগর পর্যন্ত। ডাঙা থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে থেকে মুখ পেরিয়ে খুরের ভেতর ঢুকলাম আমরা। প্রায় আধঘণ্টা লাগল উত্তরের অন্তরীপটা ঘুরতে। তারপর পৌঁছে গেলাম অশ্বক্ষুরাকৃতি উপসাগরের আশ্রয়ে।

এতক্ষণ একটা কথাও বলিনি কেউ। সবাই উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করছি ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের উদ্দেশ্য জানার জন্যে।

'পালগুলো ছোট করে দাও,' নির্দেশ দিলেন তিনি।

এগিয়ে চললাম আমরা। অবশেষে দেখা পেলাম ছোট একটা খাঁড়ির, অনেকটা তোফোয়ায় যেটায় ছিলাম সেটার মত। পার্থক্য শুধু, এটার সৈকত বালিতে গড়া, তোফোয়ারটার মত পাথুরে নয়। আরেকটা ব্যাপার খুবই উৎসাহিত হওয়ার মত, এখানে গাছপালা প্রচুর; এবং সব উজ্জ্বল সবুজ, তরতাজা। দ্বীপটাকে আমাদের সাগর-ক্লান্ত চোখে স্বর্গ মনে হলো রীতিমত। পাল নামিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন ব্লাই। দু'জন লোককে বসিয়ে দিলেন দাঁড়ে লঞ্চ তীর থেকে দূরে রাখার জন্যে।

'এবার, মিস্টার পার্সেল,' ব্লাই বললেন, 'আমরা নৌকার কিনারের কাপড়ের দেয়াল মেরামত করে নেব। হাত চালিয়ে কাজ করবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা মিনিটও এখানে নষ্ট করতে চাই না আমি।'

গতরাতের ঝড়ে আমাদের পানিরোধী কাপড়ের প্রাচীর ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক জায়গাই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। এই সাগরে আরও এগোতে হলে ওটার মেরামত একান্ত জরুরী।

ব্লাইয়ের নির্দেশ শোনার পর গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল আমাদের ভেতর। পার্সেল যেখানে ছিল সেখানেই রইল। অবশ্য একটু পরেই মুখ

তুলল। চাপা উষ্মা তার চেহারায়।

'মিস্টার ব্লাই,' ও বলল, 'যদি ভেবে থাকেন আমাদের অন্তত একবার ডাঙায় নামার সুযোগ না দিয়ে এখান থেকে চলে যাবেন, আমি প্রতিবাদ করব! হ্যাঁ। শুধু আমি না, আরও অনেকে আছে যারা আমার মতই ভাবছে।'

পায়ের সব জড়তা, সব আড়ষ্টতা সত্ত্বেও তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন ব্লাই। ঠোঁটদুটো চেপে বসেছে একটার সাথে আরেকটা, চোখ জ্বলছে ক্রোধে। কিন্তু সামনের বিধ্বস্ত মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে নরম হয়ে এল তাঁর অভিব্যক্তি।

'আরও অনেকে আছে?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'কারা তারা? কথা বলুক।'

'আমি, স্যার,' খসখসে স্বরে জবাব দিল এলফিনস্টোন। 'এবং বিশ্বাস করুন, আমি শুধু আমার হয়ে বলছি না, অন্য অনেকের পক্ষ থেকে বলছি।'

'স্যার, ভয়ানক দুরবস্থা আমাদের,' যোগ করল ফ্রায়ার, 'তীরে অন্তত একটা রাতও যদি বিশ্রাম নিতে পারি অনেক খানি তাজা হয়ে উঠব; অনেকে হয়তো প্রাণে বেঁচে যাবে। এত সুন্দর সবুজ দ্বীপ–নিশ্চয়ই খাবার পাওয়া যাবে।'

'নারকেল গাছ আছে, স্যার,' বলল লেস্কলেটার। 'ওই যে ওখানে, দেখুন, ঢালের খানিকটা ওপরে।'

একগুচ্ছ নারকেল গাছ সত্যিই দেখতে পেলাম লেস্কলেটারের ইশারা মত তাকিয়ে। ব্লাইও দেখলেন। তারপর আবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন আমাদের দিকে। এক মুহূর্ত ভাবলেন কী যেন। তারপর মাথা নাড়লেন।

'নাহ্, এ ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না,' বললেন তিনি। 'ভেবো না তোমাদের দুঃখ দুর্দশা আমি বুঝতে পারছি না–আমি নিজেও তো ভোগ করছি। ঈশ্বর জানেন, ডাঙায় নেমে একটু বিশ্রাম নিতে পারলে আমার চেয়ে বেশি খুশি কেউ হত না। কিন্তু কী করা যাবে, বিপদের সম্ভাবনা সত্যিই খুব বেশি। এতবড় ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।'

'স্যার, এখানে কোন ইন্ডিয়ান নেই,' পার্সেল বলল, 'পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।'

এবার বেশ কষ্ট করতে হলো ব্লাইয়ের নিজেকে সামলাতে।

'এখন নেই,' বললেন তিনি, 'কিন্তু দূর থেকে অনেক জায়গায়ই ধোঁয়া উড়তে দেখেছি। আর আমরা উত্তরের অন্তরীপটার এমন কিছু দূর দিয়ে আসিনি, নিশ্চয়ই ওরাও দেখেছে আমাদের। এতক্ষণ হয়তো রওনা হয়ে গেছে এই খাঁড়ির উদ্দেশ্যে, কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবে। একটা কথা বলছি, শুনে আশা করি তোমাদের তীরে যাওয়ার ইচ্ছা ঠাণ্ডা হবে: ক্যাপ্টেন কুকের কাছে শুনেছি, নিউ হেব্রাইডেসের জংলীরা ভীষণ হিংস্র–মানুষখেকো। এই দ্বীপগুলো যে নিউ হেব্রাইডেসেরই অংশ তাতে কোন সন্দেহ–'

'আমি ভয় পাই না ওদের,' বাধা দিয়ে বলল পার্সেল, 'আপনি পেলে

পেতে পারেন।'

ঝাঁকুনি মেরে মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে আবার সোজা করলেন ব্লাই, যেন আচমকা ঘুসি খেয়েছেন মুখে। পার্সেল যত বদমেজাজী আর অহঙ্কারী হোক এই সুরে কখনও কথা বলার সাহস পায়নি। অনাহারে ওর বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেতে শুরু করেছে বলে সন্দেহ হলো আমার।

কিন্তু মিস্টার ব্লাই আশ্চর্য সহিষ্ণুতা দেখালেন। এর দশ ভাগের এক ভাগও যদি বাউন্টিতে থাকতে দেখাতেন আমার বিশ্বাস এই দুর্ভোগে পড়তে হত না আমাদের। হয়তো নিজের দুর্দশা দিয়ে অন্যদের দুর্দশা বুঝতে পারছেন তিনি; হয়তো আমাদের শীর্ণ, ক্লিষ্ট চেহারা তাঁর ইস্পাত কঠিন মনকে সামান্য হলেও আর্দ্র করতে পেরেছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন তিনি। আমার মনে হলো, মুখ ফস্কে রূঢ় কিছু যেন না বেরিয়ে যায় সেজন্যে প্রস্তুত করলেন নিজেকে। তারপর যখন কথা বললেন, আগের মতই শান্ত তাঁর গলা।

'কাজ শুরু করো, মিস্টার পার্সেল! যদি না করো, ঈশ্বরের কসম, তীরে যেতে হবে তোমাকে—এবং আমার সাথে, শুধু আমার সাথে।'

আর একটা কথাও বলল না ছুতোর মিস্ত্রী, কাজে লেগে গেল। যাদের এখনও কিছুটা শক্তি অবশিষ্ট আছে তারা সাহায্য করতে লাগল তাকে, আমরা বাকিরা বসে রইলাম সতৃষ্ণ নয়নে তীরের দিকে তাকিয়ে।

একটু পরেই শুনতে পেলাম লেবোগের সবিস্ময় উচ্চারণ: 'হ্যাঁ, স্যার, দেখেছে আমাদের। ওই দেখুন!'

আধ ডজন জংলী ঘন ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে পানির কিনারে এসে দাঁড়াচ্ছে। সব ক'জনের চোখ আমাদের দিকে। শরীরের মাঝ অংশে কৌপীন ছাড়া কিছু নেই তাদের পরনে। প্রত্যেকে সশস্ত্র; বর্শা, তীর, ধনুকে। কয়েক মিনিট যেতে না যেতে আরেক দল ইন্ডিয়ান এসে দাঁড়াল সৈকতে। তার পরে আরেক দল। আধ ঘণ্টার মধ্যে জংলীদের যেন হাট বসে গেল খাঁড়িটাকে ঘিরে। অনেকে চিৎকার করছে, অনেকে ব্যস্ত ভঙ্গিতে ছুটোছুটি করছে, অনেকে আবার দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। এখনও কোন ক্যানো চোখে পড়েনি। কিন্তু কে জানে ঝোপের আড়ালে লুকানো আছে কিনা।

আধ ঘণ্টা আগে অমন দৃঢ়, দুর্বিনীত কণ্ঠে কথা বলছিল যে পার্সেল সে এখন ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে ডাঙার দিকে। ভুলেও চোখ ফেরাচ্ছে না ব্লাইয়ের দিকে। ওর সহকারীদেরও এক অবস্থা।

'কাজে মন দাও!' আদেশ করলেন ব্লাই। 'তীরের বন্ধুরা অপেক্ষা করবে তোমাদের জন্যে, কাজ শেষে ইচ্ছে হলে গিয়ে আলাপ করে আসতে পারবে।'

টিঙ্কলার হচ্ছে আমাদের ভেতর সবচেয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন। একটু পরেই ও মিস্টার ব্লাইকে খবর দিল, চারজন ইন্ডিয়ানকে ও এই মাত্র ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে ওপাশে চলে যেতে দেখেছে। কোন সন্দেহ নেই, ওরা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে যাচ্ছে।

'নিশ্চয়ই কোন খবর নিয়ে যাচ্ছে, স্যার,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল ফ্রায়ার।

'উপসাগরের ওদিকে ওদের ক্যানো আছে নিঃসন্দেহে বোধ হয়। সাগরের দিক থেকে ধরবে আমাদের।'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন ব্লাই। 'তবে ওরা এসে পড়ার আগেই আমরা আমাদের মেরামতি শেষ করতে পারব।'

পার্সেল এত মনোযোগ দিয়ে আর কখনও কাজ করেছে বলে মনে হয় না। ব্লাই গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। আর আমরা টান টান হয়ে আছি উত্তেজনায়। ব্লাই বললেও কেউ বিশ্বাস করতে পারছি না, সত্যিই ইন্ডিয়ানরা ক্যানো নিয়ে এসে পড়ার আগেই পার্সেল কাজ শেষ করতে পারবে।

পার্সেলের কাজ মাত্র শেষ হয়েছে, ঠিক এই সময় বিরাট একটা ক্যানো দেখা গেল উত্তরের অন্তরীপটার কাছে। চল্লিশ পঞ্চাশ জন জংলী রয়েছে ওতে। আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে অন্তত মাইল খানেক হবে দূরত্ব। পাল নেই তবু একেক পাশে দশ পনেরো জন করে বৈঠাল দ্রুত বেয়ে আনছে ওটাকে।

'এবার, মিস্টার পার্সেল,' ব্লাই বললেন, 'বলো কী ইচ্ছা তোমার, ওরা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব? বলছিলে ওদের ভয় পাও না তুমি।'

গর্ব, বদমেজাজ সব ধুলায় মিশে গেছে পার্সেলের। ঢোক গিলে কোন মতে উচ্চারণ করল।

'না, স্যার।'

'বেশ, বেশ,' বললেন ব্লাই। 'তাহলে মিস্টার কোল, পাল তুলে দাও!'

হাত-পায়ের সকল জড়তা সত্ত্বেও আমাদের কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না দুটো পালই তুলে দিতে। হালে বসে পড়লেন ব্লাই। ডাঙার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল লঞ্চ। কিছুক্ষণের জন্যে আমরা ভুলে গেলাম ক্ষুধার কথা, আমাদের ভেজা পোশাক-আশাকের কথা। আমাদের পুরো মনোযোগ দখল করে রইল জংলীদের ক্যানোর সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটার উত্তেজনা। প্রথম কিছুক্ষণ দ্রুত দূরত্ব কমিয়ে ফেলল ইন্ডিয়ানরা। ওদের ভাব ভঙ্গি আর যা-ই হোক বন্ধুত্বপূর্ণ নয় মোটেই। যারা বৈঠা বাইছে না তারা হাতের অস্ত্রশস্ত্র ঘোরাচ্ছে, নাড়ছে হিংস্র ভঙ্গিতে। কয়েকজন তীর ছুঁড়ল আমাদের লক্ষ্য করে। তবে লক্ষ্যভেদ করতে পারল না সেগুলোর একটাও। ডাঙা থেকে মোটামুটি একটা দূরত্বে আসার পর, বাতাসের পূর্ণ গতিকে কাজে লাগাতে পারলাম আমরা। এবার ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করল লঞ্চ আর ক্যানোর দূরত্ব। কিছুক্ষণের মধ্যে জংলীরা বুঝে ফেলল আর ধরতে পারবে না আমাদের। তাড়া করা বন্ধ করে আমাদের ছেড়ে আসা খাঁড়িতে ঢুকে গেল ওরা। অশ্বক্ষুরাকৃতি উপসাগর থেকে বেরিয়ে পুরনো গতিপথে হাল ধরলেন ব্লাই।

এবার একটা বিশ্রী ঘটনার কথা শোনাব আপনাদের। এমন বিশ্রী এমন লজ্জাকর ঘটনা! চেপে যেতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু তা উচিত হবে না।

লজ্জাকর বলে ঘটনাটা চেপে গেলে আমরা যারা নির্দোষ তাদের সবার ওপর অবিচার করা হবে।

ঘটনাটা ছোট্ট একটা চুরির। আমাদেরই কেউ একজন ক্ষুধার তাড়না সহ্য করতে না পেরে সমস্ত বোধ, বুদ্ধি এবং সহযাত্রীদের প্রতি কর্তব্যজ্ঞান হারিয়ে আমাদের মহামূল্যবান শুয়োরের মাংসের খানিকটা একদিন চুরি করে বসল। পরিমাণটা কম নয়, প্রায় দু'পাউন্ডের একটা টুকরো–মানে একটা পুরো দিনে আমাদের সবার জন্যে রুটির যা বরাদ্দ প্রায় তার সমান। কাজটা সে করল এই চোদ্দই মে রাতে। কেউ হয়তো লোভ সামলাতে না পেরে কিছু করে বসবে ভেবে রুটিগুলো ক্যাপ্টেন ব্লাই রেখেছিলেন ছুতোর মিস্ত্রীর বাক্সে তালা মেরে। কিন্তু মাংসের ব্যাপারে তেমন কোন সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি। একটা কাপড়ে মুড়ে সামনের গলুইয়ের কাছে রেখে দেয়া হয়েছিল ওগুলো। নিউ হেব্রাইডেস ছেড়ে আসার পর যে রাত এল সেটাও আগেরটার মতই জঘন্য গেল। উত্তর-পুব থেকে তীব্র বাতাস, রুদ্র সাগর, আর অবিরাম বৃষ্টি। সারা রাত ঘুমানো দূরে থাক, একটু বিশ্রাম নিতে পারলাম না কেউ। পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন নিয়মিত খাবারের সঙ্গে এক চা চামচ রাম আর আধ আউন্স করে মাংস সরবরাহের নির্দেশ দিলেন। এই সময় প্রথম ধরা পড়ল চুরির ব্যাপারটা। কোল-এর ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল মাংস ভাগ করার। পোঁটলা খুলেই ও আর্তনাদ করে উঠল। মুখটা ফ্যাকাসে ছাইয়ের মত, ভয়ানক আতঙ্ককর কিছু দেখেছে যেন। আমরা সবাই কৌতূহলী চোখে তাকালাম ওর দিকে।

'স্যা-স্যার!' রুদ্ধশ্বাসে উচ্চারণ করল সে, 'একটা টুকরো কম!'

সাথী বন্ধুদের বিরুদ্ধে এমন জঘন্য একটা অপরাধ করার পর কেউ নিরীহ মুখ করে বসে থাকতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে ঘটল তা-ই। অগত্যা ক্যাপ্টেন ব্লাই আমাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলেন নাম ধরে। শুরু করলেন মাস্টারকে দিয়ে:

'মিস্টার ফ্রায়ার, তুমি খেয়েছ মাংসটুকু!'

'না, স্যার,' জবাব দিল ফ্রায়ার, এমন অকৃত্রিম কণ্ঠে যে কারও সন্দেহ রইল না ও সত্যি কথা বলছে।

আরও ষোলবার একই প্রশ্ন করলেন ব্লাই, জবাবও পেলেন এক; কাউকে সন্দেহ করতে পারলেন না।

শুনেছি ক্ষুধা, অনাহার নাকি মানুষকে সব ধরনের নৈতিক দায়িত্ববোধ বিবর্জিত করে ফেলে; স্বাভাবিক পরিবেশে, স্বাভাবিক অবস্থায় করা সম্ভব নয় এমন সব অপরাধ করে বসে!–কোনরকম বিবেকের তাড়না অনুভব করে না, উপরন্তু তাদের বিরুদ্ধে যত জোরাল প্রমাণই হাজির করা হোক না কেন অম্লান বদনে অস্বীকার করে দোষ। আমাদের ক্ষেত্রে কোন প্রমাণই নেই–কে সম্ভাব্য দুষ্কৃতিকারী। সবাই সারারাত জেগে থেকেছি, পালা করে পানি সেচেছি। তবে রাতটা এমন নিকষ কালো ছিল কিছুই দেখতে পাইনি, এমনকি পাশের জনকেও না।

কিন্তু ব্লাই ছেড়ে দিলেন না, চোর কে টের না পেলেও মুখের কথায় বুঝিয়ে দিলেন সে কী ভীষণ অপরাধ করেছে শুধু সাথী বন্ধুদের বিরুদ্ধেই না, নিজের বিরুদ্ধেও। আমি যদি চোর হতাম, এই কথা শোনার পর নিশ্চয়ই দোষ স্বীকার করতাম। কিন্তু আমাদের চোর করল না।

চোদ্দই মে রাতে আমি ভেবেছিলাম, আমরা সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। এরকম ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ রাত আর একটাও আমরা সহ্য করতে পারব না। কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্যি আরও ন'টা দিন এবং রাত আমরা একইভাবে ভেজা কাপড়ে, ঠাণ্ডায় ঠকঠকিয়ে, পানি সেচে কাটালাম। বাতাস বইছে এই উত্তর-পুব থেকে এই দক্ষিণ-পুব থেকে। এখন ঝড়ো গতি তো একটু পরেই শান্ত একেবারে স্থির, অচল; দাঁড় বের করতে হচ্ছে লঞ্চকে ঢেউয়ের মুখে সোজা রাখার জন্যে। মাঝে মাঝে ফেরারী সূর্যের দেখা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এত স্বল্প সময়ের জন্যে যে তাতে, আমাদের দুর্ভোগ আরও বাড়ছে কেবল। মোট কথা ন'দিনে একবারের জন্যেও ভেজা কাপড় শুকাতে পারিনি আমরা।

তেইশে মে-র বিকেলে আমাদের অবস্থা এতখানিই বারো তারিখের মত রইল যে মনে হলো সময় যেন থমকে গেছে। সেই এক পাহাড়ের মত বিশাল ঢেউ আমাদের নিচে, পাশে, সামনে, পেছনে। মাথার ওপরে হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি এমন মনে হওয়া মেঘ। বোধশক্তি এমন গুলিয়ে গেছে যে এ'দিন মিস্টার ব্লাই যখন আবার ফ্রায়ারের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করলেন: 'মনে হয় এর সবচেয়ে খারাপ অংশটা পেরিয়ে আসতে পেরেছি,' আমার মনে হলো, অনন্ত দুর্ভোগের এক চক্রজালে আবদ্ধ হয়ে গেছি আমরা, এ থেকে মুক্তির কোন পথ নেই।

গত একুশটা দিন শতাংশ আহারের ওপর আছি। তার ওপর প্রায় পুরোটা সময়–মাঝখানে দুটো দিন ছাড়া–কাটিয়েছি (এবং এখনও কাটাচ্ছি) চুপচুপে ভেজা কাপড়ে। নোনা পানি লেগে লেগে সারা গায়ে ঘা মত হয়ে গেছে। অসম্ভব ব্যথা, একটু নড়লে মরণ যন্ত্রণা হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও অনবরত নড়তে হচ্ছে আমাদের পানি সেচার জন্যে। অনেকেই এত দুর্বল হয়ে গেছি যে পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছি না। কিন্তু দায়টা প্রাণের। না উঠে উপায় নেই। কোন মতে হাতে হাঁটুতে ভর দিয়ে সড়াচড়া করছি, শুধু তা-ই নয় পানিও সেচছি।

মানুষের শরীরে যন্ত্রণা যে কত রকম আর কী ভয়ানক হতে পারে এর আগে কখনও টের পাইনি। পাশাপাশি এটাও বলতে হয়, মানুষের সহ্যক্ষমতা যে কী অপরিসীম তা-ও এর আগে টের পাইনি। আমরা সবাই সমানভাবে সইছি, সমানভাবে লড়ছি। এমন কি সেই মাংস-চোরও। অন্তত দিনের আলোয়, আমি সতর্ক চোখে লক্ষ করেছি, কাউকে ফাঁকি দিতে দেখিনি। যার যতটুকু সাধ্য সে করছে।

বলব না কেউ গজগজ করেনি, অভিযোগ অনুযোগ করেনি, একটু বেশি

খাবারের জন্যে সকাতর অনুনয় করেনি। করেছে। এখন বুঝতে পারি কী প্রচণ্ড শক্তি, কী ধৈর্যের প্রয়োজন হয়েছিল ব্লাইয়ের অনাহারী মানুষগুলোর সেসব অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে। যাদের সবচেয়ে কাহিল মনে করেছেন তাদের মাঝে মাঝে মদ দিয়েছেন তিনি, এক বারে কয়েক ফোঁটা, কিন্তু অতিরিক্ত খাবারের অনুরোধ প্রত্যেক বারই প্রত্যাখ্যান করেছেন অবিচল কণ্ঠে।

তেইশে মে-র সন্ধ্যা ও রাতের সব ঘটনা স্পষ্ট মনে আছে আমার। একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা হাল ধরে আছেন ব্লাই। পরদিন সকাল পর্যন্ত তেমনই রইলেন। নৌকার পেছন দিকে খোলে বসে আমি। ব্লাইয়ের দিকে মুখ। নেলসন শুয়ে আছে পাশেই। আমার হাঁটুতে ওর মাথা। ভয়ানক রোগা হয়ে গেছে ও; আর এমন দুর্বল! আর চব্বিশ ঘণ্টার বেশি ও টিকবে বলে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমাদের ভেতর এখনও যারা খাড়া রয়েছে তারা হলো মিস্টার ব্লাই, ফ্রায়ার, কোল, পেকওভার, স্যামুয়েল আর দুই মিডশিপম্যান টিঙ্কলার আর হেওয়ার্ড। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর থেকে শেষের দু'জন দাঁড় টেনে ঢেউয়ের মুখে রাখছে লঞ্চকে।

একটানা দু'ঘণ্টা নিথর রইল প্রকৃতি। তবে অতীত অভিজ্ঞতা বা আকাশের চেহারা কোনটাই আমাদের ভাবতে দিল না যে আবহাওয়া এমন থাকবে। দিনের শেষ ম্লান আলো দ্রুত মিলিয়ে গেল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের নিচে চাপা পড়ে গেলাম আমরা।

সূর্যাস্তের প্রায় তিন ঘণ্টা পর একটু তন্দ্রা মত এল আমার। অবশ্য একটু পরেই, অন্তত আমার তা-ই মনে হলো, জেগে গেলাম বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ আর ঢেউ ভেঙে পড়ার গর্জন শুনে। ব্লাইয়ের চিৎকার শুনলাম, কোল-এর উদ্দেশ্যে বলছেন গুটিয়ে রাখা পাল খুলে দিতে। মুহূর্ত পরেই পানির দেয়াল আছড়ে পড়ল লঞ্চের ওপর। জীবনে কখনও এমন শোচনীয় রকমের হতাশা বোধ করিনি আমি, এ মুহূর্তে যেমন করলাম। কয়েক সেকেন্ড সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে রইল। মনে হলো ডুবে গেছি। তারপরই শুনলাম ব্লাইয়ের চিৎকার:

'জানে বাঁচতে চাইলে পানি সেচো!'

কথাটা কানে ঢোকামাত্র আমরা তৎপর হয়ে উঠলাম যে যেমন ভাবে পারলাম। কারও বুঝতে বাকি নেই আবার ভয়ানক বিপদের মুখোমুখি হয়েছি।

সে যে কী ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সে চেষ্টাও আমি করব না। শুধু এটুকু বলব, এর একটা ভাল ফলও হলো: আমরা সবাই–এমনকি সবচেয়ে দুর্বল যারা তারা পর্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠল। মুমূর্ষু শরীরগুলোর ভেতর কোথায় যেন একটু শক্তি সঞ্চিত ছিল তা ব্যবহার করে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করলাম–পানি সেচতে লাগলাম। ক্যাপ্টেন ব্লাই সারারাত যে অসম সাহস আর কষ্টসহিষ্ণুতা দেখালেন তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়া আমার সাধ্যের বাইরে। একটু পরপরই এক বা দুসেকেন্ডের জন্যে তাঁর রোগা

হয়ে যাওয়া শরীরটা দেখা যেতে লাগল বিদ্যুৎ চমকে, তারপর আবার অন্ধকার। তোফোয়ায় নেলসনকে যখন বলেছিলাম, ব্লাইই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা, তখন বুঝতে পারিনি কতবড় একটা সত্যি কথা বলেছি। ক্ষুধা, পরিশ্রম, ঘুমের অভাব–সব সত্ত্বেও সামান্যতম দুর্বলতা বা বিকারের চিহ্ন লক্ষ করিনি তাঁর ভেতর। বরং কখনও কখনও মনে হয়েছে, পরিস্থিতি যত কঠিন হচ্ছে তিনি যেন ততই উপভোগ করছেন ব্যাপারটা। মোটেই বাড়িয়ে বলছি না। এই রাতে যে দুর্জয় মানসিক দৃঢ়তা তিনি দেখালেন তার তুলনা পাওয়া ভার। একের পর এক ছুটে আসছে ঝড়ের সুতীব্র দমক, সাথে বজ্র ও বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ চমকে মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্যে তাঁর যে চেহারা দেখছি তা ভোলার নয়। এক হাতে আঁকড়ে আছেন হাল, অন্য হাতে ধরেছেন নৌকার কিনারা। পেছনে রুদ্রনাচন নাচছে ঢেউয়ের দল, ভেঙে পড়ছে শতধা হয়ে, ছুটে আসছে সাপের মত ফণা তুলে, ফোয়ারার মত জল ছিটিয়ে ভেজাচ্ছে তাঁকে অনবরত।

এখনও আমার কানে বাজছে অন্ধকারে তাঁর গলা, আমাদের সাহস দিচ্ছেন:

'শাবাশ! শাবাশ! হাত চালাও ভাইসব! পুরো ছয় নট গতি এখন আমাদের! হাত চালাও! পানি সেচা থামিও না!'

একবার দুই ঝড়ের মাঝখানের সংক্ষিপ্ত বিরতিতে ফ্রায়ার প্রার্থনা করার পরামর্শ দিল।

'না, মিস্টার ফ্রায়ার,' জবাব দিলেন ব্লাই। 'ইচ্ছে হলে তুমি প্রার্থনা করো, আমি মনে করি ঈশ্বর এখন প্রার্থনার চেয়ে বেশি কিছু চাইছেন আমাদের কাছে।'

এই একই বিরতিতে কোল চিৎকার করে বলল:

'স্যার, আমি হালে বসব? আপনি একটু বিশ্রাম করে নিতেন।'

'যেখানে আছ সেখানেই থাকো, মিস্টার কোল,' জবাব দিলেন ব্লাই। 'আমার চেয়ে ভাল সামলাতে পারবে তুমি একে?'

'জানি পারব না,' জবাব দিল কোল। 'আপনি স্যার ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তাই বলছিলাম–'

এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর আবার শুনতে পেলাম ব্লাইয়ের গলা:

'তুমি খুব ভাল লোক, কোল। কাজেরও। সবাই যদি তোমার মত হত!'

প্রশংসাটুকু কোলকে কতখানি উজ্জীবিত করল ওর মুখ না দেখলেও আমি বুঝতে পারলাম।

কয়েক সেকেন্ড পরেই আবার ছুটে এল ঝড়। এবার আগের যে কোন বারের চেয়ে তীব্র গতিতে। একই সঙ্গে বিদ্যুতের চোখ ধাঁধানো আলো, তারপর বজ্রের গর্জন। পুরো সাগর যেন কেঁপে উঠল থর থর করে। ঠিক সেই মুহূর্তে বিশাল একটা ঢেউ লাফিয়ে এল আমাদের দিকে। লঞ্চের পেছনটা খাড়া হয়ে গেল। বিদ্যুৎচমকে দেখতে পেলাম, ঋজু হয়ে বসে আছেন ব্লাই। যেন সিংহাসনে আসীন, সবাইকে ছাড়িয়ে উঠে গেছেন অনেক ওপরে।

'পানি সেচো!' চিৎকার করলেন তিনি। 'ঈশ্বরের কসম, কেউ থামবে না! সাগরকে দলে যাব আমরা!'

আট

পরের রাতে আবহাওয়া একটু সহনীয় হলো। পরদিন ভোরে পনেরো দিনের ভেতর প্রথমবারের মত শান্ত হলো সাগর। পানি সেচার প্রয়োজন পড়ল না। আমি কী ভাবে যেন ভয়ানক আড়ষ্ট অবস্থায় বসে থেকেই ঘুমিয়ে নিতে পারলাম ঘণ্টা তিনেক। জেগে উঠে, বেশ কিছুক্ষণ হতভম্বের মত বসে রইলাম সাথী সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে। কী দশা হয়েছে সবার!

নেলসন আমার পাশে শুয়ে আছে। আধখোলা চোখ, ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক। ভোরের আলোয় নীল দেখাচ্ছে। নড়ছে না একটুও। ওর ভয়ঙ্কর ভাবে বসে যাওয়া গাল, কপাল দেখে প্রথমে ভাবলাম বোধহয় মরে গেছে। তারপর স্বস্তির সাথে লক্ষ করলাম, না, বুকটা খুব ধীরে হলেও ওঠা নামা করছে। হাল ধরে আছে এলফিনস্টোন। তার পাশে মিস্টার ব্লাই। আমাদের মতই শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে গেছেন। আমাদের মতই ছেঁড়া ত্যানা তাঁর পরনে। কিন্তু তবু এখনও তিনি এক মহিমামণ্ডিত অবয়ব। কঠোর পরিশ্রমের ছাপ তাঁর চেহারাকে যেন আরও আভিজাত্য দিয়েছে।

'এখানে, রোদে এসো, মিস্টার লেডওয়ার্ড,' আমাকে বললেন তিনি। 'সূর্যের উত্তাপ তোমাকে নতুন মানুষ বানিয়ে দেবে।'

দাঁড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা করলাম আমি। পারলাম না। মিস্টার ব্লাই উঠে এসে আমাকে ধরে নিয়ে বসালেন তাঁর পাশে। ইশারা করলেন হেওয়ার্ড আর টিঙ্কলারের উদ্দেশে নেলসনকে উঠিয়ে বসানোর জন্যে। বেঁচে আছে এবং ভালই আছে বোঝানোর জন্যে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল নেলসন। এমন করুণ কষ্টকর হাসি আমি জীবনে দেখিনি।

'অনেক ভাল বোধ করছি এখন,' অস্ফুট কণ্ঠে বলল সে।

এরপর সবার উদ্দেশ্যে ক্যাপ্টেন বললেন:

'সৌভাগ্য আমাদের, খারাপ আবহাওয়া পেছনে ফেলে আসতে পেরেছি। সবাই কাপড় খুলে মেলে দাও। সূর্যের তেজ বেড়ে ওঠার আগেই শুকিয়ে নাও ওগুলো। শরীরগুলোতেও একটু রোদ লাগাও। দেখবে পুরো এক গ্লাস মদের মত কাজ দিয়েছে।...মিস্টার স্যামুয়েল, এক চামচ করে রাম দাও প্রত্যেককে।' সবার দিকে সপ্রশ্রয় দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। তারপর আবার বললেন, 'এই চমৎকার আবহাওয়ার সম্মানে আজ আমরা উৎসব করব! এখন রুটি আর পানির সঙ্গে এক আউন্স করে মাংস খাব আমরা!'

ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মত কাপড়-চোপড় খুলে নৌকার কিনারে শুকাতে দিলাম। তারপর যে দৃশ্য দেখলাম তাকে করুণ বলব না ভয়াবহ বলব বুঝতে

পারছি না। আমাদের সবার চামড়া একটানা বার তের দিন ভিজে থাকায় একেবারে সাদা হয়ে গেছে মাছের পেটের মত। কেউ কেউ এমন শুকিয়েছে যে আমি ভেবে অবাক হলাম, কী করে সোজা আছে ওরা! আরও যেটা অবাক হওয়ার মত, সবাই আছে বেশ প্রফুল্ল মেজাজে। আমার মনে হলো মাংস খাওয়ার প্রস্তাব এই প্রফুল্লতার কারণ। উষ্ণ সূর্য এখনও তত্টা উঠে আসেনি। বেশ উপভোগ করছি তার উত্তাপ। সেই সাথে রুটির সঙ্গে মাংস–তা-ও পুরো এক আউন্স–সব মিলিয়ে সকালটাকে স্বর্গীয় মনে হলো।

এত সুন্দর সকাল সাগরে খুব বেশি দেখা যায় না। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। চমৎকার বাতাস বইছে পুব-উত্তরপুব দিকে মসৃণ সাগরকে মৃদু আলোড়িত করে। এত সুন্দর নীল সাগর শেষ কবে দেখেছি মনে করতে পারলাম না। আমাদের পালগুলো ফুলে আছে পুরোপুরি, অথচ সাগর থেকে ছিটকে আসছে না এক বিন্দু পানি–এ যে কী এক স্বস্তিদায়ক ব্যাপার তা বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়।

হঠাৎ ফ্রায়ার নৌকার কিনার দিয়ে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিল পানির দিকে। আমরা অবাক। এক সেকেন্ড পর ও যখন হাত উঠিয়ে আনল দেখলাম এক টুকরো নারকেলের খোসা ধরা তাতে। সবে মাত্র সবুজ সামুদ্রিক শ্যাওলা ধরতে শুরু করেছে তার দু'একটা আঁশে। খোসাটা ক্যাপ্টেনের হাতে দিল ফ্রায়ার। ব্লাই কৌতূহলের সাথে সেটা পরীক্ষা করে মন্তব্য করলেন:

'মানুষের হাতে ছাড়ানো! আর দেখ, শ্যাওলা মাত্র ধরতে শুরু করেছে! মানে বেশি দিন আগে সাগরে ফেলা হয়নি! কোন সন্দেহ নেই, নিউ হল্যান্ডের কাছাকাছি এসে গেছি আমরা!'

খোসাটা কম্পিত হাতে ব্লাইয়ের কাছ থেকে নিল নেলসন। ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত দেখে বলল:

'হ্যাঁ, সূঁচাল কোন অস্ত্র দিয়ে নারকেলটা ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে ইন্ডিয়ানদের কাজ।'

'দেখেন, স্যার!' ঠিক এই সময় সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল এলফিনস্টোন। ওর তর্জনী উঁচানো লক্ষের ডান পাশের আকাশ লক্ষ্য করে।

আমাদের মাথাগুলো ঘুরে গেল দ্রুত। দেখলাম এক ঝাঁক ছোট কালো সামুদ্রিক চিল উড়ছে অনেক নিচু দিয়ে। মনে হয় মাছের খোঁজে রয়েছে।

'ঈশ্বরের কসম!' কণ্ঠস্বরের উত্তেজনা লুকাতে পারলেন না ক্যাপ্টেন, 'ডাঙা সত্যিই আর দূরে নেই!'

একই জায়গায় কিছুক্ষণ চক্কর কেটে পাখিগুলো চলে গেল পশ্চিম দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে হারিয়ে গেল দিগন্তে।

'সবচেয়ে খারাপ পথটুকু আমরা পার হয়ে আসতে পেরেছি,' ব্লাই বললেন। 'আবহাওয়া আবার বদলানোর আগেই আশা করি প্রবাল প্রাচীরের ভেতর পৌঁছে যাব। এ পর্যন্ত তোমরা–তোমরা সবাই–সত্যিকারের ইংরেজ নাবিকের মত আচরণ করেছ, বীরত্ব দেখিয়েছ, অমানুষিক কষ্ট সয়েছ! আমি এবার আরেকটু বীরত্বের প্রমাণ চাইব তোমাদের কাছে। আমি ঠিক মত জানি

না টিমোর-এ সত্যিই কোন ইওরোপীয় উপনিবেশ আছে কি না। ভাবছি আছে, কিন্তু পৌঁছে হয়তো দেখব নেই। সেক্ষেত্রে জাভার বাতাভিয়া পর্যন্ত আমাদের এই লঞ্চেই যেতে হতে পারে। টিমোর-এরই হোক আর যেখানকারই হোক, জংলীদের দয়ার ওপর কিছুতেই আমরা ছেড়ে দেব না নিজেদের। এই কারণে আমি মনে করি একটা ব্যাপারে আমাদের সবার একমত হওয়া উচিত: খাওয়ার পরিমাণ আরও কমাতে হবে, যাতে টিমোর-এ পৌঁছাতে পৌঁছাতে সব খাবার শেষ না হয়ে যায়, প্রয়োজনে জাভা পর্যন্ত যেতে পারি। আমার দায়িত্ব তোমাদের ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া। এ দায়িত্ব যদি সফলভাবে আমাকে দিয়ে পালন করাতে চাও তাহলে এখন থেকে সন্ধ্যার রুটিটুকু ছাড়াই আমাদের চালিয়ে নিতে হবে।'

শীর্ণ মুখগুলোর দিকে তাকালাম আমি, সত্যিকথা বলতে কি ভয়ে ভয়ে। ভাবছিলাম, প্রত্যাখ্যান দেখব, সবার না হলেও অন্তত কিছু জনের চেহারায়। কিন্তু না, আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম সবাই বেশ খুশি মনেই মেনে নিয়েছে ক্যাপ্টেনের প্রস্তাব।

'সন্ধ্যার রুটি মানে তো এক পাউন্ডের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ?' গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল বুড়ো পার্সেল। 'আমার কোন আপত্তি নেই, স্যার! যদি বলেন একদম না খেয়ে থাকতে হবে, তাতেও আমি রাজি। আমার মনে হয় রুটি ছাড়াই আমি জাভা পর্যন্ত যেতে পারব!'

রুক্ষ একটু হাসি ফুটল ব্লাইয়ের মুখে।

'তা তুমি পারবে সে বিশ্বাস আমার আছে,' বললেন তিনি।

'রীফের ভেতর ঢুকতে পারলে রুটির কোন দরকারই পড়বে না আমাদের,' মন্তব্য করল নেলসন। 'শেলফিশ পাওয়া যাবে প্রচুর, তাছাড়া ছোট ছোট দ্বীপগুলোয় ফল পাকুড়ও নিশ্চয় পাওয়া যাবে।'

দাঁত বের করে হাসল টিঙ্কলার; ভাবখানা, তাহলে আর চিন্তা কী?

সকাল থেকে আমি ভয়ানক ব্যথা অনুভব করছি পেটে, সেই সাথে পায়খানার বেগ। শেষের অসুবিধায় নৌকার সবাই কমবেশি ভুগছে! দু'তিন জন কিনারার ওপর দিয়ে পেছন ঝুলিয়ে ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু ফল হচ্ছে না। বাউন্টি ছাড়ার পর এপর্যন্ত আমরা কেউ কোষ্ঠ পরিষ্কার করিনি। ফলে কষে গেছে ভেতরের সব কলকব্জা। সারাদিন ব্যথায় কষ্ট পেলাম আমি। সন্ধ্যায় কেমন একটা আচ্ছন্নের মত নেতিয়ে পড়লাম নৌকার খোলে। সারারাত এভাবেই থাকলাম। চেতনা ফিরল সকালে ব্লাইয়ের গলা শুনে।

'নড়ো না!' বললেন তিনি।

এক মুহূর্ত পর সামনের দিকে থেকে ভেসে এল স্মিথের গলা: 'পরের বার ঠিক ধরব!'

চোখ মেললাম আমি। দেখলাম মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ছোট্ট একটা কালো পাখি। নেলসন জেগে গেছে আমার আগেই। দুর্বল কণ্ঠে সে ফিসফিস করল:

'সামুদ্রিক চিল! দু'বার বসার চেষ্টা করেছে সামনের ওই কাঠটায়!'

'চুপ!' আমাদের দিকে তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে বললেন ব্লাই।

ছোট্ট পাখিটা চক্কর দিয়ে এসে আরেকবার উড়ে গেল আমাদের ওপর দিয়ে। তারপর ডানা মেলে নেমে আসতে লাগল সামনের একটা কাঠ লক্ষ্য করে। একটু পরেই সম্মিলিত কণ্ঠের নিস্তেজ এক চিৎকার এবং ডানা ঝাপটানোর শব্দ।

'শাব্বাশ, স্মিথ!' বললেন ব্লাই। 'দেখো, গলাটা ছিঁড়ে ফেলো না যেন! সাবধানে ধরো!'

অনেক কষ্টে উঠে বসলাম আমি। তাতে যে সময় লাগল তার মধ্যে একটা মদের গ্লাস পৌঁছে দেয়া হয়েছে স্মিথের কাছে। ও এক হাতে পাখিটা শক্ত করে ধরে অন্য হাতে গ্লাস ধরল ওটার গলার নিচে। আর হল এক হাতে পাখিটার মাথা ধরে ছুরি চালিয়ে কেটে ফেলল গলাটা। সবটুকু রক্ত গড়িয়ে পড়ল গ্লাসে। ওইটুকু পাখির গায়ে এত রক্ত ভাবা যায় না–গ্লাসটা প্রায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল! আর যখন এক ফোঁটা রক্তও পড়ল না তখন গ্লাসটা পাঠিয়ে দেয়া হলো পেছনে, ব্লাইয়ের কাছে।

'এবার পালক ছাড়িয়ে ফেল,' গ্লাসটা হাতে নিতে নিতে নির্দেশ দিলেন তিনি। তিন মিডশিপম্যানকে ইশারা করলেন নেলসনকে ধরে বসিয়ে দিতে। 'তোমার জন্যে, মিস্টার নেলসন,' রক্তভর্তি গ্লাসটা টিঙ্কলারের হাতে দিয়ে যোগ করলেন তিনি।

অতিকষ্টে একটু হেসে মাথা নাড়ল নেলসন। 'ল্যাম্ব আর সিম্পসনের প্রয়োজন আমার চেয়ে বেশি, ওদের দিন।'

'এটা আমার আদেশ, মিস্টার নেলসন, খেয়ে নাও রক্তটুকু,' কঠোর কণ্ঠে বলার চেষ্টা করলেন ব্লাই, কিন্তু সস্নেহ হাসি ছিনিয়ে নিল কঠোরতাটুকু। 'মিস্টার হেওয়ার্ড, গ্লাসটা মিস্টার নেলসনের মুখে ধরো, ও খেয়ে নেবে।'

চোখ বন্ধ করে নাক মুখ কুঁচকে গ্লাসটা শূন্য করে ফেলল নেলসন। শিউরে উঠে কম্পিত একটা হাত তুলল ঠোঁট মোছার জন্যে। তরুণ তিন মিডশিপম্যান যথাসম্ভব আরামের সাথে ওকে বসিয়ে দিল।

হালে বসেছে ফ্রায়ার। পালক ছাড়ানোর পর পাখিটা–ছোট একটা কবুতরের চেয়ে বড় হবে না কোন মতেই–তুলে দেয়া হলো ব্লাইয়ের হাতে। উনি ওটা ছুতোর মিস্ত্রীর বাক্সের ওপর রাখলেন। পকেট থেকে ছুরি বের করে কাটলেন আঠারো ভাগে। ভাগগুলো যাতে সমান হয় সেজন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করলেন তিনি। তবু শেষ পর্যন্ত বুকের ছ'ভাগের একভাগ একটা টুকরোকে একটা পায়ের চেয়ে বেশি পছন্দনীয় মনে হলো অনেকের কাছে।

'পেছনে এসো, মিস্টার পেকওভার,' ভাগ হয়ে যাওয়ার পর বললেন ক্যাপ্টেন। 'আর, মিস্টার কোল, তুমি সামনের দিকে মুখ করে থাকো, গানারের দিকে তাকাবে না। ও একটা টুকরো তুলে জিজ্ঞেস করবে কাকে দেয়া যায়, তুমি টুকরোটা না দেখেই নাম বলবে এক জনের। যার ভাগ্যে যেটা আসবে সে সেটা নেবে।'

ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মত বসল সারেং এমনভাবে যাতে পেছনে কী ঘটছে

দেখতে না পায়। পেকওভার পাখির ভাগ করা টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে বেছে একটা তুলে নিল। বুকের অংশ সেটা।

'এটা কে পাবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'মিস্টার ব্লাই!' জবাব দিল কোল।

'না! না!' বাধা দিলেন ক্যাপ্টেন। 'কোন রকম পদমর্যাদা বা অগ্রাধিকার এখানে থাকবে না। যে কারও নাম দিয়ে শুরু করতে পারো, মিস্টার কোল–যেটা মনে আসে। আরেকটা পাখি যদি ধরতে পারি তখন আবার অন্য ক্রমে বলবে। মোট কথা আমি চাই সবার প্রতি সুবিচার হোক।'

বুকের টুকরোটা ন্যুমিয়ে রেখে একটা ডানা তুলে নিল পেকওভার। 'এটা কে পাবে?'

'পিটার লেস্কলেটার!'

কোয়ার্টার মাস্টারের হাতে তুলে দেয়া হলো ডানাটা। মিস্টার ব্লাইয়ের পালা যখন এল, তাঁর ভাগ্যে পড়ল একটা পা, যাতে মাংস নেই বললেই চলে। যা আছে তা হলো কয়েকটা রগ আর যেখানে জোড় থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে সেখানে শীর্ণ কয়েক ফালি পেশী। এই টুকরোটাই তিনি এমন ভঙ্গিতে খেলেন, দেখে মনে হলো পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছেন। নিরেট, খটখটে হাড় ছাড়া আর কিছুই ফেললেন না।

মাথা আর ঠোঁটটা পড়ল আমার ভাগে। ভাগ্য ভাল আমার; মনে মনে মাথাটাই কামনা করছিলাম। সত্যি সত্যিই তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম আমি। চোখ দুটো গিলে ফেললাম। নরম মাথাটা চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেললাম দাঁতের তলে, চুষে বের করে খেলাম কাঁচা মগজটা। যত তুচ্ছ, যত সামান্যই হোক খাবারটুকু খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো বেশ শক্তি বেড়ে গেছে আমার।

নেলসনের ভাগে পড়ল বুকের বেশ মাংসল একটা টুকরো। দেখে খুশি হলাম আমি। সত্যিই ওর পুষ্টির খুব প্রয়োজন। টুকরোটা ও আমার সাথে ভাগাভাগি করে খেতে চাইল। আমি নিলাম না। অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে খেলো ও মাংসটুকু।

'চমৎকার খেতে,' বলল নেলসন। 'দেশে থাকতে যত ফিজ্যান্ট খেয়েছি কোনটারই স্বাদ গন্ধ এত ভাল লাগেনি!'

কসাই ল্যাম্ব হলো এমন এক লোক যার জন্ম সম্ভবত দুর্দশার ওপর দুর্দশা বাড়িয়ে তোলার জন্যে। তোফোয়ায় নামার সময় পা মচকেছিল; আর এখন ওর চেয়ে দুর্বল অনেকে খাড়া থাকলেও ও নড়ার ক্ষমতা হারিয়ে বসে আছে। পায়খানা হচ্ছে না বলে যে পেট ব্যথা করছে একথাটাও বলার শক্তি তার অবশিষ্ট নেই। কোল নিজের ভাগের টুকরোটা ওকে দিয়ে বলল: 'নাও, আমার চেয়ে তোমার বেশি দরকার এটার।'

'থ্যাঙ্কি, মিস্টার কোল, থ্যাঙ্কি!' কাঁপা কাঁপা গলায় বলে টুকরোটা নিয়ে মুখে পুরে দিল ল্যাম্ব।

সারাদিন আবহাওয়া ভাল রইল। দুপুরে লগ ভাসিয়ে জানা গেছে চার থেকে

সাড়ে চার নটের ভেতর আমাদের গতি। বিকেলের একটু পরপরই দেখতে পেলাম শুকনো ডাল-পালা, ছোট ছোট কাঠ ইত্যাদি আমাদের পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। এলফিনস্টোন হাত বাড়িয়ে একটা মোটামুটি লম্বা বাঁশ তুলল—বাঁশ ঠিক না, কঞ্চি। এ ধরনের কঞ্চি ইন্ডিয়ানরা ছিপ হিসেবে ব্যবহার করে। গা-টা পিচ্ছিল, কিন্তু এখনও সবুজ হয়ে ওঠেনি। তার মানে শ্যাওলা ধরার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। পার্সেল ওটা শুকিয়ে পরিষ্কার করে আগার দিকের সরু অংশটা কেটে ফেলে অকেজো জংধরা একটা রেতি লাগিয়ে মাছ মারার বর্শা তৈরি করে দিল।

সন্ধ্যার আগে আগে নিঃসঙ্গ একটা পাখি উড়ে এল আমাদের পেছনে। অনেকক্ষণ ধরে নৌকার চার পাশে চক্কর কাটল, যেন বসতে চাইছে, কিন্তু ঠিক সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারছে না। দশ মিনিট বা তারও বেশি হবে আমরা বসে রইলাম দুরু দুরু বুকে। পাখিটা আমাদের দেশের গ্যানেট-এর মত অনেকটা। বড় হাঁসের আকারের। ডানার বিস্তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাঁচ ফুটের কম হবে না। প্রত্যেকবার আমাদের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। অবশেষে মনে হলো পাখিটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বসবে। টিঙ্কলারের ফিসফিসে গলা শুনতে পেলাম:

'আমাকে সুযোগ দিন, স্যার—বাঁশটা দিয়ে! তাহিতির ইন্ডিয়ানদের অনেকবার দেখেছি বাঁশ দিয়ে বাড়ি মেরে ডানা ভেঙে দিতে!'

মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিলেন ব্লাই। গুঁড়ি মেরে সামনে এগিয়ে গেল টিঙ্কলার। পার্সেলের কাছ থেকে বর্শাটা নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইল। এখনও নামেনি পাখিটা।

আগেরটার মতই এ পাখিটাও সামনের একটা কাঠ লক্ষ্য করে নেমে আসতে লাগল। আস্তে আস্তে বর্শাটা দোলাল একটু টিঙ্কলার। অদ্ভুত আচরণ করল পাখিটা। ভয় তো পেলই না, বরং কৌতূহলী হয়ে তাকাল বর্শার দিকে। তবে এবার সে বসল না। ধীর গতিতে উড়ে গিয়ে চক্কর কেটে আবার আসতে লাগল আরেকটু নিচ দিয়ে। আস্তে আস্তে বাঁশটা নেড়ে চলল টিঙ্কলার। আমাদের রুদ্ধশ্বাস অবস্থা।

এবার আর উড়ে গেল না পাখিটা। ডানা মেলে দিয়ে সোজা নেমে আসতে লাগল। চোখ তার বর্শাটার দিকে। টিঙ্কলার দু'হাতে ওটা ধরে প্রস্তুত হলো। এসে গেছে পাখিটা। এখনও বসেনি, তবে বসবে এক্ষুণি। বর্শা উঁচু করল টিঙ্কলার, আগের মতই ধীর গতিতে। পাখিটা ডানা ঝটপটিয়ে বসল, সে-ও হানল আঘাত। পাখির ডানা যেখানে শরীরের সঙ্গে মিশেছে ঠিক সেখানে লাগল। তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করতে করতে পানিতে পড়ে গেল পাখিটা।

'হাল ঘুরাও! বাতাসের দিকে!' চিৎকার করলেন ব্লাই।

তোফোয়া ছাড়ার পর এই প্রথম নৌকার মুখ বাতাসের পাশে ঘোরানো হলো। পালগুলো পতপত করতে লাগল। ঘুরে বাতাসের দিকের সঙ্গে কোণ রচনা করে আমরা এগিয়ে গেলাম পাখিটা তোলার জন্যে।

'মিস্টার টিঙ্কলার,' সোৎসাহে বললেন ক্যাপ্টেন, 'ইন্ডিয়ানদের সাথে মাছ ধরা তোমার বৃথা যায়নি!'

পাখিটার কাছাকাছি পৌঁছে আবার হাল ঘোরানো হলো। বাতাস লেগে ফুলে উঠল পাল, শিউরে উঠে ছুটতে শুরু করল নৌকা। অনেকগুলো আগ্রহী হাত কিনারার ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল পাখিটা ধরতে। সফল হলো লেবোগ। ঝটকা মেরে সে ওটাকে তুলে আনল নৌকায়।

এবার রক্তটুকু ভাগ করে দেয়া হলো নেলসন, ল্যাম্ব আর সিম্পসনকে। তিনজনই পুরো এক মদের গ্লাস করে পেল ভাগে। এরপর দেহটা–পা, বুক, মাথা, ডানা, হাড়, মাংস–ভাগ করে 'কে এটা পাবে?'–পদ্ধতিতে বিতরণ করা হলো। প্রত্যেকের ভাগে এতটা করে মাংস পড়ল যে রীতিমত ভোজ খাওয়ার অনুভূতি হলো আমাদের মনে। তিনটে উড়ুক্কু মাছ পাওয়া গেছে পাখিটার পেটে। প্রত্যেকটা প্রায় সাত ইঞ্চি করে লম্বা। একদম তাজা তখনও। একেকটা মাছকে একেক ভাগ হিসেবে ধরে বিতরণ করা হয়েছে। আমার ভাগে পড়েছে একটা মাছ। কী খুশি যে হয়েছি! মাংসের চেয়ে মাছই আমার বেশি প্রিয়। তাছাড়া তাহিতিতে থাকতে কাঁচা মাছ খেয়েছি ইন্ডিয়ান পদ্ধতিতে সাগর জলের চাটনীতে চুবিয়ে। দারুণ! ছুরি বের করে আঁশ ছাড়িয়ে ফেলে ছোট ছোট কয়েকটা টুকরো করলাম মাছটা। তারপর একটা নারকেলের মালায় সমুদ্রের নোনা পানি নিয়ে তাতে চুবিয়ে চুবিয়ে মুখে পুরতে লাগলাম টুকরোগুলো। কিছুই ফেললাম না–নাড়ি-ভুঁড়িও না। সবশেষে নারকেলের মালার রক্তাক্ত নোনা পানিটুকুও চুমুক দিয়ে খেয়ে নিলাম।

পরের দুটো দিনও আবহাওয়া ভাল রইল। মঙ্গলবার, মানে ছাব্বিশ তারিখে আরও কিছু নারকেলের ছোবড়া আর টুকরো ডালপালার পাশ কাটিয়ে গেলাম আমরা। ওগুলোর কয়েকটা তুলে বোঝা গেল এক সপ্তার বেশি আগে পানিতে পড়েনি একটাও। এ দিন তিনটে পাখি ধরা পড়ল। সেগুলোর রক্ত, মাংস না পেলে আমাদের কয়েক জন যে নির্ঘাত মারা পড়ত সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। দুপুরে সূর্যের উত্তাপ এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠল যে আমার মনে হলো জ্ঞান হারাব। ভীষণ অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম।

সাতাশ তারিখ, বুধবার, ডাঙার খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার আরও চিহ্ন দেখতে পেলাম। পশ্চিমের মেঘগুলো এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে, আর অসংখ্য পাখির আনাগোনা আকাশে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের আজ একটাও ধরতে বা মারতে পারলাম না। দুপুরে সূর্যের তেজ আজও ভোগাল।

'বাড়তি কাপড়-চোপড় থাকলে সাগরে ভিজিয়ে গায়ে জড়িয়ে নাও!' গরম সম্পর্কে কয়েক জনকে অভিযোগ করতে শুনে বললেন ক্যাপ্টেন। তারপর হেসে যোগ করলেন, 'ইংরেজ নাবিকদের সন্তুষ্ট করা বড় শক্ত! ঠাণ্ডা পছন্দ না, গরমও পছন্দ না। আমার কথা যদি বলো ঠাণ্ডার চেয়ে গরমই আমি বেশি পছন্দ করব। ভেজা থাকার চেয়ে শুকনো থাকা ভাল! কিছুক্ষণ পরপর কাপড় ভিজিয়ে নাও। দেখবে ঠাণ্ডা পানি শিগগিরই তোমাদের লড়াকু মোরগের মত মেজাজ ঠাণ্ডা করে দেবে। বাতাস যদি এরকম থাকে আশা করছি

কাল আমরা রীফ দেখতে পাব।'

সারেং খুশিতে সশব্দে চুমু দিল বাতাসে। 'একটা পথ খুঁজে পাওয়া গেলে দারুণ হবে, স্যার! শামুক, ঝিনুক, চিংড়ি–আরও কী কে জানে!'

'ঘাবড়ানোর কিছু নেই, পথ আমরা পেয়ে যাব। যে অক্ষাংশে এগোচ্ছি, প্রোভিডেনশিয়াল চ্যানেলের কাছাকাছিই কোথাও আমরা ডাঙা দেখতে পাব।'

পাটাতনের ওপর শুয়ে ক্যাপ্টেনের শান্ত কণ্ঠের কথা শুনছিল নেলসন। মন্তব্য করল:

'ক্যাপ্টেন কুকের কাছে যা শুনেছিলাম সে অনুযায়ী রীফের মাঝ দিয়ে অনেকগুলো পথই থাকার কথা।'

'আমারও তা-ই বিশ্বাস,' বললেন ব্লাই।

সেদিনই রাত ন'টার দিকে আমার পাশে শুয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন ঘুমানোর জন্যে।

'চোখ কান খোলা রেখো, মিস্টার কোল,' বললেন তিনি। 'যা ভাবছি তার চেয়ে হয়তো কাছে পৌঁছে গেছি রীফের।'

পুব থেকে এগিয়ে আসছে শান্ত ঢেউ। কিন্তু বাতাস এক রকম, কোন ওঠা পড়া নেই, হালকার ধার ঘেঁষে। আমি শুয়ে আছি আচ্ছন্নের মত। ব্লাই ঘুমিয়ে গেছেন অনেক আগে, কিন্তু আমার ঘুম আসছে না। ব্লাইয়ের ভারী নিশ্বাস শুনছি। এভাবে কতক্ষণ কাটল বলতে পারব না। অবশেষে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝরাতের সামান্য পরে সম্ভবত সারেঙের গলা শুনে ঘুম ভেঙে গেল আমার।

'মিস্টার ব্লাই! স্যার, ভেঙে পড়া ঢেউয়ের শব্দ!'

মুহূর্তের মধ্যে ক্যাপ্টেন তাঁর পায়ের ওপর; সম্পূর্ণ সজাগ, সচেতন। দূর থেকে ভেসে আসা গম্ভীর একটানা গর্জন শুনতে পেলাম; তারপর ব্লাইয়ের চিৎকার:

'খাঁয়ে ঘোরাও হাল!'

আরও তিন চারজন ইতোমধ্যে উঠে পড়েছে। কাজ করার জন্যে তৈরি।

'টেনে বাঁধো পালগুলো!'

চাঁদ ডুবে গেছে তবু তারার আলোয় দেখা যাচ্ছে তরঙ্গ-ভঙ্গ।

'চিন্তা নেই, যথেষ্ট দূরে আছি আমরা,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'ও, ঈশ্বর! কী ফেনা! ভাঙুক, ভাঙুক যত পারে! দিন হোক আগে, ওর ভেতর দিয়েই পথ খুঁজে নেয়া যাবে!'

আমাদের অনেকেরই এমন শোচনীয় অবস্থা যে এই উত্তেজনার মুহূর্তে মাথাটাও তুলতে পারলাম না, বসা দূরে থাক। কিন্তু চেষ্টা করতে ছাড়লাম না। আমার নড়াচড়া লক্ষ করলেন ব্লাই।

'নিউ হল্যান্ডের রীফ, মিস্টার লেডওয়ার্ড! শিগগিরই পুকুরের মত শান্ত পানিতে পৌঁছে যাব আমরা! তীরে নেমে হাত পায়ের খিল ছাড়ানোর সুযোগ পাবে! কথা দিচ্ছি, কালই সবাই শেলফিশের ভোজ খাব!'

কোন মতে পাশ ফিরে শুতে পারলাম আমি, তারপর ঘুমিয়ে গেলাম আবার দূর থেকে ভেসে আসা ঢেউ ভেঙে পড়ার অস্পষ্ট গর্জন শুনতে শুনতে। লঞ্চ এগিয়ে চলল ডান দিকে বাতাসের দিকের সাথে কোণ রচনা করে।

রাতটা চমৎকার উষ্ণ আর শান্ত থাকা সত্ত্বেও সকালে দেখা গেল সবাই ভয়ানক দুর্বল। যে ক'টা পাখি খেয়েছি তাতে আমাদের দুঃসহ জীবন সামান্য প্রলম্বিত হয়েছে মাত্র, আর কিছু হয়নি। দিনের প্রথম আভাস ফুটে উঠতেই ব্লাই পাল ঢিলে করে দিতে বললেন। পশ্চিম দিকে এগোল লঞ্চ। রাতে বাতাস দিক বদলেছে, ফলে রীফ থেকে অনেকটা সরে এসেছি আমরা, তরঙ্গ-ভঙ্গ অদৃশ্য হয়েছে। মাঝ সকালের আগে আর তার দেখা পাওয়া গেল না।

সকালে রুটি আর পানির সঙ্গে দু'চামচ করে রাম বরাদ্দ করলেন ব্লাই। রাম, খাবার এবং পানির কল্পনায় সামান্য উজ্জীবিত হলাম আমি। প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে বসতে পারলাম। নেলসনও চেষ্টা করল। কিন্তু সফল হলো না। একটা চামচে কয়েক ফোঁটা রাম নিয়ে ওর দু'ঠোঁটের ফাঁকে ঢেলে দিলেন মিস্টার ব্লাই। জিভ নেড়ে নেড়ে রামটুকু খেয়ে নিল নেলসন। কিন্তু যখন রুটি দেয়া হলো ও দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল। বুঝতে অসুবিধা হলো না, সব সাহস সব মনোবল সত্ত্বেও আমাদের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী শেষ দশায় পৌঁছে গেছে। আর এক বা দু'দিনের মধ্যে তাজা খাবারের ব্যবস্থা করতে না পারলে ওর মৃত্যু দেখতে হবে আমাদের। ল্যাম্ব আর সিম্পসনের হালও শোচনীয়। প্রায় এক অবস্থা আরও কয়েকজনের।

ন'টার দিকে উত্তর-দক্ষিণে, যতদূর চোখ যায়, বিস্তৃত একটা সাদা চঞ্চল লম্ফমান রেখা চোখে পড়ল। প্রশান্ত মহাসাগরের বিপুল তরঙ্গমালা ক্রুদ্ধ গর্জনে ভেঙে পড়ছে, ছিটকাচ্ছে, নাচছে প্রবাল প্রাচীরে বাধা পেয়ে।

আমাদের সবচেয়ে কাছে যেখানে ঢেউ ভেঙে পড়ছে তার শ'খানেক গজের ভেতর পৌঁছে উত্তর দিকে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন ব্লাই। পালগুলো ভাল করে ছড়িয়ে দিতে বললেন টিঙ্কলার ও কোলকে।

'দেখ! দেখ!' সবাইকে একটু চাঙা করে তোলার জন্যে তিনি বললেন, 'আর চিন্তা নেই, শিগগিরই আমরা পৌঁছে যাব ভেতরে!'

সত্যি দৃশ্যটা অদ্ভুত, চাঙ্গা হওয়ার মতই। প্রাচীরের এপাশে চলছে ঢেউ পানি আর ফেনার তাণ্ডব ওপাশে আশ্চর্য শান্তি। দক্ষিণ পুব থেকে আসা মৃদু বাতাস সাগরের পানিতে সামান্যই কাঁপন ধরাতে পারছে। আরও যেটা উৎফুল্ল হওয়ার মত; আমার কাছে মনে হলো যেন দূরে ওই শান্ত জলের শেষ সীমায় আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছি তীরের রেখা।

উত্তর-পশ্চিম দিকে বেশ কিছুটা এগোলাম আমরা। তারপর হঠাৎ বাতাস একেবারে নেই হয়ে গেল। অবশ্য মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। তারপরই আবার বইতে শুরু করল পুব থেকে। পালগুলো আরেকবার ছড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন ব্লাই। কিন্তু লাভ হলো না। ফুলল না একটাও। এই সময় আমরা দেখতে পেলাম সামনে বহুদূর বিস্তৃত রীফ। আমাদের নিচে অগভীর সাগর।

'সামনে যাও, মিস্টার কোল,' বললেন ব্লাই। সারেং যখন সামনে গিয়ে মাস্তুলে হাত রেখে দাঁড়াল, আবার বললেন, 'দেখ তো, উলে না ঠেকে যেতে পারবে লঞ্চ?'

জবাব দেয়ার আগে মনোযোগ দিয়ে কিছুক্ষণ সামনেটা দেখল কোল। জবাব দিল, 'মনে হয় পারবে, স্যার!'

পুরো পাল ছড়ানো রয়েছে তবু তাতে বাতাস আটকাচ্ছে না। কারণ, প্রথমত বাতাস খুব হালকা, দ্বিতীয়ত, বইছে পাশ থেকে। কাঁধ ঝাঁকালেন ব্লাই।

'বাতাসের দিকে ঘোরাও পাল!' নির্দেশ দিলেন তিনি।

এগোতে শুরু করল লঞ্চ। কিন্তু সিকি মাইল যাওয়ার আগেই আবার অচল। আমরা যেদিকে যেতে চাই সেদিকে লঞ্চের মুখ ঘোরালেই ল্যাকপেকে হয়ে উঠছে পাল। আবার উত্তর দিকে মুখ ঘোরানো হলো লঞ্চের।

'দাঁড় টানতে পারবে কে কে?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লাই।

লেফ্‌টেনান্ট লেবোগ আর এলফিনস্টোন ওঠার চেষ্টা করল সঙ্গে সঙ্গে। অর্ধেক উঠেই নেতিয়ে পড়ল আবার। ফ্রায়ার, পার্সেল, কোল আর পেকওভার এসে বসল দাঁড় ধরে। কিন্তু টানার শক্তি ওদের নেই। হাঁ করে দম নিতে নিতে যেটুকু টানল সে কেবল মনের জোরের কারণে। লঞ্চ বিশেষ এগোল না তাতে।

'ঈশ্বরের কসম!' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন ব্লাই। 'প্রাচীরের ওই জায়গাটা পুরো ঘুরতে হবে, নয়তো ঢেউয়ের ওপর দিয়ে যেতে হবে!...মিস্টার টিঙ্কলার! তুমি একটু হাল ধরতে পারবে?'

নীরবে গিয়ে হালে বসল টিঙ্কলার। মিস্টার ব্লাই নিজে আরেকটা দাঁড় নিয়ে এসে বসলেন বাঁ পাশে। টানতে লাগলেন সর্বশক্তিতে, একতালে। সামান্য বাড়ল লঞ্চের গতি।

ঢেউগুলোর যা চেহারা, সবাই যদি শক্ত সমর্থ থাকতাম তবু হয়তো ওগুলোর ওপর দিয়ে যেতে পারতাম না আমরা। হতাশ চোখে দেখতে লাগলাম ব্লাই আর অন্য চার দাঁড়ীর চেষ্টা। সাগরের টানে পানি সরে যাওয়ায় কোথাও কোথাও দেখতে পাচ্ছি রীফের এবড়োখেবড়ো গা, পরমুহূর্তে তা হারিয়ে যাচ্ছে ক্রুদ্ধ সফেন জলের নিচে। ওর ভেতর পড়লে আমাদের এই ছোট্ট, বোঝাই নৌকা এক সেকেন্ডও যে বাঁচবে না তাতে সন্দেহ নেই। সত্যিই বুকটা দমে গেল আমার। টিঙ্কলারের চিৎকার শুনতে পেলাম এই সময়:

'মিস্টার ব্লাই! সামনে একটা পথ, স্যার! ওই যে ওদিকে!'

তক্ষুণি দাঁড় তুলে রেখে উঠে পড়লেন ব্লাই। দ্রুত একবার সামনেটা দেখে নিয়ে দাঁড়ীদের উদ্দেশ্যে বললেন:

'থামো! আর টানতে হবে না! ভাগ্য আমাদের সহায়। ওই যে চ্যানেল, পালেই আমরা পেরোতে পারব ওটা!'

নয়

এক মাইলেরও কম দূরে খালের মত পথটা। ওটার দিকে যাওয়ার জন্যে লঞ্চের মুখ সামান্য ঘোরাতে হয়েছে, ফলে পালে পুরো না হলেও খানিকটা বাতাস লাগছে। মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম পথটার মুখে। চওড়ায় পুরো দুই কেব্‌ল হবে। ভেতরে ছোট একটা নীরস পাথুরে দ্বীপ ছাড়া কোন প্রতিবন্ধক নেই। নিশ্চিন্ত মনে ব্লাই লঞ্চ চালিয়ে দিলেন খালটার ভেতর। কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ছোট্ট দ্বীপটার কাছে। আমি–শুধু আমি না, সবাই সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইলাম ওটার দিকে। ছোট হোক আর পাথুরে হোক দ্বীপ তো, সবচেয়ে বড় কথা শুকনো। কিছুক্ষণের জন্যে নেমে হাত পায়ের জড়তা কাটিয়ে নিলে হত। কিন্তু ওখানে থামার কোন লক্ষণ দেখালেন না ব্লাই।

'দ্বীপটায় নামা যায় না, স্যার?' যখন স্পষ্ট হয়ে গেল থামছেন না ব্লাই তখন পরামর্শ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল পার্সেল। 'হাত-পাগুলো একটু লম্বা করে নিতাম।'

মাথা নাড়লেন ব্লাই। 'ওখানে কিছুই পাব না আমরা। সামনে দেখ!'

আরও দুটো দ্বীপ–একটা উঁচু এবং গাছপালা ছাওয়া–দেখা যাচ্ছে দূরে, চার পাঁচ লিগ উত্তর-পশ্চিমে। এবং তার ওপাশে–খুব বেশি দূরে না–নিউ হল্যান্ডের মূল ভূখণ্ড।

দুই দ্বীপের প্রথমটার কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিকেল হয়ে গেল। দুটো দ্বীপই খুব ছোট, পাথরের স্তূপের চেয়ে সামান্য বড় বলা যায়। বড়টারই পরিধি হবে খুব বেশি হলে তিন মাইল। বেশ উঁচু দ্বীপটা। গাছপালাও বেশ ঘন সন্নিবিষ্ট। উত্তর-পশ্চিম পাশে একটা তিন দিক ঘেরা রেলে উপসাগর। এই উপসাগর থেকে মূল ভূ-খণ্ডের সবচেয়ে কাছের অংশের দূরত্ব প্রায় চারশো গজ। ভাল করে তাকিয়ে কোন দ্বীপেই কোন ইন্ডিয়ানের চেহারা না দেখে আমরা নিশ্চিন্ত মনে নৌকা সৈকতে নিয়ে ভিড়ালাম।

মিস্টার ব্লাই প্রথম নামলেন ডাঙায়। দুর্বলতা এবং অনেক দিন পর স্থির মাটিতে পা রাখার কারণে সামান্য টলমল করলেন। তার পর সোজা হয়ে এগিয়ে গেলেন। ফ্রায়ার, পার্সেল, পেকওভার, কোল আর মিডশিপম্যান ক'জন নামল তাঁর পেছন পেছন। এই ক'জনেরই এখনও কোন মতে হাঁটার ক্ষমতা আছে। হল, স্মিথ, লেবোগ আর স্যামুয়েল কোন মতে হাঁচড়ে পাচড়ে নামল নৌকা থেকে। গুঁড়ি মেরে, হেঁচড়ে হেঁচড়ে এগিয়ে গেল যতক্ষণ না নরম বালিতে পৌঁছাল। আমরা বাকিরা সঙ্গীদের সাহায্য ছাড়া নামতে পারলাম না।

সবাই নেমে ব্লাইয়ের চারপাশে জড়ো হলো। প্রথমেই সর্বশক্তিমান

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করলেন ক্যাপ্টেন। আমরাও মনে মনে যার যার মত করে প্রার্থনা করলাম। আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি এমন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা কোন মানুষ কোনদিন জানায়নি।

প্রার্থনার পর কিছুক্ষণ নীরব রইলাম সবাই। তারপর ব্লাই গলা পরিষ্কার করে ফিরলেন মাস্টারের দিকে।

'মিস্টার ফ্রায়ার,' বললেন তিনি, 'মোটামুটি যারা হাঁটার অবস্থায় আছে তাদের নিয়ে রওনা হয়ে যাও শেলফিশের খোঁজে। ওই যে ওই পাথরগুলোর ওখানে অয়েস্টার বা মাসেল (ঝিনুকের প্রকারভেদ) পাবে আশা করি।...মিস্টার পেকওভার, তুমি আমার সাথে যাবে দ্বীপের ভেতরে। আর, মিস্টার কোল, তুমি থাকবে নৌকার দায়িত্বে। খেয়াল রাখবে, আজ রাতে যেন কোন রকম আগুন জ্বালানো না হয়।'

নেলসন আর আমাকে এক চামচ করে মদ খেতে দিয়ে রওনা হয়ে গেলেন ব্লাই পেকওভারকে নিয়ে। এই মদ, এবং পেট ভরে খেতে পাবার আশা আর আবার ডাঙায় নামতে পারার আনন্দ—তিনে মিলে নতুন শক্তি দিল আমাদের দেহে মনে। পাশাপাশি শুয়ে রইলাম আমরা। শরীরের নিচে বালি আরামদায়ক রকমের উষ্ণ। তাছাড়া কাছের একগুচ্ছ বামনাকৃতির পাম চমৎকার ছায়া দিচ্ছে।

সামান্যই কথা বললাম আমরা। এখনও বেঁচে আছি এই সত্যটার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে সময় লাগছে। এই যে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছি ডাঙায়, শক্ত মাটিতে এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

'বুঝতে পারছ, লেডওয়ার্ড, আমাদের দুঃখ ভোগের দিন শেষ হয়ে গেছে!' অবশেষে বলল নেলসন। 'নিউ হল্যান্ডের এই রীফের ভেতরের গল্প অনেকবারই শুনেছি ক্যাপ্টেন কুকের কাছে। এই সব দ্বীপে খাবারের কোন অভাব হবে না আমাদের। শেলফিশ তো আছেই, আরও আছে নানা ধরনের বেরি, বীন। পানিও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।'

'মজার ব্যাপার কী জানো?' আমি জবাব দিলাম, 'খাওয়ার কোন ইচ্ছাই আমার হচ্ছে না এখন। এই যে শুয়ে আছি, সামনে দুনিয়ার সেরা খাবার এনে রাখলেও এ ছেড়ে উঠতে চাইব না আমি।'

'আমারও একই রকম লাগছে। এখন বিশ্রামের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আমাদের।'

আবার চুপ আমরা। অনেকক্ষণ রইলাম এভাবে। বিরাট এক ঝাঁক পাখি কর্কশ স্বরে ক্যাচম্যাচ করতে করতে উড়ে গেল ওপর দিয়ে। কাত হয়ে শুয়ে লক্ষ করলাম নেলসনের চোখ ইতি উতি ঘুরে চার পাশের গাছপালা পর্যবেক্ষণ করছে।

'এই ধরনের পাম এই প্রথম দেখলাম,' বলল ও; 'আমার মনে হচ্ছে, এগুলোর ভেতরেও নারকেলের মত শাঁস পাওয়া যাবে।'

সূর্য ডুবে গেল। কিছুক্ষণ পর দূর সৈকতে দেখতে পেলাম আমাদের খাদ্যসন্ধানী দল ফিরে আসছে। দুর্বল শরীরে এতটা পথ হেঁটে আসা! কেমন

ক্লান্ত হয়েছে ওরা বুঝতে পারছি। নিজের অচল অবস্থার জন্যে লজ্জা হতে লাগল আমার।

'আমরা একেবারে কোন কাজের না, নেলসন,' বললাম। 'কেন আরেকটু শক্ত সমর্থ হলো না আমাদের শরীর?'

'দুশ্চিন্তা কোরো না,' ও বলল। 'শিগগিরই আমরা কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠব। আমি তো এর মধ্যেই বেশ তাজা হয়ে উঠেছি মনে হচ্ছে।'

ক্যাপ্টেন আর পেকওভার ফিরলেন দু'জনের হ্যাট দু'ধরনের ফলে আংশিক বোঝাই করে।

'দেখ তো, মিস্টার নেলসন,' নিজের টুপিটা বাড়িয়ে ধরে বললেন ব্লাই! উহ্! যা হেঁটেছি তার তুলনায় পেয়েছি সামান্য। দেখলাম পাখিরা খাচ্ছে এসব বেরি। নিশ্চয়ই আমরাও খেতে পারব?'

'হ্যাঁ, ভালই মনে হচ্ছে। গোত্রটা চিনতে পারছি তবে জাতটা নতুন আমার কাছে। এই পামগুলো, স্যার—কেউ কাটতে পারে না দু'একটা? আমার মনে হয় নারকেলের মতই সুস্বাদু হবে খেতে।'

'দেখ, পেকওভার!' ব্লাই বললেন, 'আমি যে বলি প্রত্যেক জাহাজে একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী থাকা দরকার—কে, বুঝলে? মাইলকে মাইল ঘুরে আমরা কয়টা বেরি আনলাম আর মিস্টার নেলসন নৌকার দশ পা'র ভেতর খাবার পেয়ে গেছে!'

'জি, স্যার,' বলল পেকওভার। 'মিস্টার নেলসনের মগজটা আমি পেলে খুশিই হতাম। মিস্টার লেডওয়ার্ড, পানির খোঁজ পেয়েছি আমরা! অনেক। এখানে যে ক'দিন আছি আর যা-ই হোক পেট ভরে পানি খেতে অসুবিধা হবে না।'

ফ্রায়ারও সদলে হাজির হলো। দূর থেকে ওদের হাঁটার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারলাম, বেশ ওজন বয়ে আনছে।

'আজ রাতে আমরা উৎসব করব,' কাছে এসে চিৎকার করল সে! 'প্রচুর অয়েস্টার পেয়েছি। কী বিরাট একেকটা!'

'তাহলে এসো,' ব্লাই বললেন, 'কাজ শুরু করে দেয়া যাক সময় নষ্ট না করে।'

আমাদের তামার কেটলিটার ধারণক্ষমতা তিন গ্যালন। ওটার অর্ধেক ওরা ভরে এনেছে খোসা ছাড়ানো অয়েস্টার আর তার রস দিয়ে। শুধু এ-ই না, ফ্রায়ারের কয়েক সঙ্গী পাম-এর পাতা দিয়ে ঝুড়ি বানিয়ে (কায়দাটা তাহিতির ইন্ডিয়ানদের কাছে শেখা) সেটা ভরে এনেছে আরও অয়েস্টার দিয়ে। এগুলোর খোসা ছাড়ানো হয়নি।

ব্লাইয়ের আনা বেরি, ফ্রায়ারের আনা অয়েস্টার ছাড়াও নেলসনের পরামর্শে কাটা হলো বেশ ক'টা বামন পাম গাছের ফল। ওগুলো নারকেলের মত মিষ্টি না হলেও কাঁচা খেতে খারাপ না; অনেকটা কচি বাঁধা কপির মত। মোট কথা রাতের খাওয়াটা সত্যি রাজসিক হলো।

নেলসন, ল্যাম্ব আর সিম্পসনকে আমি অয়েস্টার ছাড়া অন্য কিছু খেতে

নিষেধ করলাম আজ রাতের মত। ওদের যা অবস্থা তাতে ওটাই এখন সবচেয়ে উপযুক্ত খাবার ওদের জন্যে। আমি নিজেও অন্য সব কিছু থেকে দূরে রইলাম। রাতটা উষ্ণ, মেঘশূন্য এবং পরিষ্কার। খাওয়ার পর প্রাণ ভরে দ্বীপের শীতল মিষ্টি পানি পান করে শুয়ে পড়লাম বালির ওপর।

স্থির মাটিতে শুয়ে আছি তবু মনে হচ্ছে দুলছি এখনও ঢেউয়ের দোলায়। তা সত্ত্বেও হাত-পা পুরোপুরি ছড়িয়ে দেয়ার আনন্দটা উপভোগ করছি তারা জ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে। কয়েকজনকে লঞ্চ তীর থেকে সামান্য দূরে নিয়ে নোঙ্গর করে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ব্লাই। রাতের অন্ধকারে যদি ইন্ডিয়ানরা এসে হামলা চালায় তাহলে আর যা-ই হোক লঞ্চটা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বেচারাদের জন্য দুঃখ হলো আমার। তীরের এত কাছে থেকেও ডাঙায় রাত কাটাতে পারছে না। চোখ বুজে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানালাম আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন বলে। কয়েক সেকেন্ড যেতে না যেতেই স্বপ্নহীন ঘুমে তলিয়ে গেলাম আমি।

টিয়াপাখির কর্কশ চিৎকারে ঘুম ভাঙল। দ্বীপের ভেতর দিক থেকে এসে উড়ে যাচ্ছে মূল ভূ-খণ্ডের দিকে; ঝাঁকের পর ঝাঁক তারস্বরে চিৎকার করতে করতে। সূর্য ওঠার সামান্য আগে ওদের শেষ ঝাঁকটা চলে গেল। আমার সাথীরা শুয়ে আছে আশে পাশে। নৌকায় থাকতে যেমন ঘুমাত তেমনি কুকড়ি মুকড়ি হয়ে। নৌকা থেকে যে নেমেছে, তা বোধহয় ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না, বা ওরা বিশ্বাস করলেও ওদের শরীর করছে না। সারেং নৌকা থেকে নেমে হাঁটু পানি ভেঙে তীরে এসে উঠল। প্রথমেই বালির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে সে প্রার্থনা করল। তারপর উঠে মলিন শতচ্ছিন্ন জামা ট্রাউজার যা গায়ে ছিল সব খুলে রেখে লাফ দিয়ে পড়ল অগভীর উপসাগরে। মাথা, কাঁধ, হাত, পা নেড়ে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে গোসল করতে লাগল। ওর ঝাঁপানো দেখে আমারও খুব লোভ হলো। বেশ কসরত করে উঠে দাঁড়ালাম। এবং পরম আনন্দে আবিষ্কার করলাম, হাঁটতে পারছি আমি।

মহা ফুর্তিতে পানি ছিটাতে ছিটাতে কোল আমাকে অভ্যর্থনা জানাল।

'জিজ্ঞেস না করেই বুঝতে পারছি কেমন ঘুমিয়েছ, মিস্টার লেডওয়ার্ড! সম্পূর্ণ নতুন মানুষ লাগছে তোমাকে!'

সাগরের শীতল পানিতে গোসল করে আমারও তা-ই মনে হলো। এক বেলার পূর্ণ আহার আর এক রাতের ঘুম মানুষকে এতটা তাজা করে দিতে পারে ভাবা যায় না। গোসল করে উঠে সৈকতে খুলে রাখা ন্যাকড়াগুলো–যেগুলো লন্ডনের কোন ন্যাকড়া কুড়নী মেয়েকে সেধে দিলেও হয়তো নিতে রাজি হবে না–পরতে পরতে তাকালাম সঙ্গীদের দিকে। মোটামুটি সবাই উঠে পড়েছে। সদ্য হাঁটতে শেখা বাচ্চার মত থপথপে পায়ে টলতে টলতে এগোচ্ছে সাগরের দিকে।

দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় দাঁড়াতে পারল হেনলসন। সঙ্গে সঙ্গে আবার বসে পড়তে বাধ্য হলো পেট চেপে ধরে। তীব্র ব্যথা অনুভব করছে ও পেটে।

'আমাকে কোন ওষুধ দিতে পারো, লেডওয়ার্ড?' করুণ একটু হেসে

বলল নেলসন।

মাথা নাড়লাম আমি। 'এই দুর্বল শরীরে ওষুধ দিয়ে পেট পরিষ্কার করাটা অবিবেচনার কাজ হবে। আমদের এই ব্যথা, পায়খানার বেগ–সব দীর্ঘ দিন না খেয়ে থাকার ফল।'

ব্লাই এসে যোগ দিলেন আমাদের সাথে।

'ভাল পরামর্শ দিয়েছ, মিস্টার লেডওয়ার্ড,' বললেন তিনি। 'আমাদের যা অবস্থা তাতে ওষুধ খেলে দুর্বলতা বাড়বে ছাড়া কমবে না। আমিও এই একই ব্যথায় ভুগছি। কয়েক বেলা পেট পুরে খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' ঘাড় ফিরিয়ে লঞ্চের দিকে তাকালেন তিনি। চিৎকার করে ডাকলেন, 'ডাঙায় এসো, মিস্টার কোল, তোমরা সবাই।'

ফ্রায়ারের নেতৃত্বে একটা দল পাঠানো হলো অয়েস্টার সংগ্রহ করার জন্যে। দু'জনের আরেকটা দল পাঠানো হলো দ্বীপের ভেতর দিকে ফল পাকুড় সংগ্রহ করতে। কোল আর পার্সেলকে লাগানো হলো নৌকাটাকে ঠিকঠাক করে ফেলার জন্যে, আশপাশে জংলীদের দেখা পাওয়া গেলে যাতে দ্রুত উঠে ভেসে পড়া যায়। একেবারে দুর্বল চার পাঁচ জনকে কোন কাজে লাগালেন না ক্যাপ্টেন, শুয়ে বসে বিশ্রাম নেয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি আর নেলসন রইলাম এই দলে।

পাশাপাশি দুটো পাম গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসে আছি আমরা দু'জন।

'কোল করছে কী?' হঠাৎ প্রশ্ন করল নেলসন।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম আমি ওর দিকে; তার পর ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে নৌকার দিকে। নৌকার চারপাশে হাঁটু পানি ভেঙে চক্কর কাটছে সারেং। মাঝে মাঝে নিচু হয়ে দেখার চেষ্টা করছে তলি। কিছুক্ষণ পর তীরে উঠে এল ও। শুকনো মুখটা ঝুলে পড়েছে উদ্বেগে। মিস্টার ব্লাই বসে বসে তাঁর জার্নাল লিখছিলেন। মুখ তুলে তাকালেন ওর পায়ের শব্দ পেয়ে।

'হাল আটকানোর নিচের দিকের কড়াটা নেই, স্যার,' বলল কোল। 'উপসাগরে ঢোকার সময় মনে হয় ওটা খুলে পড়ে গেছে। তলে বালিতে খুঁজে দেখলাম–নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে জার্নাল বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন ব্লাই। 'খুলে আনো হালটা। ঠিক বলছ, কড়াটা নিচে কোথাও পড়ে নেই?'

'জি, স্যার। ভাল করে খুঁজে দেখেছি, থাকলে আমার চোখে পড়ত।'

'তাহলে যাও, পার্সেলকে নিয়ে খুলে আনো ওটা।' নেলসনের দিকে ফিরলেন ব্লাই। 'ভাগ্য খুবই ভাল আমাদের, কয়েক দিন আগে এটা ঘটেনি! ঝড়ের ভেতর যদি ওটা খুলে পড়ত, ডুবে মরা ছাড়া কোন উপায় থাকত না।'

একটু পরেই ছুতোর মিস্ত্রী আর সারেং ধরাধরি করে হালটা ডাঙায় নিয়ে এল।

'ভয়ানক চাপ গেছে এটার ওপর দিয়ে,' বলল পার্সেল। 'যে স্ক্রুগুলো দিয়ে কড়াটা আটকানো ছিল সবগুলো আমার মনে হয় ঢিলে হয়ে গেছিল

কাঠের ভেতর।'

'এখন কী করা যায়?'

বড় একটা ইংরেজি ইউ চেহারার পাতাম দেখাল পার্সেল। 'পাটাতনের নিচে পেয়েছি। আমার মনে হয় এটা দিয়েই কাজ চলে যাবে।'

'দেখ চেষ্টা করে,' বললেন ব্লাই। 'একটা ব্যাপার খেয়াল রাখবে, লাগানোটা মজবুত হয় যেন।' সারেঙের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন, 'ডাঙায় তুলে নৌকার তলাটা ভাল মত পরীক্ষা করতে হবে। আজই।'

আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফলের খোঁজে দ্বীপের ভেতর দিকে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন। কোল-এর সহায়তায় পার্সেল হাল ঠিক করতে লাগল।

অসুস্থদেরকে আমি পরামর্শ দিয়েছি যত বেশি সম্ভব পানি খাওয়ার। উদাহরণ সৃষ্টি করার জন্যে আমি নিজে এক বা আধ ঘণ্টা পরপরই গিলছি এক বা আধ গেলাস। এবং যখনই আমি খাচ্ছি, অন্যদেরও বলছি খেতে। ব্লাই চলে যাওয়ার পর আরেকবার বসলাম পানির পাত্র নিয়ে। অন্যদের ডাকলাম।

'আমার দরকার দানার, পানিতে কী হবে?' বিরক্ত মুখে বলল ল্যাম্ব।

'দানা পাবে, একটু ধৈর্য ধরো,' বললাম আমি, 'ততক্ষণ পানি চালাতে থাকো।'

সিম্পসন হামাগুড়ি মেরে একটু দূরে একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল অসম্ভবকে সম্ভব করার আরেকটা প্রচেষ্টা চালানোর জন্যে।

'বেচারা!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল নেলসন। 'কিছুক্ষণের মধ্যে আমারও বোধহয় ওরকম করা লাগবে।'

দুপুরের সামান্য আগে অয়েস্টার সংগ্রহকারীরা ফিরে এল প্রচুর সরবরাহ নিয়ে। নেলসন আর আমি পাথর সাজিয়ে একটা চুলা তৈরি করলাম। আমাদের আশপাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক শুকনো ডাল পালা। কুড়িয়ে এনে সেগুলো সাজানো হলো চুলায়। ব্লাই তাঁর আতস কাচটা সূর্যের সোজাসুজি ধরে আগুন জ্বাললেন। শুরু হলো রান্না। প্রায় এক মাস আগে তোফোয়া ছাড়ার পর এই প্রথম গরম খাবার খেতে যাচ্ছি আমরা। সবার চোখ চক চক করছে আগ্রহে। চুলার পাশে গোল হয়ে বসেছে সবাই। নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারছি প্রত্যেকের মনের অবস্থা। অদ্ভুত এক অস্থিরতা বুকের ভেতর–কখন শেষ হবে রান্না, কখন শেষ হবে রান্না!

ক্যাপ্টেন নিজে তদারক করছেন। সবগুলো অয়েস্টার খোসা ছাড়ানোর পর দেখা গেল কেটলির কানার চার ইঞ্চির মধ্যে এসে গেছে ঝোল আর মাংস। চুলায় চড়িয়ে দেয়া হলো কেটলি। ক্যাপ্টেন ব্লাই প্রত্যেকের জন্যে এক পাউন্ডের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ করে রুটি ওজন করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন স্যামুয়েলকে। সব মিলিয়ে হলো পৌনে এক পাউন্ডের সামান্য কম। ইতোমধ্যে জ্বাল উঠতে শুরু করেছে কেটলির তরল পদার্থে। রুটিটুকু দিয়ে দেয়া হলো তার ভেতর। আরও দেয়া হলো এক পাউন্ড চর্বিওয়ালা শুয়োরের

মাংস। দেখতে দেখতে টগবগ করে ফুটে উঠল আমাদের স্টু। সেদ্ধ হতে খুব বেশিক্ষণ লাগবে না।

'এক কোয়ার্ট সাগরের পানি মেশালে হত না, স্যার?' বলল ফ্রায়ার। 'লবণের কাজ হয়ে যেত।'

'না, মিস্টার ফ্রায়ার,' জবাব দিলেন ব্লাই। 'মাংসে আর অয়েস্টারের ঝোলে এমনিতে যে নুন আছে তাতেই চলে যাবে।'

'তাহলে খানিকটা ভাল পানি মেশাই, পরিমাণে বাড়বে।'

'কী দরকার পরিমাণ বাড়ানোর? এমনিতেই এক পাইন্ট করে হবে সবার।'

'পানি মেশালে আরেকটু বেশি হত,' একগুঁয়ে স্বরে বলল ফ্রায়ার।

এবার আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না ব্লাই। 'কিছুতেই দেখছি তোমাদের সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়! পুরো এক পাইন্টে হবে না! দেখ, আমার যদি এক পাইন্টে পেট ভরে তোমাদেরও ভরবে। এ নিয়ে আর কোন কথা আমি শুনতে চাই না।'

চুপ করে গেল ফ্রায়ার।

রান্না শেষ হলো। ব্লাইয়ের নিজের নারকেলের মালা, যেটার ধারণ ক্ষমতা ঠিক এক পাইন্ট, সেটায় করে মেপে পরিবেশন করা হলো সবাইকে। আমার নিজের মালায় ধরে প্রায় দু'পাইন্ট। আমাকে যখন স্টু দেয়া হলো, মনে হলো আরেকটু বেশি যদি পেতাম মন্দ হত না। সত্যি চমৎকার গন্ধ ছুটেছে। মুখে দিয়ে বুঝলাম স্বাদও তেমন। রুটি আর শুয়োরের মাংস দেয়াতেই এতখানি সুস্বাদু হয়েছে স্টুটা। চামচের মত চেঁহারার ছোট্ট এক টুকরো কাঠ খুঁজে নিয়ে আয়েশ করে খেতে শুরু করলাম।

'ঈশ্বরের কসম!' নেলসনের দিকে ফিরে বললেন ব্লাই, 'রাজার জাহাজে বহুবার এর চেয়ে খারাপ খাবার খেয়েছি আমি।'

'এবং অনেক ভাল খাবারই, আমার মনে হয়, এর চেয়ে কম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছেন,' জবাব দিল নেলসন।

'এমন জাহাজেও আমি কাজ করেছি,' বলল ফ্রায়ার, 'যেখানে একটানা ছ'মাসও এর চেয়ে খারাপ খাবার খেয়ে কাটাতে হয়েছে।'

'ঠিক,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'খিদে হচ্ছে সবচেয়ে ভাল চাটনী। এ জিনিস থাকলে যে কোন খাবারই ভাল লাগে।...আজ কী বার বলতে পারো, মিস্টার নেলসন?'

'কী বার? আঁ...না, স্যার, সপ্তাখানেক যদি সময় দেন ভেবে দেখার তবু বোধহয় বলতে পারব না।'

'আজ শুক্রবার, উনত্রিশে মে। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসনে প্রত্যাবর্তন (রেসটোরেশন) দিবস। মহানুভব চার্লসের স্মরণে আমরা এদ্বীপের নাম রাখব রেসটোরেশন আইল্যান্ড। দুই অর্থে নামটা উপযোগী হবে। ঈশ্বর জানেন, আমরা আমাদের হারানো শক্তি সামর্থ্য পুনরুদ্ধার (রেসটোর) করছি এখানে।'

খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ ভাল বোধ করতে লাগলাম আমি আর নেলসন। এতটা ভাল যে আমরা আস্তে আস্তে হেঁটে রওনা হলাম দ্বীপের ভেতরটা দেখার জন্যে। সৈকত ছাড়িয়ে কিছুদূর যাওয়ার পরই দেখলাম বাইরে থেকে যেমন মনে হয়েছিল আসলে তেমন নয় এখানকার মাটি। কেমন যেন রুক্ষ প্রকৃতির। গাছপালা যা আছে বেশ কষ্টে আছে। স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়নি পুষ্টির অভাবে। সাগর পাড়ের সেই বামন পামের গাছ দেখলাম প্রচুর। তাহিতিতে দেখা পুরাউ গাছ দেখলাম। এগুলোও কেমন একটু বামন চেহারার; স্বাভাবিক ভাবে বাড়তে পারেনি। আরেক ধরনের গাছ দেখলাম যেগুলো, নেলসন বলল, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিষাক্ত ম্যানচিনিলের মত অনেকটা। দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু অংশ সাগর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় একশো পঞ্চাশ ফুট উপরে। জায়গাটায় অসংখ্য টিয়া আর পায়রা বসে বসে বেরি খাচ্ছে। এই বেরি গাছ অসংখ্য এ দ্বীপে। গাছে ফলও ধরেছে প্রচুর। উঁচু জায়গাটা থেকে নেমে এসে মুখে করে বেরি নিয়ে যেয়ে আবার ওখানে বসছে পাখির দল। আমরা পাথর ছুঁড়ে দু'একটাকে মারার চেষ্টা করলাম। লাভ হলো না। ভীষণ চালাক পাখিগুলো।

দুজনে ভাল কিছু বেরি পেড়ে নিয়ে খেতে খেতে এগিয়ে চললাম। দ্বীপের পুব অংশে এসে এক জায়গায় দেখলাম দুটো ইন্ডিয়ান কুটির ভেঙে পড়ে আছে। দুটোই খুব অদক্ষ হাতে তৈরি। এমন কাঁচা হাতের কাজ আর কোন ইন্ডিয়ান দ্বীপে দেখিনি আমরা। আরও কিছুটা যাওয়ার পর আমি মাটিতে কয়েকটা পায়ের ছাপ লক্ষ করলাম। ছাপগুলো বেশ বড় এবং মানুষের পায়ের নয়। জানা কোন প্রাণীর পায়ের ছাপের মতও মনে হলো না দেখে। নেলসনকে দেখাতে ও বেশ আগ্রহের সঙ্গে ঝুঁকে পরীক্ষা করল একটা ছাপ।

'মনে হচ্ছে চিনতে পেরেছি জন্তুটাকে,' বলল ও। 'মিস্টার গোর, মানে ক্যাপ্টেন কুকের লেফটেন্যান্ট একটা মেরেছিলেন গুলি করে, এ জায়গার দক্ষিণে, এন্ডেভার নদীর কাছে। আস্ত একটা মানুষের সমান, ইঁদুরের মত ধূসর রঙ, পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ইন্ডিয়ানরা বলে ক্যাঙ্গারু।'

'ওরা এখানে আসবে কী করে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সাঁতার কাটতে পারে নাকি?'

'জানি না। পারতেও পারে। এমনও হতে পারে ইন্ডিয়ানরা বাচ্চা ধরে এনে ছেড়েছে এসব দ্বীপে, যাতে দরকারের সময় সহজে শিকার করে খেতে পারে।'

'মাংস খাওয়া যায় ওগুলোর?'

'ক্যাপ্টেন কুক তা-ই মনে করতেন। জন্তুগুলো নাকি খুবই লাজুক, আর ছুটতে পারে ঘোড়ার চেয়েও দ্রুত।'

দ্বীপের পুব উপকূলে পৌঁছে নেলসন বড়সড় একটা পাম-এর ডগা জোগাড় করে নিয়ে ইন্ডিয়ান ঢং-এ বসল পা ছড়িয়ে। ডগার পাতাগুলো

একটার ওপর দিয়ে আরেকটা নিয়ে বুনে চলল দ্রুত। দশ মিনিটের ভেতর চমৎকার একটা ঝুড়ি তৈরি হয়ে গেল, হাতল সহ; যার ধারণ ক্ষমতা অন্তত এক বুশেল। ইন্ডিয়ানদের এই কৌশলটা ভালই রপ্ত করেছে নেলসন। দ্বিতীয় হাতলটা বানানো শেষ করে ও উঠে দাঁড়াল। বলল:

'এবার চলো শেলফিশের খোঁজে!...বুঝলে, লেডওয়ার্ড, একদম নতুন মানুষ লাগছে আজ নিজেকে।'

সৈকতের এখানে ওখানে, পাথরের খাঁজে, গর্তে খুঁজতে শুরু করলাম আমরা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিন চার ডজন অয়েস্টার জোগাড় করে ফেললাম। তার ওপর নেলসন এক জায়গায় পেল দুটো বড় বড় ককল। ট্রি ডাকনা জাতের। দুটোতেই একজনের এক বেলার খাবার হয়ে যায়। মাঝ বিকেল নাগাদ আমরা দু'জন ঝুড়ির দুই হাতল ধরে রওনা হলাম আস্তানার দিকে। বলা বাহুল্য পথে একটু পর পরই থামতে হলো বিশ্রাম নেয়ার জন্যে।

বিকেলের স্টুটা হলো আরও উপাদেয়–অয়েস্টার, ককল আর টুকরো করা পাম-এর শাঁস। শেষের এই উপকরণটা যোগ করা হলো নেলসনের পরামর্শে। অনেকে এ নিয়ে গজ গজ করতে ছাড়ল না।

'এ বেলায় আমরা রুটি পাব না, স্যার?' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল পার্সেল।

'না,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন ব্লাই; 'রুটি আমরা যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রাখব। পরে দরকার হতে পারে। মিস্টার নেলসন বলেছেন, এই পামের শাঁস কাঁচা তত ভাল না লাগলেও রান্না করলে ভালই হবে খেতে।'

ফ্রায়ার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মুখ গম্ভীর করে।

'বরবাদ হবে স্টুটা,' বিড় বিড় করে বলল ও। 'দুপুরে রুটি দেয়া হয়েছিল বলেই অত ভাল লেগেছিল।'

'ঠিক, স্যার,' বলল পার্সেল। 'পুরো না দেন, অর্ধেক দেন অন্তত। রুটি ছাড়া সত্যিই স্টুটা ভাল হবে না খেতে।'

অস্থির ভাবে মাথা নাড়লেন ব্লাই। 'না, বললাম তো! একেবারে কুটুটে মেয়ে মানুষের মত করছ দেখি তোমরা! আগে খেয়ে তারপর তো বলবে ভাল না খারাপ!'

শিগগিরই ঘোষণা করা হলো খাবার তৈরি। এবার একেকজনের ভাগে পড়ল পুরো দেড় পাইন্ট করে। এবং সবচেয়ে বড় যেটা, দুপুরের চেয়ে খারাপ তো নয়ই বরং ভাল লাগল স্টুটা খেতে। যারা গজ্ গজ করছিল তারা এক চুমুক খেয়েই চুপ হয়ে গেল।

সূর্যাস্তের পর যখন প্রকৃতি একেবারে নিথর হয়ে এল, দু'তিন মাইল দূরে মূল ভূ-খণ্ডের বেশ কয়েক জায়গায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী লক্ষ করলাম আমরা। কালকের মত আজ রাতেও কয়েকজনকে নৌকায় থাকার নির্দেশ দিলেন ব্লাই। ডাঙায়ও পাহারার ব্যবস্থা রাখা হলো।

'আমাদের সজাগ থাকতে হবে,' বললেন তিনি, 'যদিও আমি মনে করি না আজ রাতে ইন্ডিয়ানদের দিক থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে।

আমাদের আগুনে কোন ধোঁয়া হয়নি, আর নৌকাটাও ওদের দেখতে পাওয়ার কথা নয়।'

অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর ব্লাই সৈকতের দিকে চলে গেলেন রাতের প্রথম অংশের পাহারাদার কোলের সাথে কথা বলার জন্যে। আর আমরা যার যার মত শুয়ে পড়লাম। নেলসন প্রায় তক্ষুণি ঘুমিয়ে গেল। আমার ঘুম এল না। গায়ের শক্তির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে দুশ্চিন্তাও ফিরে আসতে শুরু করেছে। অনেকক্ষণ সোজা তাকিয়ে রইলাম তারা ভরা আকাশের দিকে। পার্সেল আর ফ্রায়ার কাছেই শুয়ে আছে। নিচু স্বরে কথা বলছে নানা বিষয়ে। হঠাৎ খেয়াল করলাম বিদ্রোহ প্রসঙ্গে মোড় নিয়েছে ওদের আলাপ।

'অকৃতজ্ঞ!' ছুতোর মিস্ত্রীকে বলতে শুনলাম। 'কী ওরা পেয়েছে যে কৃতজ্ঞ থাকবে? অর্ধেকেরও বেশি সময় কুত্তার চেয়ে খারাপ ব্যবহার পেয়েছে ক্রিশ্চিয়ান। ভাববেন না, আমি ওদের ক্ষমা করে দিয়েছি বা দিচ্ছি। বদমাশগুলোর ফাঁসি দেখার সুযোগ পেলে কারও চেয়ে কম খুশি হব না আমি। তবু বলব, কোন ক্যাপ্টেন যদি জাহাজ খোয়ানোর মত কাজ করে থাকে তো করেছে আমাদের ক্যাপ্টেন।'

'এ-ই যদি তোমার চিন্তা ভাবনা, ক্রিশ্চিয়ানের দলে যোগ দিলে না কেন?' জিজ্ঞেস করল ফ্রায়ার।

'ভাববেন না ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের প্রতি প্রেমবশত। ব্লাইকে আমি পছন্দ করি না, তবু ও ক্যাপ্টেন, দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন যেখানে যাবে আমাকেও সেখানে যেতে হবে। এটা নীতির কথা। কিন্তু সত্যি বলছি, বিদ্রোহের জন্যে কাউকে যদি দায়ী করতে হয় তো সে ওই ব্লাইকে। দেশে যদি ফিরতে পারি, একথাই আমি বলব।'

'মিস্টার ব্লাইয়ের দোষ আছে স্বীকার করছি,' বলল ফ্রায়ার। 'কাউকে উনি যোগ্য মনে করেন না। সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারেও নাক গলাতে চান। এ ছাড়া আর কোন ব্যাপারটা ওর অন্য ক্যাপ্টেনদের চেয়ে খারাপ? কড়া শাসন? শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্যে চাবকানো?–সব ক্যাপ্টেনই করে। বুড়ো স্যান্ডি ইভান্স-এর অধীনে আমি কাজ করেছি। ব্যাটা চাবকানোকে কী বলে শুনবে? বলে *অনুপ্রেরণা* দেয়া!'

'যা-ই বলুন, আমি সহকারী-সহযোগীদের সামনে গাল শোনার চেয়ে চাবুক খাওয়া বেশি পছন্দ করব। মনে করে দেখুন, অ্যাডভেঞ্চার বে-তে সবার সামনে আমাকে কী বলেছিল; এবং বিদ্রোহের আগের দিন ক্রিশ্চিয়ানকে কী বলেছিল!'

'হ্যাঁ, জিভের কোন লাগাম ছিল না ওঁর,' স্বীকার করল ফ্রায়ার। 'কিন্তু এবারও সেই এক কথাই বলতে হয়, কোন ক্যাপ্টেনের থাকে? নৌবাহিনী পাতলা চামড়াওয়ালাদের জায়গা নয়। কঠোর পরিশ্রম আর চাবুকই নাবিকরা বোঝে।' এক মুহূর্ত থেমে মাস্টার আবার বলল, 'ওকে সন্তুষ্ট করা খুব কঠিন, কিন্তু চিন্তা করো, ও না থাকলে আমরা এখন কোথায় থাকতাম?'

'ওর ভাল দিকগুলোর কথা কি আমি অস্বীকার করছি?'

শুনতে শুনতে আমি যখন ঘুমিয়ে গেলাম তখনও ওরা নিচু স্বরে আলাপ করে চলেছে। সকালে ঘুম থেকে জাগলাম প্রায় সম্পূর্ণ সতেজ শরীর নিয়ে। নেলসন এরই মধ্যে উঠে পড়েছে। একটা দল অয়েস্টারের খোঁজে রওনা হচ্ছে নতুন এলাকার দিকে। ব্লাই কথা বলছেন পার্সেলের সাথে।

'দ্বীপের মাঝখানে সবচেয়ে উঁচু যে জায়গাটা ওখানে বেশ কয়েকটা ভাল পুরাউ গাছ দেখেছি,' বললেন তিনি। 'কুড়াল নিয়ে যাও, দেখ একটা বা দুটো বাড়তি আড়কাঠ বানিয়ে আনতে পারো কিনা।' সারেঙের দিকে ফিরলেন তিনি। 'মিস্টার কোল, পানির পাত্রগুলোর দায়িত্ব তোমার। সবগুলো ভরে নৌকায় ওঠানো হলো কি না দেখবে।'

আমি আর নেলসন আজ আবার বেরোলাম অয়েস্টার সংগ্রহ করতে। দু'জনই বেশ হাঁটতে পারছি। আমরা যখন ফিরলাম তখন দুপুরের রান্না মাত্র শুরু হয়েছে। মিস্টার ব্লাই আমাদের শেষ মাংসটুকু—প্রায় দু'পাউন্ডের একটা টুকরো—কেটে ছোট ছোট কয়েকটা টুকরো করে ছেড়ে দিলেন কেটলিতে।

'ভরা পেটে রওনা হব আমরা,' মন্তব্য করলেন তিনি। 'আমাদের চোর সাহেব আবার যাতে চুরি করতে না পারে সেজন্য সবটুকু দিয়ে দিলাম।'

কথাগুলো ব্লাই বললেন সরাসরি ল্যাম্বের দিকে তাকিয়ে; আমার মনে হলো তাঁর দৃষ্টির সামনে একটু যেন ঝুলে পড়ল কসাইয়ের মুখটা, চোখে যেন দেখতে পেলাম অপরাধীর চাউনি।

আজ ক্যাপ্টেন নিয়ম মত রুটিও বরাদ্দ করলেন আমাদের। প্রচুর অয়েস্টার, রুটি, জন প্রতি প্রায় দু'আউন্স শুয়োরের মাংস আর পামের শাঁস দিয়ে যে স্টু হলো তার তুলনা নেই। এবেলায় প্রায় দু'পাইন্ট করে খেলাম একেকজন। সংরক্ষণ করার জন্যে সামান্য একটু পিপার যদি থাকত তো এরকম স্টু প্রচুর পরিমাণে তৈরি করে সঙ্গে নিয়ে নিতে পারতাম আমরা। সবেমাত্র খাওয়া শেষ হয়েছে, এই সময় ক্যাপ্টেন বললেন:

'সূর্য ডোবার দু'ঘন্টা আগে আমরা রওনা হয়ে যাব। আকাশে চাঁদ থাকবে আজ, তাতে আশা করা যায় ইন্ডিয়ানরা আমাদের তাড়া করবে না। সুতরাং এর ভেতরই আমাদের খাবার দাবার যা জোগাড় করার করে নিতে হবে। মিস্টার নেলসন আর আমি থাকছি লঞ্চের পাহারায়, বাকিরা চলে যাও, যত বেশি সম্ভব অয়েস্টার সংগ্রহ করে আনবে সঙ্গে নেয়ার জন্যে।'

মাস্টার খাওয়া শেষ করে সবে হাত পা ছড়িয়ে শুয়েছে একটু দিবা নিদ্রা দেয়ার আশায়। ব্লাইয়ের কথা শুনে মুখ কালো করে উঠে বসল।

'বিকেলটা আমরা বিশ্রাম নিতে পারব না?' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে। 'আমাদের কেউই এখনও পুরো শক্তি ফিরে পায়নি; তাছাড়া অয়েস্টার তো সামনে যেখানে যেখানে থামব সেসব জায়গা থেকেই খুঁজে নেয়া যাবে।'

'হ্যাঁ,' ফ্রায়ারকে সমর্থন করল পার্সেল। 'আপনি বলেছিলেন এন্ডেভার প্রণালী পার হওয়ার আগে অনেক দ্বীপেই আমরা থামব।'

'বলেছিলাম,' অতিকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করে জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন;

'এখনও বলছি। কিন্তু সেসব দ্বীপে অয়েস্টার পাওয়া যাবেই এমন নিশ্চয়তা কোথায়? এখানে প্রচুর আছে আমরা জানি। এখন আমাদের কাছে রুটি ছাড়া কিছু নেই–যা আছে তা-ও খুব সামান্য।...দেখ, ইচ্ছে হলে তোমরা অয়েস্টার আনো ইচ্ছে না হলে এনো না! তোমাদের আপত্তি, অভিযোগ শুনতে শুনতে কান পচে গেল আমার!'

ঘুরে সৈকতের দিকে চলে গেলেন তিনি দুপদাপ পা ফেলে। ফ্রায়ার আর পার্সেল লজ্জিত মুখে যোগ দিল যারা ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে ঝুড়ি, কেটলি ইত্যাদি নিয়ে তাদের সঙ্গে।

চারটের দিকে আমরা ফিরে এলাম যে যতগুলো শেলফিশ পেলাম নিয়ে। নৌকা তখন তৈরি যাত্রার জন্যে। লঞ্চে উঠে যার যার জায়গায় বসে পড়লাম। নোঙ্গর উঠিয়ে যখন পাল তোলা হচ্ছে ঠিক তখন দেখা গেল বিশ পঁচিশ জন ইন্ডিয়ান হাজির হয়েছে আমাদের উল্টো দিকে মূল ভূ-খণ্ডের তীরে। আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে চেঁচাচ্ছে ওরা উচ্চ-স্বরে। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও অনেকে এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। পরম স্বস্তির সাথে লক্ষ করলাম ওদের কাছে কোন ক্যানো নেই। খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে ওদের খুব কাছ দিয়ে নৌকা চালিয়ে গেলাম আমরা। কাছ থেকে দেখলাম লম্বা, সরু এক ধরনের বর্শা প্রত্যেক জংলীর ডান হাতে; আর বাঁ হাতে অদ্ভুত দর্শন, অনেকটা অর্ধ ডিম্বাকৃতির, প্রায় দু'ফুট লম্বা এক ধরনের অস্ত্র।

দক্ষিণ সাগরে দেখা অন্য ইন্ডিয়ানদের থেকে একদম আলাদা এরা দেখতে। কয়লার মত কালো রঙ। লম্বা, অদ্ভুত সরু শরীর। পাগুলোও লম্বা এবং সরু কাঠির মত। দু'জনকে দেখলাম বর্শায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এক হাঁটু বাঁকিয়ে পায়ের পাতা অন্য পায়ের উরুর ভেতর দিকের সাথে লাগিয়ে। হাস্যকর একটা ভঙ্গি। লোকগুলোর চেহারা ভাল করে দেখতে না পেলেও আমার মনে হলো ভ্যান ডিয়েমেনস ল্যান্ডে যাদের দেখেছিলাম তাদের মতই কুৎসিত এরা।

বাতাসের বেগ একটু বাড়ল তীর থেকে দূরে চলে আসার পর। তরতরিয়ে এগোল লঞ্চ উত্তর দিকে। জংলীদের চিৎকার ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল এক সময়।

দশ

বিশাল এক মহাদেশের উপকূল ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা। এখানকার জল ডাঙা সবই অপরিচিত সাদা মানুষের কাছে। যতদূর জানি আমাদের আগে সভ্য দুনিয়ার একমাত্র ক্যাপ্টেন কুক আর তাঁর জাহাজী সঙ্গীরাই এখানে এসেছেন, এপথে গেছেন, দৃষ্টিপাত করেছেন এই অজানা দেশ বা মহাদেশের ওপর। আমাদের বাঁয়ে মূল ভূ-খণ্ড, কত শো বা হাজার লিগ বিস্তৃত জানি না।

নৈঃশব্দের চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে, কতদিন ধরে কে জানে? হয়তো মহাকালের সূচনা লগ্ন থেকে। আমরা সবাই তার বিপুল গম্ভীর বিশালত্ব আর নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা অনুভব করছি অন্তরের অন্তস্তল থেকে।

পরদিন সকালে ছোট ছোট কয়েকটা দ্বীপ দেখা গেল উত্তর পুবে। মূল ভূ-খণ্ড আর ওই দ্বীপগুলোর মাঝ দিয়ে নৌকা চালিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ক্যাপ্টেন ব্লাই। প্রণালী চওড়ায় এক মাইলের বেশি হবে না কিছুতেই। আমরা যখন প্রণালীটা ধরে এগোচ্ছি, হঠাৎ লক্ষ করলাম আমাদের বাঁ দিকের অর্থাৎ মূল ভূ-খণ্ডের উপকূলে এসে দাঁড়িয়েছে একদল জংলী। চেহারা কাল বিকেলে দেখা লোকগুলোর মত হুবহু।

'লোকগুলোকে আরেকটু কাছে থেকে দেখা যাক,' বলে ব্লাই হাল ঘুরিয়ে নৌকা নিয়ে গেলেন উপকূলের যতটা কাছে যাওয়া যায়। এদিকে জংলীরা আমাদের তীরের দিকে এগোতে দেখেই ছুটে অন্তত দুশো গজ পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

'এই, এদিকে এসো!' চিৎকার করলেন ব্লাই। উঠে দাঁড়িয়ে একটা জামা মাথার ওপর তুলে নাড়তে লাগলেন ওদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু জায়গা ছেড়ে এক পা-ও নড়ল না জংলীগুলো। কাপড় বা লজ্জা নিবারণ করার মত কোন কিছুর লেশমাত্র নেই ওদের কালো কুচকুচে গায়ে। বালি আর নগ্ন পাহাড়ের পটভূমিতে আরও কালো দেখাচ্ছে শরীরগুলো। ওদের সংকোচ বা ভয় দেখে আমরা বেশ স্বস্তি বোধ করলাম।

পাল নামিয়ে দাঁড় বের করার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। ইতোমধ্যে আমাদের আরও কয়েকজন চিৎকার করে, হাত, জামা ইত্যাদি নেড়ে ওদের ডাকতে শুরু করেছে। কিন্তু ওরা নড়ল না তো নড়লই না। যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল আমাদের।

'আসবে না,' অবশেষে বলল নেলসন। 'লোকগুলোকে নিরীহই মনে হচ্ছে। ওরা কী খেয়ে বেঁচে থাকে জানতে পারলে সুবিধা হত।'

'ওরা কী খায় জানতে না পারলেও চলবে আমাদের,' বললেন ব্লাই। 'আমি চাইছিলাম ওদের কাছে থেকে দেখতে। নিউ হল্যান্ডের এই জংলীদের চেহারার বিবরণ পাবার জন্যে খুবই আগ্রহী স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস। দূর থেকে দেখে সামান্য যেটুকু জানতে পারলাম এ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাঁকে, আর কী?'

'ওদের বাঁ হাতের ওই অস্ত্রটা–বড় অদ্ভুত দেখতে,' আমি বললাম। 'কী করে ওগুলো দিয়ে?'

'আমার ধারণা ওগুলোর সাহায্যে ওরা বর্শা ছোঁড়ে,' বলল নেলসন। ব্লাইয়ের দিকে ফিরে যোগ করল, 'একটা ব্যাপার আপনি জানাতে পারবেন স্যার জোসেফকে, সারা দক্ষিণ সাগরে এদের চেয়ে কুৎসিত, কালো আর কোন ইন্ডিয়ান নেই। তাহিতির ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে কী অদ্ভুত অমিল এদের চেহারার!'

আবার পাল তুলে দেওয়া হলো। সামনে মূল ভূ-খণ্ড থেকে মাইল চারেক

দূরের এক দ্বীপ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম আমরা। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সেখানে। দ্বীপটার উপকূল পাহাড়ী, তবে পানি শান্ত। কোন রকম ঝামেলা ছাড়াই নৌকা তীরে ভিড়ানো গেল। আমাদের সব জিনিসপত্র ডাঙায় নিয়ে তোলা হলো। লঞ্চটা এবার ভাল মত ধুয়ে মুছে রোদে শুকিয়ে নিতে চান ব্লাই।

জিনিসপত্র সব তীরে ওঠানোর পর কয়েক জনকে নৌকা ধোয়ার কাজে লাগিয়ে দিলেন তিনি। বাকিদেরকে দুটো দলে ভাগ করে শেলফিশের খোঁজে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। দল দুটোর একটার নেতা নির্বাচন করলেন পার্সেলকে। বাকি সদস্যরা হলো টিঙ্কলার, স্যামুয়েল, স্মিথ আর হল। অন্য দলটার নেতা পেকওভার। ও তার সঙ্গীদের নিয়ে রওনা হয়ে গেল দ্বীপের দক্ষিণাংশের দিকে। কিন্তু পার্সেল নড়ল না। সৈকতের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে ছিল ও, তেমনি রইল। এদিকে ওর দলের অন্যরা অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। পেকওভারের দলের সাথে সামান্য এগিয়ে গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন ব্লাই। ফিরে এসে দেখলেন ছুতোর মিস্ত্রী বসে আছে আয়েস করে।

'কী হলো, মিস্টার পার্সেল?' বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'এখনও রওনা হওনি! যাও, আর দেরি কোরো না।'

যেমন ছিল তেমনি রইল ছুতোর মিস্ত্রী।

'আমার ভাগে যেটুকু কাজ পড়া উচিত তার চেয়ে বেশি করেছি আমি,' উদ্ধত কণ্ঠে বলল সে। 'ইচ্ছে হলে অন্য কাউকে পাঠাতে পারেন ওদের সঙ্গে।'

দপ করে আগুন জ্বলে উঠল ব্লাইয়ের চোখে।

'আমার কথা কানে ঢুকেছে?' চিৎকার করলেন তিনি। 'রওনা হয়ে যাও, এক্ষুণি!'

নড়ার কোন লক্ষণ দেখাল না পার্সেল।

'আমি যোগ্যতায় আপনার চেয়ে কম কিসে?' বলল সে। 'যেখানে আছি সেখানেই থাকব আমি।'

সেই প্রথম দিন থেকে আমি অপেক্ষা করছিলাম এ ধরনের কিছু একটার জন্যে। আরও আগে যে কেন দু'জনের ভেতর লাগেনি ভেবে অবাক হলাম। দু'জনই সমান জেদী, সমান অহঙ্কারী; একজন আরেক জনকে শত্রু মনে করে।

ব্লাই কিছু বললেন না। দৃঢ় পায়ে হেঁটে গেলেন ছুতোর মিস্ত্রীর বাক্সটা যেখানে রয়েছে সেখানে। দুটো কাটল্যাস রাখা ওটার ওপর। ছোঁ মেরে দুটোই তুলে নিয়ে পার্সেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। একটা ছুঁড়ে দিলেন ওর দিকে।

'এবার,' বললেন তিনি, 'উঠে দাঁড়াও! বাঁচাও নিজেকে! আমার সমান যোগ্যতা যদি থাকে, প্রমাণ দাও! এখানে এবং এক্ষুণি।'

পুরো দৃশ্যটার ভেতর হাস্যকর কিছু একটা আবিষ্কার করলাম আমি। ক্যাপ্টেন ব্লাই ছুতোর মিস্ত্রী পার্সেলকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছেন! বেলে

সৈকত, পেছনে রুক্ষ পাহাড়, ছোট এক দল দর্শক, প্রত্যেকের পরনে দুই যোদ্ধার মতই শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া! যোদ্ধা দু'জনের যা চেহারা!–হাড্ডিসার শরীর, চোখ গর্তে বসা, চোয়াল উঁচু, এর পরও লড়ার ইচ্ছা আছে তাদের। অন্তত প্রথমে আমার তা-ই মনে হলো। তবে এক মুহূর্ত পরেই বুঝতে পারলাম, না, ভুল ভেবেছি। সত্যি সত্যি লড়ার ইচ্ছা ব্লাইয়ের থাকলেও পার্সেলের নেই। শিথিল হাতে ওর দিকে ছুঁড়ে দেয়া কাটল্যাসটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে ধীরে ধীরে, ভয়ার্ত চাউনি চোখে।

'দূরে সরে থাকো তোমরা!' চিৎকার করলেন ব্লাই। 'উঠে দাঁড়াও বদমাশ! বিদ্রোহ করতে চাও? এক্ষুণি প্রমাণ হয়ে যাবে কে কার চেয়ে যোগ্য!'

আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে পার্সেলের দিকে এগোলেন তিনি কয়েক পা। কিন্তু পার্সেল ব্লাই যে ক'পা এগোলেন ঠিক সেই ক'পা পিছাল।

'যুদ্ধ করো, বদমাশ!' গর্জন করলেন ব্লাই। 'পারো তো বাঁচাও নিজেকে, নয়তো খুন করে ফেলব!'

পার্সেল আকারে ব্লাইয়ের চেয়ে বড় হলেও মানসিক তেজ বা শক্তিতে তাঁর ধারে কাছেও না। ক্যাপ্টেনের গর্জন শুনে ঝট করে ও ঘুরে দাঁড়াল এবং কাটল্যাস ফেলে দিয়ে দৌড় লাগাল উর্ধ্বশ্বাসে।

'ফিরে এসো, মিস্টার পার্সেল!' চিৎকার করলেন ব্লাই। 'যা ভাবতাম তার চেয়েও দেখি কম তোমার সাহস! ফিরে এসো! দাঁড়াও!'

দাঁড়াল পার্সেল। ভয়ে ভয়ে ঘুরল ক্যাপ্টেনের দিকে।

'তাহলে বলো, তোমার কথা তুমি ফিরিয়ে নিচ্ছ?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লাই।

'হ্যাঁ–হ্যাঁ, স্যার।'

'বেশ। ভবিষ্যতে আর যেন এ ধরনের অবাধ্যতা না দেখি। যাও, কাজে যাও।'

ব্লাইয়ের মহানুভবতা স্বীকার করতেই হবে, পরে কখনও এই ঘটনার কথা তিনি উচ্চারণ করেননি কারও সামনে। আর পার্সেল পারলে যারা সাক্ষী ছিল তাদের স্মৃতি থেকে চিরতরে মুছে দিত ঘটনাটা। এরপর আর কখনও ব্লাইয়ের সাথে বেয়াদবি করেনি ও।

মোটামুটি উঁচু দ্বীপটা। খাবার সংগ্রহের দল দুটো রওনা হয়ে যাওয়ার পর মিস্টার ব্লাই, নেলসন আর আমি হাঁটতে হাঁটতে গেলাম দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু অংশে, চারপাশটা একটু ভাল করে দেখবার আশায়। দুর্বল শরীরে চড়াই ভেঙে উঠতে গিয়ে ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়লাম তিন জনই। বড় একটা পাথরের ছায়ায় বসে আগে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিলাম। তারপর দাঁড়িয়ে চোখ ঘোরালাম চারদিকে। সকালের আলোয় অদ্ভুত সুন্দর লাগছে নীল সাগরের তলা থেকে মাথা উঁচু করে থাকা ল্যাগুনগুলো। খাদ্য সংগ্রাহকদের ছোট ছোট অবয়ব পরিষ্কার দেখতে পেলাম দূর সৈকতে। শেলফিশ খুঁজছে। প্রায়

সোজাসুজি নিচে লঞ্চটা, বাচ্চাদের খেলনার মত ছোট দেখাচ্ছে।

'ওই যে ওটা,' ছোট্ট নৌকাটার দিকে তাকিয়ে সস্নেহ স্বরে বললেন ব্লাই। 'ওর প্রতিটা কাঠ, প্রতিটা পেরেক আমি ভালবাসি। মিস্টার নেলসন, কখনও কল্পনা করেছ, আঠারোজন মানুষ নিয়ে এরকম একটা সাগর পাড়ি দিয়ে আসতে পারবে ও? তুমি, মিস্টার লেডওয়ার্ড?'

'আমিও ঠিক একথাই ভাবছিলাম,' জবাব দিল নেলসন। 'ঈশ্বরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ছিলাম আমরা, তাছাড়া এটা সম্ভব হত না।'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকালেন ব্লাই। 'তবে ঈশ্বর চেয়েছিলেন আমরা আমাদের ভাগের কাজটুকু ঠিক ঠিক করব। যদি না করতে পারতাম, তাঁর সাহায্য পেতাম না।'

'এ পর্যন্ত কতটা পথ আসতে পেরেছি, স্যার,' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আজ সকালেই হিসেব করছিলাম,' জবাব দিলেন ব্লাই, 'আমার হিসেবে যদি মারাত্মক কোন গোলমাল না হয়ে থাকে তাহলে তোফোয়া থেকে নিউ হল্যান্ডের রীফ পর্যন্ত দু'হাজার তিনশো নব্বই মাইল পথ পাড়ি দিয়েছি।'

'ধন্যবাদ ঈশ্বরকে, এতটা পথ পেছনে ফেলে আসতে পেরেছি আমরা!' পরম স্বস্তির একটা ভঙ্গি করে বলল নেলসন। 'তারমানে আর হাজার খানেক মাইল গেলেই হয়ে যায়, তাই না?'

'তার চেয়ে বেশি,' জবাব দিলেন ব্লাই। 'যতদূর আন্দাজ করছি নিউ হল্যান্ডের উপকূল ধরে আরও দেড়শো থেকে দুশো মাইল যেতে হবে এন্ডেভার প্রণালীতে পৌঁছানোর জন্যে। তারপর টিমোর পর্যন্ত তিনশো লিগ।'

আমার দিকে ফিরল নেলসন। 'আচ্ছা, লেডওয়ার্ড, স্বাভাবিক অবস্থায় পায়খানা না করে কতদিন থাকতে পারে মানুষ?'

'খুব বেশি হলে দশ দিন,' আমি বললাম। 'কিন্তু আমাদের অবস্থা তো স্বাভাবিক ছাড়া আর যা বলো তা-ই। যে সামান্য খাবার খেয়েছি, আমার ধারণা সবটুকু আমাদের শরীর শুষে নিয়েছে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বললেন ব্লাই। 'দু'দিন আগ পর্যন্ত পেটে তো কিছুই ছিল না। এখন খাবার আর বিশ্রাম পাওয়ার পর চেহারা ফিরে গেছে তোমাদের। টিমোরের পথে আবার রওনা হওয়ার আগে যতটা সম্ভব শক্তি পুনরুদ্ধার করে নিতে হবে সবাইকে।'

'আমি, স্যার, বাঁচতে চাই,' অস্পষ্ট একটু হাসি হেসে বলল নেলসন, 'আর কিছু না হোক, যে দুর্বৃত্তগুলো আমাদের এ অবস্থায় ফেলেছে তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে হলেও বাঁচতে চাই।'

'সত্যিকারের মানুষের মত বলেছ।' চক চক করে উঠল ব্লাইয়ের চোখ। 'ঈশ্বরের কসম বলছি, ওদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্যে প্রয়োজন হলে লঞ্চ নিয়ে আমি ইংল্যান্ড পর্যন্ত যাব, পানি ছাড়া আর কিছু যদি পেটে না দেয়ার থাকে তবু যাব!'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে পায়চারি করতে লাগলেন তিনি। তারপর হঠাৎ থেমে

কর্কশ একটা হাসি দিয়ে বললেন, 'বদমাশগুলো বেশ মজা পাচ্ছে আমার শেষ দেখে ফেলেছে ভেবে! কিন্তু সর্বশক্তিমান জানেন, আমি এখনও টিকে আছি, এবং থাকব ওদের খুঁজে বের করার জন্যে!

'আপনি নিজে চেষ্টা করবেন ওদের খুঁজতে?' একটু বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করল নেলসন।

'চেষ্টা কী বলছ? তার চেয়ে বেশি যদি কিছু থাকে তো তা-ই করব। দরকার হলে অ্যাডমিরালটির দরজায় ধর্না দিয়ে পড়ে থাকব যতক্ষণ না ওদের খুঁজে বের করার জন্যে যে জাহাজ পাঠাবে তার নেতৃত্ব আমাকে দেয়।'

'মিসেস ব্লাই এত তাড়াতাড়ি আবার আপনাকে ছাড়বেন?' সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আমাকে তুমি চেনো না, মিস্টার লেডওয়ার্ড, বদমাশগুলোর ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুর তোয়াক্কা আমি করব না। তাছাড়া মিসেস ব্লাই আর দশটা ছিঁচকাঁদুনে মেয়েমানুষের মত না, আমার মনের অবস্থা ও বুঝবে।...চলো যাওয়া যাক।'

চলতে শুরু করলাম আমরা ক্যাপ্টেনের পেছন পেছন। কয়েক পা এগিয়ে আবার দাঁড়ালেন ব্লাই। উত্তর দিকে বেশ খানিকটা দূরে মূল ভূ-খণ্ডের দৃষ্টির আড়ালে ছোট একটা বেলে চরা মত জায়গার ওপর তাঁর দৃষ্টি।

'রাতে আমরা ওখানে গিয়ে থাকব,' বললেন তিনি। 'এই দ্বীপের চেয়ে নিরাপদ ওই জায়গা। মূল ভূ-খণ্ড থেকে জংলীরা এখানে নামতে দেখেছে আমাদের। লোকগুলোকে নিরীহ মনে হলেও আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না।'

যে পথে এসেছিলাম সেটা বাদ দিয়ে অন্য একটা পথ ধরে নামতে লাগলাম আমরা উত্তর দিক লক্ষ্য করে। একটু পরপরই থামছি ঝোপ-ঝাড়, লতা-পাতা পরীক্ষা করার জন্যে। কিন্তু এক ধরনের বুনো বীন ছাড়া আর কিছু দেখলাম না খাওয়ার মত। একটা রুমালে সেই বীন যতখানি সম্ভব সংগ্রহ করে নিলাম আমরা।

'ঠিক বলছ এগুলো খাওয়া যাবে, মিস্টার নেলসন?' ব্লাই জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, স্যার,' জবাব দিল নেলসন। 'এগুলো ডোলিচো জাতের। গন্ধটা খুব ভাল নয়, তবে পুষ্টিকর।'

'ভাল,' বললেন ব্লাই, 'আমাদের মত অন্যরাও যদি কিছু জোগাড় করে নিয়ে আসে তো আরও ভাল হয়।'

সৈকতে পৌঁছে একটা পুরনো প্রায় ভাঙা ক্যানো আবিষ্কার করলাম আমরা। ওল্টানো অবস্থায় বালিতে আধ পোঁতা হয়ে আছে। চারপাশের বালি সরিয়ে ক্যানোটাকে সোজা করার চেষ্টা করলাম তিন জনে মিলে। কিন্তু আমাদের শক্তিতে কুলালো না। প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা ক্যানো। সামনেটা মাছের মাথার আদলে তৈরি। অনুমান করলাম অন্তত বিশ জন মানুষ উঠতে পারে ওটায়।

'নিউ হল্যান্ডের লোকরা যে শুধু স্থলচর নয় তার প্রমাণ,' বললেন ব্লাই। 'মূল ভূ-খণ্ড থেকে যতটা সম্ভব সরে থাকতে হবে। কোন সুযোগ দেয়া চলবে না লোকগুলোকে।'

একটু পরেই পার্সেল তার দল নিয়ে হাজির হলো আমাদের কাছে। তামার কেটলিটা লাঠিতে ঝুলিয়ে বয়ে আনছে দু'জনে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ওদের—কেটলিটার অর্ধেক ভরে আনতে পেরেছে ক্ল্যাম আর অয়েস্টার দিয়ে। সহজ স্বাভাবিক ভাবে ছুতোর মিস্ত্রীকে অভিনন্দন জানালেন ব্লাই।

'চমৎকার কাজ করেছ, মিস্টার পার্সেল,' বললেন তিনি। 'প্রত্যেকে আজ পেট পুরে খাব। এগুলোর সঙ্গে ডোলিচো বীন মিশিয়ে স্টু করলে দারুণ হবে।'

লঞ্চের কাছে ফিরে এলাম আমরা। তক্ষুণি শুরু হলো রান্নার তোড়জোড়। কিছুক্ষণ পর ফিরল পেকওভারের দল। ওরাও আগের দলের প্রায় সমপরিমাণ অয়েস্টার আর ক্ল্যাম আনতে পেরেছে। সেই সাথে দ্বীপের দক্ষিণাংশে আবিষ্কার করে এসেছে সুপেয় পানির উৎস। পেকওভারের আনা শেলফিশগুলোও খোসা ছাড়িয়ে ঢেলে দেয়া হলো কেটলিতে। তার সাথে মেশানো হলো আমাদের আনা ডোলিচো বীন। লবণ হিসেবে দেয়া হলো খানিকটা সাগরের পানি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই রান্না হয়ে গেল। আমরা সবাই যার যার পাত্র হাতে বসে গেলাম। পরিবেশন করল দুই বাবুর্চি স্মিথ আর হল। ডোলিচো বীন দেয়ায় আজ স্টুটা তেমন মজা হয়নি, তবে সে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাল না কেউ।

খাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিলাম সবাই পাথরের ছায়ায় শুয়ে। চোখ দুটো সবে ঘুমে বুজে এসেছে এই সময় মিস্টার ব্লাই জাগিয়ে দিলেন আমাকে।

'মিস্টার লেডওয়ার্ড, বিরক্ত করতে হলো বলে দুঃখিত,' বললেন তিনি, 'কিন্তু আর দেরি করার উপায় নেই, রওনা হতে হবে। মূল ভূ-খণ্ডের খুব কাছে রয়েছি আমরা, রাতে জংলীরা বেড়াতে আসুক, চাই না।'

তখন মাঝ বিকেল। হালকা বাতাসে আমরা এগিয়ে চললাম মূল ভূ-খণ্ড থেকে লিগ পাঁচেক দূরে কয়েকটা ছোট ছোট বেলে দ্বীপের দিকে। ওখানে পৌঁছানোর আগেই রাত নেমে এল। এবং যখন পৌঁছালাম অবতরণ করার মত সুবিধাজনক জায়গা পেলাম না। অগত্যা একটা দ্বীপের যতটা সম্ভব কাছে গিয়ে নোঙ্গর ফেলে অপেক্ষা করতে লাগলাম সকালের জন্যে। সারা রাত অসংখ্য সামুদ্রিক পাখির চিৎকারে এক বিন্দু ঘুমাতে পারলাম না। ভোর হওয়ার পর টের পেলাম, দ্বীপগুলোর একটা নড়ি জাতের পাখিদের আবাসস্থল। চারটে ছোট ছোট দ্বীপের একেবারে পশ্চিম পাশেরটার কাছে আছি আমরা। পাথরের একটা ডুবো বা প্রায় ডুবো প্রাচীর ঘিরে আছে দ্বীপটাকে। প্রাচীরের এক পাথরের সাথে আরেক পাথরের সংযোগ স্থাপন করেছে সরু সরু বেলে চরা, যাদের পিঠ ভরা জোয়ারের সময়ও সামান্য মাত্র জেগে থাকে পানির ওপর। দ্বীপ আর প্রাচীরের মাঝে আয়নার মত স্বচ্ছ এক

ল্যাগুন। পুরো দ্বীপটাকে চক্কর কেটে মাত্র একটা জায়গা পাওয়া গেল যেখান দিয়ে ঢোকা যায় তাতে। লঞ্চ নিয়ে ঢুকে পড়লাম আমরা ল্যাগুনে।

মূল ভূ-খণ্ড থেকে দূরে এই দ্বীপটা আমাদের অবস্থায় পড়া মানুষদের আশ্রয় দান করার জন্যেই যেন সৃষ্টি হয়েছে। ক্যাপ্টেন ব্লাই ওটার নাম রাখলেন ল্যাগুন আইল্যান্ড, এবং জানালেন এখানেই আমরা দিনটা এবং পরের রাতটা কাটাব। শুনে খুশি হয়ে উঠলাম সবাই। দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বীপটা—শুধু এটা নয় বাকিগুলোও, নিছক পাথরের স্তূপের চেয়ে সামান্য ভাল। রুক্ষ ঘাস আর কিছু অপুষ্ট বৃক্ষ ছাড়া কোন গাছ-গাছালি নেই। তবে যে কটা আছে তা-ই যথেষ্ট আমাদের সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করার জন্যে।

আমাদের পুরো দলটাকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেললেন ব্লাই। এক ভাগকে পাঠালেন খাবারের খোঁজে, বাকিরা রইল বিশ্রামে। দুপুরের পর আবার এ দল বেরোবে, ও দল বিশ্রাম নেবে। ল্যাগুনটায় প্রচুর মাছ। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা একটাও ধরতে বা মারতে পারলাম না। অবশেষে আবার অয়েস্টার, ক্ল্যাম আর এসব দ্বীপের একমাত্র সব্জি ডোলিচো বীনের খোঁজে বেরোতে হলো। আরও দুঃখজনক, শেলফিশ খুব বেশি পাওয়া গেল না এ দ্বীপে। সকাল দশটার দিকে খাদ্য সংগ্রাহকরা ফিরল অল্প কিছু অয়েস্টার আর সাধারণ শামুক নিয়ে। ফলে দুপুরে কোন মতে খিদেটা মিটল কেবল, খাওয়ায় তৃপ্তি হলো না। তোফোয়া থেকে আসার সময় প্রতিকূল আবহাওয়া, ঠাণ্ডা আর শারীরিক পরিশ্রম এমনভাবে আমাদের মন জুড়ে ছিল যে ক্ষুধার কথা ভাববার অবকাশ পাইনি কেউ। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। এখন খাবার ছাড়া অন্য কিছুর কথা আমরা কমই ভাবি।

দুপুরে খাওয়ার পর এলফিনস্টোনের নেতৃত্বে চারজনের একটা দল পাঠানো হলো আমাদের এই দ্বীপের সঙ্গে প্রায় লাগানো নডিদের আবাসস্থল দ্বীপটায়, জ্যান্ত পাখি বা তাদের ডিমের খোঁজে। বাকিরা ঝোপ-ঝাড় বা পাথরের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে লাগলাম শুয়ে বসে।

সূর্য ডুবতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি এই সময় ফিরল এলফিনস্টোন, খালি হাতে। মাত্র তিনটে ডিম আনতে পেরেছে, কোন পাখি নয়। সন্দেহ নেই এখন ডিম পাড়ার সময় না। খুদে দ্বীপটাকে ওরা প্রায় ফাঁকা দেখেছে। পাখিরা দল বেঁধে খাবারের খোঁজে বেরিয়েছে। যে দু'চারটে ছিল সেগুলোকে ধরতে বা মারতে পারেনি চেষ্টা করেও। ভীষণ সতর্ক ওরা।

'ঠিক আছে, আবার চেষ্টা করব আমরা,' বললেন ব্লাই। 'শিগগিরই ওরা ফিরতে শুরু করবে খলতে বোঝাই করে। রাতে চাঁদ থাকবে, তখন আবার যেতে হবে।...মিস্টার কোল, এবার তুমি থাকবে দায়িত্বে। খুব সাবধানে যাবে, যেন শব্দ না হয়। তার আগে পাখিগুলোকে হাত-পা গুটিয়ে বসার সুযোগ দেবে।'

'ঠিক আছে, স্যার, আপনি চিন্তা করবেন না,' বলল কোল। স্যামুয়েল টিঙ্কলার, ল্যাম্ব আর আমাকে বলা হলো ওর সাথে যেতে। অন্ধকার নেমে আসার পর প্রত্যেকে একটা করে লাঠি জোগাড় করে নিয়ে আমরা রওনা হয়ে

গেলাম।

চমৎকার সন্ধ্যা। শান্ত, উষ্ণ, বাতাস নেই বললেই চলে। পশ্চিমাকাশের লাল আভা প্রতিফলিত হচ্ছে ল্যাগুনের আয়নায়। প্রবাল প্রাচীরের ওপর শক্ত হয়ে বিছিয়ে থাকা বালির এক প্রাকৃতিক বাঁধের ওপর দিয়ে চলেছি আমরা। বাঁধটা সরু, চওড়ায় খুব বেশি হলে বারো কদম, প্রশস্ত এক অর্ধবৃত্ত রচনা করে এগিয়ে গেছে পাখি-দ্বীপের দিকে। টিঙ্কলার আর ল্যাম্ব দ্রুত হেঁটে এগিয়ে গেল বেশ খানিকটা। সারেং, স্যামুয়েল আর আমি ধীরে ধীরে হেঁটে চললাম। মাঝে মাঝে থেমে পরীক্ষা করছি প্রবাল প্রাচীরের ফাঁক ফোকর। অয়েস্টার বা অন্য কোন শেলফিশ পাওয়া যায় কিনা দেখছি। কিন্তু অল্প কিছু ছোট ছোট শামুক ছাড়া কিছু পেলাম না–খুব বেশি হলে বুড়ো আঙুলের মাথার সমান হবে একেকটার আয়তন। ওগুলোই আমরা তুলে তুলে ভরে নিতে লাগলাম পাখি নেয়ার জন্যে আনা থলেতে।

ব্লাইয়ের সামনে আমরা খুবই সতর্ক থাকি, ভুল করেও বিদ্রোহের প্রসঙ্গে আলাপ করি না। মনে আছে, এক দিন টিঙ্কলার বাউন্টিতে রয়ে যাওয়া দুই মিডশিপম্যানের পক্ষে কিছু বলার চেষ্টা করেছিল; ব্লাই তাকে এমন এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন যে তারপর থেকে আমরা এ প্রসঙ্গে কোন কথা উচ্চারণ করি না তাঁর সামনে। কিন্তু এখন, ব্লাইয়ের অনুপস্থিতিতে, কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক নিয়মে আলাপের মোড় ফিরল বিদ্রোহের দিকে।

'আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে,' বলল কোল, 'কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না জাগিয়ে পরিকল্পনাটা করল কী করে মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান!'

'আমার মনে হয় হঠাৎই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও,' আমি জবাব দিলাম।

'আমার তা মনে হয় না,' বলল স্যামুয়েল। 'নিঃসন্দেহে অনেক দিন ধরে ও ফন্দি আঁটছিল, কিন্তু প্রকাশ করেনি কারও কাছে। করেছে একেবারে শেষ মুহূর্তে, যাদের বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে শুধু তাদের কাছে।'

মাথা ঝাঁকাল কোল। 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা এরকমই। কিন্তু, মিস্টার লেডওয়ার্ড, এমন পাগলামি ও করল কেন? ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের চেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী আর কেউ ছিল না ওর জাহাজে। ও নিজেও জানত তা।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সারেং। 'আমি পছন্দ করতাম লোকটাকে।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল স্যামুয়েল। বিস্মিত চোখে তাকাল কোল-এর দিকে।

'পছন্দ করতেন!'

'হ্যাঁ,' বলল কোল। 'একটু রগচটা স্বভাবের ছিল, তবে ভদ্রলোক আর যোগ্য অফিসার যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই।'

'এমন যোগ্য অফিসারের দরকার নেই রাজার,' বললাম আমি। 'তোমার বিচারে একটু ভুল আছে, মিস্টার কোল। ভদ্রলোকই যদি হবে, যোগ্য অফিসারই যদি হবে, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আমাদের এভাবে ভাসিয়ে দিল কী করে।'

'আমার বিশ্বাস, মিস্টার লেডওয়ার্ড, আমাদের সাথে এই আচরণটা ও

বুঝে করেনি। নিশ্চয়ই সে সময় ওর মাথা ঠিক ছিল না।...আমি বলছি, জীবনে আর কখনও মনে শান্তি পাবে না মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে আমাদের জন্যে বিবেকের তাড়না অনুভব করবে।'

'তাই বলে ও ফাঁসি এড়াতে পারবে ভাববেন না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল স্যামুয়েল। 'দুনিয়ার যেখানেই যাক, যেখানেই পালাক, ক্যাপ্টেন ব্লাই ঠিক ওকে খুঁজে বের করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন।'

'যা-ই হোক,' বলল কোল, 'আমার বিশ্বাস এর মধ্যেই যথেষ্ট শাস্তি ও পেয়ে গেছে।'

'তোমার কি মনে হয়, মিস্টার কোল, ঈশ্বর ওকে ক্ষমা করবেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'করবেন। সত্যিকার ভাবে অনুশোচনা করলে, ক্ষমা চাইলে এমন কোন পাপ নেই যা ঈশ্বর ক্ষমা করেন না।'

'আচ্ছা, তাহলে আরেকটা কথা বলো, তুমি ওকে ক্ষমা করেছ?' আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে, যেন প্রশ্নটা বিচার করল মনে মনে। তারপর, 'না,' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল সে। 'আমার ক্ষমা সে কোন দিনই পাবে না।'

পাখি-দ্বীপের কাছে পৌঁছে গেছি আমরা। টিঙ্কলার একা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্যে।

'ল্যাম্ব কই, মিস্টার টিঙ্কলার?' কোল জিজ্ঞেস করল। 'বললাম দুজনই অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে!'

'একটু আগেই এখানে ছিল। ক্ল্যাম খোঁজার জন্যে ঝুঁকেছিলাম আমি। সোজা হয়ে দেখি নেই। কোন দিকে যে গেল কিছু টের–'

'পাওয়া উচিত ছিল, মিস্টার টিঙ্কলার,' কাটা কাটা ভাবে বলল স্যামুয়েল। 'এদিকে কোন গড়বড় হলে ঠিকই জানতে পারবেন ক্যাপ্টেন ব্লাই।'

'ঈশ্বরের দোহাই, স্যামুয়েল, এখন দয়া করে কান কথা লাগালাগি কোরো না,' বলল টিঙ্কলার। 'আমার দোষ কোথায় বলো? মাটিতে পেড়ে ফেলে ওর মাথার ওপর বসে থাকব? খুব বেশি দূর নিশ্চয়ই যেতে পারেনি।'

'একেবারে গর্ধভ লোকটা,' বলল স্যামুয়েল। 'চোখের আড়ালে ওকে এক মুহূর্ত বিশ্বাস করা যায় না।'

'ঠিক,' বলল কোল, 'যেখানেই গড়বড় সেখানেই ল্যাম্বকে পাওয়া যাবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক। যথেষ্ট সময় আছে হাতে।'

সন্ধ্যার লালিমা বিলীন হয়ে গেল। অন্ধকার নামল প্রকৃতিতে। চাঁদ উঠল তারার ঝিকিমিকি ম্লান করে দিয়ে। কিন্তু ল্যাম্ব এল না। আর অপেক্ষা অর্থহীন ভেবে আমরা এগোলাম।

দ্বীপটা লম্বায় প্রায় এক মাইল, চওড়ায় অর্ধেক। পাখিরা রাতে থাকে আমরা যেখানে আছি তার ঠিক উল্টো দিকের শেষ প্রান্তে। ধীরে ধীরে এগিয়ে

চলেছি আমরা ওদের আবাসস্থলের দিকে। প্রায় অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করেছি, হঠাৎ তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে ঝাঁক বেঁধে ডানা মেলল পাখিরা। ঝটপট ডানার শব্দ আর ওদের ভয়ার্ত ক্ষুব্ধ রবে মুখর হয়ে উঠল আকাশ। চাঁদ প্রায় ঢাকা পড়ে গেল পাখির ঝাঁকের আড়ালে। মুহূর্তে আমরা বুঝে ফেললাম ঘটনা কী ঘটেছে। আমাদের মহামূল্যবান ল্যাম্ব আমাদের জন্যে অপেক্ষা না করেই হামলা চালিয়েছে পাখির দলের ওপর। আমাদের পরিকল্পনা যে মাঠে মারা যাওয়ার পথে, বুঝতে অসুবিধা হলো না। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও ছুটতে শুরু করলাম সবাই, এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নাগালের মধ্যে উড়ন্ত পাখি পেলেই আঘাত করতে লাগলাম। কিন্তু খুব একটা লাভ হলো না। আমি নিজে কোন মতে দুটো নড়ি আহত করে থলেতে পোরার পর ক্লান্তির চরমে পৌঁছে বসে পড়তে বাধ্য হলাম। বসে বসে কয়েক মিনিট হাঁপানোর পর হঠাৎ ভয়ানক পায়খানার বেগ পেল আমার। প্রস্তুত হয়ে বসতে না বসতেই সবিস্ময়ে এবং সন্তুষ্টিতে আবিষ্কার করলাম ভারমুক্ত হতে পেরেছি আমি, তেত্রিশ দিনের ভেতর এই প্রথম!

একটু সুস্থ হয়ে আরও দু'একটা পাখি মারা যায় যদি এই আশায় উঠে উপর দিকে তাকালাম। কিন্তু নাগালের মধ্যে একটাকেও দেখলাম না। অগত্যা আমার সম্বল দুটো পাখি নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে খুঁজতে লাগলাম সঙ্গীদের।

বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার পর এক জায়গায় দেখলাম ওদের। গুটিসুটি হয়ে বসে থাকা ল্যাম্বকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

'দেখুন, মিস্টার লেডওয়ার্ড!' ক্রোধ কম্পিত স্বরে চিৎকার করল স্যামুয়েল; 'দেখুন বদমাশটার কাণ্ড!'

কোল কিছু বলল না। দু'হাত ভাঁজ করে তাকিয়ে রইল ল্যাম্বের দিকে। মাথার ওপর হাজার হাজার নড়ি উড়ছে, চিৎকার করছে, কানে তালা ধরানো স্বরে। একজন আরেক জনের কথা বুঝবার জন্যে চেঁচানো ছাড়া উপায় নেই আমাদের।

কিন্তু কাউকে কিছু বলতে হলো না, কী ঘটেছে এমনিতেই আমি বুঝতে পারলাম। ল্যাম্বের মুখ হাত রক্তে মাখামাখি। চারপাশে ছড়িয়ে আছে ন'টা পাখির ভুক্তাবশেষ। পাখিগুলো ধরে খেয়েছে ও। মনে মনে ওর খাওয়ার ধরনের প্রশংসা না করে পারলাম না। চামড়া, হাড় আর নাড়িভুঁড়ি ছাড়া কিছুই প্রায় অবশিষ্ট রাখেনি। কাতর কণ্ঠে সে কিছু একটা আবেদন নিবেদন করছে কোল-এর উদ্দেশ্যে। পাখিদের চিৎকারে তার কিছুই আমার কানে পৌঁছুল না। হঠাৎ সারেং খেপে উঠে লাঠির ডগা দিয়ে এক গুঁতো লাগাল তাকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ল্যাম্ব। এবার ঝুঁকে কোল চিৎকার করল:

'চুপ! চুপ, বদমাশ! এখান থেকে যদি নড়েছিস লাঠি পেটা করে তোর জান আমি শেষ করে দেব!'

আবার আমরা পাখির সন্ধানে বেরোলাম। কিন্তু লাভ হলো না বিশেষ। পুরোপুরি সতর্ক হয়ে গেছে ওরা। যে দু'একটা নেমে এসে বসেছিল। আমরা

কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই ডানা ঝটপটিয়ে আবার উড়াল দিল। ঝাড়া দু'ঘণ্টা চেষ্টা করে আমার আগের দুটো সহ মোট বারোটা পাখি ধরতে পারলাম।

আর চেষ্টা অর্থহীন বুঝে ফিরতি পথে রওনা হলাম আমরা। আমাদের সংগ্রহ দেখে মিস্টার ব্লাই এবং অন্যরা কেমন হতাশ হবে কল্পনা করতে পারছি। প্রত্যেকে যেখানে অন্তত তিনটে বা দুটো রোস্ট করা পাখি দিয়ে খাওয়া সারবে বলে, আশা করে আছে সেখানে আমরা সাকুল্যে নিয়ে যাচ্ছি বারোটা। এর চেয়ে করুণ আর কী হতে পারে?

কোল থলে হাতে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে নিয়ে চলেছে ল্যাম্বকে। ব্যাটা কসাই এখনও অনুনয় বিনয় করছে যেন মিস্টার ব্লাইয়ের কানে কথাটা না তোলা হয়।

'আমার মাথা নষ্ট হয়ে গেছিল, মিস্টার কোল। এত দিন না খেয়ে থাকা–'

'না খেয়ে থাকা!' বলল স্যামুয়েল, 'ব্যাটা চোর, না খেয়ে কি তুই একা ছিলি? মাথা নষ্ট হয়ে গেছিল? বলিস ক্যাপ্টেন ব্লাইকে!'

কোল এবার দাঁড়িয়ে পড়ল। 'মিস্টার স্যামুয়েল, আমার মনে হয় পুরো ব্যাপারটা ওঁকে না জানানোই ভাল।'

'কেন?' সবিস্ময়ে বলল স্যামুয়েল, 'বদমাশটাকে বাঁচাতে চান আপনি? ও যখন মাংস চুরি করেছিল, আমাদের কথা ভেবেছিল একটুও?'

'আমি ওকে বাঁচাতে চাইছি না, স্যামুয়েল,' বলল কোল। 'আমাদের সাথে কী জঘন্য, কী নীচ প্রবৃত্তির একটা জীব আছে তা মিস্টার ব্লাইকে জানাতে আমার লজ্জা করবে।'

'উনি এমনিতেই জানেন,' জবাব দিল স্যামুয়েল। 'বদমাশ কামচোর, তোফোয়া ছাড়ার পর দু'দিন না যেতেই অসুস্থতার ভান করে খোলে পড়ে পড়ে কাতরাতে লাগল আর আমরা পানি সেচে মরলাম। শুধু এটুকু হলে হত, এর ওপর আবার মাংস চুরি!'

'আমি চুরি করিনি, স্যার! সত্যি বলছি!'

'নরকের কীট, তুই-ই করেছিস! ভাবিস আমরা কিছু বুঝি না? আমাদের ভেতর তোর মত ইতর আর কে আছে রে?'

স্যামুয়েলের কথা সত্যি সন্দেহ নেই। ওর মত আমিও তা বিশ্বাস করি। তবু কোল-এর সঙ্গে এক মত হলাম আমি, কাঁচা পাখি খাওয়ার কথাটা ক্যাপ্টেনের কানে না তোলাই উচিত হবে। টিঙ্কলারও আমাদের সমর্থন করল। অবশেষে প্রায় নিরুপায় হয়ে স্যামুয়েল রাজি হলো বিষয়টা গোপন রাখতে।

'কিন্তু কার দোষে পাখিরা ভয় পেয়ে উড়ে গেছে তা ক্যাপ্টেন ঠিকই টের পাবেন,' বলল সে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কোল। 'জিজ্ঞেস করলে সেটুকু তো আমাদের নিজেদের গরজেই স্বীকার করতে হবে।'

যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ হলেন ব্লাই। ল্যাম্বের হাত থেকেই পাখি মারার লাঠিটা কেড়ে নিয়ে দু'ঘা লাগিয়ে দিলেন। কেউ কোন রকম দুঃখ বোধ করল না ওর জন্যে।

অত্যন্ত করুণ একটা রাত গেল আমাদের। আগুন জ্বালিয়ে অপেক্ষা করছিল সবাই আমরা এলেই পাখির পালক ছাড়িয়ে রোস্ট করা শুরু করবে। ব্লাই আশ্বাস দিয়েছিলেন, একেক জন অন্তত দুটো করে তো ভাগে পাবেই। কিন্তু আমাদের শোচনীয় ব্যর্থতার ফলে সব ভেস্তে গেল। বারোটা পাখি পালক ছাড়িয়ে পোড়ানো হলো, তবে খেতে দেয়া হলো না কাউকে। সাবধানে কাপড় দিয়ে মুড়ে রেখে দেয়া হলো ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্যে। যে সামান্য শামুক আর অয়েস্টার আমরা এনেছি সেগুলো আর পানি দিয়েই কোন মতে রাতের খাবার সারা হলো। এর পর এলফিনস্টোন আর হেওয়ার্ডকে পাহারায় রেখে শুয়ে পড়লাম আমরা।

ঘুমে চোখ দুটো সবে বুজে এসেছে কি আসেনি, শোরগোল শুনে উঠে বসলাম আমি। সভয়ে দেখলাম সারা দ্বীপে আগুন জ্বলছে। আসলে সারা দ্বীপে নয়, ঘুমের চোখে তেমনই মনে হলো। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে রাতে, তাই মাস্টার নিজের জন্যে একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করেছিল আমরা সবাই যেখানে শুয়েছি সেখান থেকে খানিকটা দূরে। আগেই বলেছি এদ্বীপের ঘাস খুব রুক্ষ প্রকৃতির। অনেকদিন বৃষ্টি না পেয়ে সেসবের বেশির ভাগই শুকিয়ে গেছে। আগুনের সংস্পর্শে এসে জ্বলে উঠেছে সেই শুকনো ঘাস। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। আমরা বৃথাই চেষ্টা করলাম তা নেভানোর। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে জ্বলল আগুন তারপর আপনা থেকেই নিবে গেল। ভাগ্য ভাল বলেই বোধহয় বড় রকমের কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। মিস্টার ব্লাইয়ের মত রগচটা মানুষের পক্ষে এমন একটা ব্যাপার সহ্য করা সত্যিই দুরূহ। আগুন নিবে যাওয়ার পর পুরো দলকে, বিশেষ করে ফ্রায়ারকে মৌখিক ভাবে ভাল এক ধোলাই দিলেন তিনি।

'তুমি,' ফ্রায়ারের দিকে তর্জনী নাচিয়ে গর্জে উঠলেন ক্যাপ্টেন, 'তুমি হচ্ছ এ দলের সবচেয়ে অযোগ্য, অপদার্থ ব্যক্তি। কোথায় কষ্ট সয়ে, ত্যাগ স্বীকার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে সবার জন্যে তা না সবাইকে বাদ দিয়ে আগুন পোহাতে গেছ! শুনে রাখো আমার কথা! যে কাজ তুমি করেছ, গর্দভ, তার পরিণামে জংলীরা আসবে এখানে! ভালই হয় তাহলে! তোমার মত—তোমাদের এই সব ক'টার মত উজবুক এ দুনিয়ায় না থাকলে কার কী এসে যায়? এমন অকর্মণ্য একদল বদমাশ জুটেছিল আমার কপালে! পাখির জন্যে পাঠালাম, এমন এক জায়গায় যেখানে হাজার হাজার আছে, তোমরা গিয়ে ভয় দেখিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে ফিরলে খালি হাতে! মাছ ধরতে পাঠালাম, একটাও ধরতে পারলে না! তারপর আশা করো আমি তোমাদের খাওয়াব! দশ মিনিটের জন্যে চোখ বুজলে এমন কিছু করে বসো যে সব ক'জনের প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়! তারপর আশা করো তোমাদের নিরাপদে টিমোর-এ নিয়ে যাব! ঈশ্বরের কসম, যদি যেতে পারি এক কণা

কৃতিত্বও তোমাদের কারও পাওনা হবে না!'

ঝাঁঝের সঙ্গে কথাগুলো বলে এক মুহূর্ত থামলেন তিনি। তারপর শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠে আবার বললেন:

'যাও, শুয়ে পড়ো সবাই। টিমোর-এ পৌঁছানোর আগে হয়তো এটাই আমাদের শেষ রাত তীরে; যতটা পারো ঘুমিয়ে নাও।'

এগারো

দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই আমরা নড়ে চড়ে উঠলাম। টানা ছ'সাত ঘণ্টা ঘুমানোর ফলে সবাই বেশ সতেজ। মিস্টার ব্লাই জাগলেন খোশ মেজাজে, এবং তক্ষুণি রওনা হতে চাইলেন। কিন্তু ল্যাম্বের অবস্থা দেখে মেজাজ খিঁচড়ে গেল তাঁর। অসম্ভব পেটে ব্যথা বদমাশটার, লঞ্চে ওঠা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

'কী হয়েছে দেখ তো, মিস্টার লেডওয়ার্ড,' চরম বিতৃষ্ণা আর ঘৃণার দৃষ্টিতে ল্যাম্বের দিকে তাকিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন।

প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁকড়ে আছে ল্যাম্ব: কাল সন্ধ্যায় অতগুলো পাখির মাংস কাঁচা খাওয়ার ফল। একবার ইচ্ছে হলো মিস্টার ব্লাইকে বলি সত্যি কথাটা; স্বার্থপর লোকটার জন্যে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি অবশিষ্ট নেই আমার মনে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত আমি সামলে নিয়ে এগিয়ে গেলাম বদমাশটার পেট ব্যথা কমানোর জন্যে কিছু করা যায় কিনা দেখতে। আমি পৌঁছানোর আগেই ভয়ানক পাতলা পায়খানা শুরু হলো ওর। আধঘণ্টা পর কোন মতে ওকে সাফ সুতরো করে নৌকায় তুলে রওনা হলাম আমরা।

সকালটা দারুণ সুন্দর। আকাশ মেঘশূন্য, পুব-দক্ষিণ-পুব থেকে বাতাস বইছে মৃদুমন্দ গতিতে। ভরা পালে তরতরিয়ে এগোচ্ছে লঞ্চ। ফ্রায়ার হাল ধরেছে। পাশে বসে আছেন মিস্টার ব্লাই। হাঁটুর ওপর খোলা তাঁর জার্নাল। উপকূল রেখার মানচিত্র আঁকছেন। একটু পর পরই তাকাচ্ছেন একবার কম্পাসের দিকে, পরমুহূর্তে চোখ তুলে ডাঙার দিকে। মাঝে মাঝে একেবারে নিবিষ্ট হয়ে যাচ্ছেন জার্নালে। সে সময় চোখ না তুলেই বলছেন, 'লগ ভাসাও,' এবং লঞ্চের গতিবেগ টুকে রাখছেন।

নিউ হল্যান্ডের রীফের ভেতর দিয়ে যতক্ষণ আমরা এগোলাম এই এক কাজে নিয়োজিত রইলেন ব্লাই। কখনও কখনও মনে হলো আমাদের উপস্থিতিটা পর্যন্ত যেন তিনি ভুলে গেছেন। ভুলে গেছেন বাউন্টির কথা, বিদ্রোহের কথা। ভুলে গেছেন ছোট একটা অরক্ষিত নৌকায়, প্রায় অনাহারে আছেন, আছেন সবচেয়ে কাছের ইওরোপীয় জনবসতি থেকে শত শত লিগ দূরে। এই সময় তাঁর মুখে যে অদ্ভুত কৌতূহল আর প্রশান্তি মেশা অভিব্যক্তি দেখেছি তা ভোলার নয়।

উত্তর দিকে প্রায় দু'লিগ এগোনোর পর লক্ষ করলাম পুব দিক থেকে বড় বড় ঢেউ এগিয়ে আসছে একের পর এক। ধারণা করলাম রীফের কোথাও ফাটল বা ছেদ জাতীয় কিছু আছে যেখান দিয়ে খোলা সাগরের ঢেউ এগিয়ে আসতে পারছে। সাগরের এই বিক্ষুব্ধ অবস্থা চলতে লাগল। মাঝ সকাল নাগাদ এক ডুবো চরার ওপর দিয়ে এগিয়ে গেলাম আমরা। দু'জায়গায় দেখলাম পানির ওপর মাথা তুলেছে চর। চার-মাইল মত পশ্চিমে দুটো ছোট দ্বীপও দেখতে পেলাম। দুপুরের দিকে পরপর ছ'টা সবুজ ঘাসে ছাওয়া চরার পাশ কাটিয়ে গেলাম আমরা। পাশাপাশি আমাদের বাঁদিকে মূল ভূ-খণ্ডের চেহারা হয়ে উঠল রুক্ষ, সবুজের নাম গন্ধও নেই। হলদেটে বেলে পাথরের পাহাড় নেমে এসেছে সাগর পর্যন্ত। সামনের এক সমতল চূড়াওয়ালা পাহাড়ের নাম রাখলেন ব্লাই 'পুডিং-প্যান হিল', আর একটু উত্তরে পাশাপাশি দুটো গোল পাহাড়ের নাম দিলেন 'দ্য প্যাপস।' সূর্যাস্তের ঘণ্টা দুয়েক আগে মূল ভূ-খণ্ডের দিকে বিরাট এক নদী-মুখ বা মোহনার পাশ কাটিয়ে গেলাম আমরা।

এই নদী-মুখের তিন লিগ মত উত্তরে একটা দ্বীপ দেখে মিস্টার ব্লাই ঠিক করলেন ওখানে রাত কাটাবেন। সাগরের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস বইছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে উত্তরমুখী তীব্র স্রোত। তাতে অবশ্য খুব একটা অসুবিধা হলো না। বাতাস এবং স্রোতের সহায়তায় ভালই এগোল লঞ্চ।

মোটামুটি গাছপালা থাকলেও দ্বীপটা পাহাড়ী। কাছাকাছি যাওয়ার পর মনে হলো বড়সড় একটা পাথরের স্তূপ মাথা তুলেছে সাগরের তলা থেকে। অবতরণ করার মত জায়গা একটাই দেখতে পেলাম। সেটাও খুব একটা সুবিধাজনক কিছু নয়। ছোট্ট এক অন্তরীপের ওপাশে জায়গাটা। ওদিকে যখন চলেছি বিশালাকৃতির এক হাঙ্গর বেশ কিছুক্ষণ চক্কর কাটল আমাদের ঘিরে; তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই যখন অন্তরীপটা ঘুরছি কয়েকজন দেখতে পেল, বিরাট একটা কুমীর চলে গেল নৌকার নিচ দিয়ে।

'লঞ্চের চেয়ে বড়, স্যার,' ক্যাপ্টেনের প্রশ্নের জবাবে বলল কোল। 'চার পা আর লম্বা লেজওয়ালা। কুমীর, স্যার, কোন সন্দেহ নেই আমার।'

দূর থেকে যা মনে হয়েছিল কাছে গিয়ে দেখলাম অবতরণ স্থানটা তার চেয়েও খারাপ। খাড়া দেয়ালের মত প্রবাল নেমে গেছে প্রায় দু'ফ্যাদম গভীরতা পর্যন্ত। তলাটা জঘন্য। ফ্রায়ারের নেতৃত্বে কয়েক জনকে তীরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন ব্লাই। তিনি নিজে বাকিদের নিয়ে লঞ্চেই থাকবেন। তীরের যথাসম্ভব কাছে নৌকা নিয়ে গিয়ে আমাদের একমাত্র নোঙ্গরটা পানিতে ফেলা হলো। বাতাসে নোঙ্গর ফেলা জায়গা থেকে লঞ্চ কিছুটা সরে আসায় টান টান নোঙ্গরের রশি। হঠাৎ ঢিলে হয়ে গেল ওটা। ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি।

'কী, হলো কী!' চিৎকার করলেন ব্লাই।

'নোঙ্গর ছিঁড়ে গেছে, স্যার,' পাল্টা চিৎকার করল কোল।

'দাঁড় ধরো!'

তিন চারজন পড়িমরি করে দাঁড় বের করে টানতে শুরু করল প্রাণ দিয়ে। বিপদ বুঝতে অসুবিধা হয়নি কারও। কিন্তু ওরা এত দুর্বল, সব ক'জনের মিলিত চেষ্টায় লঞ্চ কোন রকমে পাথরের গায়ে গিয়ে আছড়ে পড়া থেকে বেঁচে রইল। সামনে চলে গেলেন ব্লাই। সেখানে তখন কোল ছেঁড়া রশিটা টেনে তুলে পরীক্ষা করছে।

'জং-এ রশি ক্ষয়ে গেছে, স্যার,' জানাল সে। ছুরি বের করে কেটে ফেলল জং ধরা দড়িটুকু।

ব্লাই ঝুঁকে পানির ভেতর তাকালেন। সন্ধ্যার ম্লান আলোয় কী দেখতে পেলেন তিনিই জানেন। এক মুহূর্ত পরে মাথা না উঠিয়েই বললেন:

'এখানে! এখানে রাখো নৌকা!'

সোজা হলেন ব্লাই। কোন কথা না বলে খুলে ফেললেন তাঁর শতচ্ছিন্ন জামা আর ট্রাউজার। এক হাতে নোঙ্গরের রশিটা ধরে লাফিয়ে পড়লেন পানিতে।

কোল উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে রইল তাঁর লাফিয়ে পড়া জায়গাটার দিকে। তারপর হঠাৎ খেয়াল করল, দাঁড়ীরাও দাঁড় টানা থামিয়ে তাকিয়ে আছে একই দিকে, সবার চোখে ভয় মেশানো বিস্ময়। ভাবছে মাত্র কিছুক্ষণ আগে হাঙ্গর আর কুমীর দেখার পর লোকটা পানিতে নামল কোন সাহসে!

'টানো! টানো!' গর্জে উঠল সে। 'বসে আছ কেন? ক্যাপ্টেনের হাত থেকে রশিটা ছুটে যাক তাই চাইছ নাকি? টানো, হাঁদারা!'

আবার রশির দিকে চোখ ফেরাল কোল। আগের মতই তাকিয়ে রইল উৎকণ্ঠার সঙ্গে। মিনিটখানেক পর জলের ওপর মাথা দেখা গেল ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের। লম্বা করে তিন চার বার দম নিয়ে আবার ডুব দিলেন তিনি। এবারও মিনিটখানেক পানির নিচে রইলেন। তারপর উঠে সাঁতার কেটে এলেন নৌকার পেছন পর্যন্ত। নিজের চেষ্টাতেই উঠলেন নৌকায়। কিনারার ওপর বসে হাঁপালেন কিছুক্ষণ।

'ঈশ্বরের কসম, স্যার,' আমি বললাম, 'কী খুশি যে হয়েছি, আমাকে নামতে বলেননি!'

হাসলেন তিনি। 'ভেবো না আমার নিজেরও খুব একটা ইচ্ছে ছিল নামার। কিন্তু যেখানে আমিই ভয় পাচ্ছি সেখানে অন্য কাউকে কী করে বলি নামতে? দানবের মত হাঙ্গরটার কথা কিছুতেই তাড়াতে পারছিলাম না মন থেকে।' একটু যেন শিহরিত হলেন তিনি। 'নেলসন, আরেকটা কী যেন দেখেছিলে—কুমীর?'

'আমার কোন সন্দেহ নেই সে ব্যাপারে,' জবাব দিল নেলসন। 'ক্যাপ্টেন কুকও এমন কিছু প্রাণী দেখেছিলেন এদিককার সাগরে যেগুলোকে কুমীর ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি তাঁর।'

আরেকবার শিহরিত হলেন ব্লাই। 'বাবা! ভালয় ভালয় উঠে আসতে পেরেছি। ভয়ঙ্কর জায়গা এটা, আর এই স্রোত। সাক্ষাৎ শয়তান একেবারে।

মনে হচ্ছিল যেন একসাথে চারদিকেই বইছে।'

'ভাগ্য ভাল, স্যার, সোজা নোঙ্গরটার কাছে পৌঁছুতে পেরেছিলেন,' বলল পেকওভার।

'হ্যাঁ, মিস্টার পেকওভার। একাজ আসলে ওই তাহিতির ইন্ডিয়ানদের। প্রথমবার নিচে গিয়ে কোন মতে দড়িটা পরাতে পেরেছিলাম আংটায়, তার পরই উঠে আসতে হলো দম নেয়ার জন্যে। ইন্ডিয়ান কেউ হলে একবারেই গিঁট দিয়ে আসতে পারত। আমরা এই সাদারা, বুঝলে, পানির নিচে স্রেফ কোন কাজের না।'

অন্ধকার নেমে আসছে দ্রুত। যে সামান্য আলো এখনও আছে তার মধ্যে আমরা খাওয়া সেরে নিলাম কাল রাতে ল্যাগুন আইল্যান্ডে রোস্ট করা পাখির অবশিষ্টাংশ দিয়ে। বাকিটা দুপুরে খাওয়া হয়েছে। নোঙ্গর ফেলা থাকলেও তীব্র বাতাস আর স্রোতে নৌকা বেশ টলমলে অবস্থায় রইল। প্রায় নির্ঘুম উদ্বেগ-পীড়িত একটা রাত কাটালাম। সূর্যোদয়ের সামান্য আগে চাঁদ ডুবে গেল। প্রথম ভোরের ধূসর আলোয় ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের সঙ্গে তীরে নামলাম আমরা যারা নৌকায় আছি তাদের কয়েকজন। উদ্দেশ্য, খাওয়ার মত কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখা। কোল আর পেকওভার রইল নৌকার দায়িত্বে।

নেলসন বড়সড় এক পাথরের আড়ালে বেশ আরামেই ঘুমিয়েছে রাতে। ওকে জাগা অবস্থায় পেলাম। ও আর আমি বেরিয়ে পড়লাম দ্বীপের ওপাশটা ঘুরে দেখার জন্যে। সৈকতের খানিকটা ওপরে একটা ঝোপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বিরাট কয়েকটা কচ্ছপের খোল দেখা গেল। কাছেই ইন্ডিয়ানদের তৈরি করা অগ্নিকুণ্ডের অবশেষ একটা। আরও কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর একটা জায়গা দেখে মনে হলো শেলফিশ পাওয়া যেতে পারে। ঝুঁকে খুঁজতে শুরু করলাম আমরা। একটু পরেই শুনলাম নেলসনের চিৎকার:

'লেডওয়ার্ড! দেখ!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলাম বিশাল একটা কচ্ছপ উল্টে দেয়ার চেষ্টা করছে ও। কচ্ছপটা প্রাণপণে ছুটছে পানির দিকে।

'লেডওয়ার্ড!' হাঁপাতে হাঁপাতে আবার চিৎকার করল নেলসন।

পরমুহূর্তে আমি পৌঁছে গেলাম ওর পাশে। কিন্তু দু'জনের মিলিত শক্তিও যথেষ্ট হলো না কচ্ছপটাকে ওল্টানোর জন্যে। বিশাল প্রাণীটা তার পা বা পাখনা দিয়ে ভয়ানক ভাবে আমাদের দিকে বালি আর নুড়ি ছিটাতে ছিটাতে ছুটে চলল সাগরের দিকে। আর কয়েক গজ গেলেই পৌঁছে যাবে। ভয়ানক শক্তি ওটার দেহে, ওজন চারশো পাউন্ডের কম হবে না। ওল্টানো অসম্ভব বুঝতে পেরে ওটার পেছনের দুটো পাখনা ধরে বসলাম দু'জন। আমাদের শীর্ণ দেহে যতটা শক্তি আছে, সব দিয়ে টানতে লাগলাম পেছন দিকে। কিন্তু তাতে কচ্ছপটার গতি একটু কমল শুধু, স্তব্ধ হলো না। আমাদের টেনে নিয়ে চলল তার পেছন পেছন। অবশেষে আমাদের সব প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে সে নেমে পড়ল পানিতে। অমনি তার ক্ষমতা বেড়ে গেল কয়েক গুণ। সাঁ সাঁ

করে ছুটল সামনের দুই পাখা দিয়ে জল কেটে। হুমড়ি খেয়ে পানিতে পড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে বাকি পা দুটো ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম আমরা।

ভয়ানক হাঁপাচ্ছি দু'জন। মনে হচ্ছে হেঁটে সৈকতের ওপর পর্যন্ত যাওয়ার শক্তিটাও অবশিষ্ট নেই শরীরে, টলতে টলতে কোনমতে একটু গিয়েই বসে পড়লাম আমরা।

'কপাল মন্দ!' শুকনো একটু হেসে বলল নেলসন। 'অন্তত দু'সপ্তার খাবার হত, তাই না, লেডওয়ার্ড?'

'বেশি,' আমি জবাব দিলাম। 'ডিম পেড়ে রেখে গেছে বোধহয়। চলো খুঁজে দেখি।'

মাথা নাড়ল নেলসন। 'না। পানি থেকে উঠে সবে গর্ত করতে শুরু করেছিল, এই সময় আমি চমকে দিয়েছি। দেখলে না পিঠ তখনও ভেজা!'

চুপ হয়ে গেলাম দু'জন। অবশেষে ও বলল:

'এই ব্যাপারটা কাউকে আমরা বলব না, কী বলো, লেডওয়ার্ড?'

ধীরে ধীরে উঠে ফিরতি পথে রওনা হলাম আমরা। উঁচু মত একটা জায়গা দেখে বিশ্রাম নিতে বসলাম আবার। বাঁয়ে সামান্য দূরে দেখতে পাচ্ছি অন্যরা জড়ো হয়েছে লঞ্চের কাছে। নেলসন শুয়ে পড়ে পা ছড়িয়ে দিল, দু'হাত মাথার নিচে দিয়ে।

'আমার মত একটু গড়িয়ে নাও, লেডওয়ার্ড,' বলল ও। 'হয়তো এটাই হাত-পা ছড়িয়ে শোয়ার শেষ সুযোগ আমাদের।'

'শেষ সুযোগ? কী বলছ তুমি!'

'ব্লাইয়ের ধারণা কাল অথবা পরশু আমরা উপকূল ছাড়িয়ে যাব।'

দ্বিধার সঙ্গে একটু হেসে আমি বললাম, 'তোমার কাছেই শুধু বলছি, নেলসন, শেষ পর্যন্ত আমরা টিকতে পারব কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'আমারও। এখানে আসার পথে যেমন রাত কাটাতে হয়েছে অমন আর দু'একটা কাটাতে হলেই হয়েছে!'

লঞ্চের কাছে ফিরে দেখলাম ব্লাই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। অন্যরাও কেউ কিছু খুঁজে পায়নি। সুতরাং আর সময় নষ্ট না করে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। চিৎকার করে লঞ্চ কাছে নিয়ে আসতে বলা হলো। একটু পরেই নোঙ্গর তুলে পাল উড়িয়ে দিলাম আমরা।

দুপুর দুটোর দিকে মূল ভূ-খণ্ডের একেবারে পশ্চিম অংশ লক্ষ্য করে এগোনোর সময় একটা সুবিস্তৃত ডুবো চরার ওপর পৌঁছুল লঞ্চ। পানির গভীরতা এখানে খুব কম হলেও আমরা নিরাপদে এগিয়ে যেতে পারলাম। নৌকার তলা ঠেকল না চরায়। ব্লাই জায়গাটার নাম রাখলেন 'শোল কেপ'।

সন্ধ্যার ঠিক আগে ছোট্ট একটা পাথুরে দ্বীপের পাশ কাটিয়ে গেলাম আমরা। অসংখ্য পাখি দেখলাম দ্বীপটায়, রাত কাটানোর জন্যে এসেছে, আসছে। উত্তর, দক্ষিণ বা পশ্চিমে ডাঙার কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না।

তিনশো লিগ খোলা সাগর এখন টিমোর আর আমাদের মাঝখানে।

নিউ হল্যান্ডের রীফের ভেতর ছ'টা দিন আমরা মোটামুটি আরামে ঘুমাতে পেরেছি রাতে, ছোট্ট দ্বীপগুলোয় যা পাওয়া গেছে তা দিয়ে খাওয়াও চলেছে মোটামুটি। সবচেয়ে বড় যেটা, প্রবালের প্রাচীর আমাদের রক্ষা করেছে পুরানো শত্রু সাগরের হাত থেকে।

কিন্তু সাগর আমাদের ভোলেনি। যে ক'দিন রীফের আশ্রয়ে ছিলাম, ঘাপটি মেরে পড়ে ছিল সে। নতুন করে খোলা সাগরে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার এ ক'দিনের অবদমিত রোষ নিয়ে। শোল কেপ পেরোনোর পর পরই পুব দিক থেকে ছুটে এল প্রচণ্ড ঝড় আর তীব্র বর্ষণ। একটানা সাতদিন চলল। এই সাত দিনে আমাদের যে দুর্দশা হলো তার বিশদ বর্ণনা আমি দেব না। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, নৌকার সাথে প্রায় মিশে গেলাম আমরা।

দশই জুন সকালে আমি কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছি পেছনের পাটাতনের ওপর। ল্যাম্ব, সিম্পসন, আর নেলসনের অবস্থাও আমার মত শোচনীয়। আর লেবোগ–বাউন্টির পাল নির্মাতা, এককালের কঠোর পরিশ্রমী নাবিক–শুয়ে আছে সামনে, চোখ বন্ধ। ওর পা দুটো পানি এসে ফুলে গেছে ভয়ানক ভাবে। মাংসের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে গেছে। চাপ দিলে বা চিমটি কাটলে আঙুলের দাগ পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠে।

বাতাস এখনও বেশ জোরে বইছে, যদিও কাল রাতের চেয়ে কমেছে অনেক। ঢেউগুলোর আকার একটু ছোট হয়েছে। মাত্র দু'জনেই চালিয়ে নিতে পারছে পানি সেচার কাজ। হালে আছে এলফিনস্টোন, পাশে ক্যাপ্টেন ব্লাই। দু'জনেরই চেহারায় কেমন এক ভৌতিক অভিব্যক্তি, যদিও ক্যাপ্টেনের চোখ দুটো শান্ত। আমাদের মাছ ধরার সুতোটা ছাড়া রয়েছে যথারীতি নৌকার পেছনে। পেকওভার ও কোল এখনও নিষ্ঠার সাথে নিয়ম করে পাখির পালক বা ন্যাকড়া বেঁধে তাদের জানা সব কৌশল প্রয়োগ করে চলেছে। কিন্তু ফল বর্ষিত হচ্ছে না। গত রাতে শেষ বার একটা পাখির পালক বেঁধে দিয়েছিল পেকওভার, পাঁচ তারিখে ক্যাপ্টেন ব্লাই নিজের হাতে ধরেছিলেন পাখিটা–নিউ হল্যান্ড ছাড়ার পর ওই একটা মাত্র পাখিই আমরা ধরতে পেরেছি।

কুকুরকুণ্ডলী হয়ে আমি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি সুতোটার দিকে। লঞ্চ এগোচ্ছে কমপক্ষে চার নট গতিতে। হঠাৎ একটা ব্যাপার লক্ষ করে চোখ কপালে উঠে গেল আমার। সুতোটা আমাদের পেছন পেছন না এসে নৌকার সঙ্গে সমকোণ তৈরি করে এগোচ্ছে! এক মুহূর্ত ব্যাপারটার তাৎপর্য আমার মাথায় ঢুকল না। তারপর, এই অবস্থায় যত জোরে সম্ভব তত জোরে চিৎকার করলাম:

'মাছ!'

চমকে ঘাড় ফেরালেন মিস্টার ব্লাই। ছোঁ মেরে সুতোটা ধরে উঠে দাঁড়ালেন। টানতে শুরু করলেন হাতের পর হাত; এমন আশ্চর্য শক্তিতে,

উদ্যমে, আমি অবাক না হয়ে পারলাম না।

'ঈশ্বরের কসম!' বললেন তিনি, 'এটাকে ছুটতে দেব না কিছুতেই!'

প্রায় বিশ পাউন্ড ওজনের ডলফিন ওটা। কাপ্তেনের টানে লাফ ঝাঁপ করতে করতে এগিয়ে এল। শেষ টান দিলেন ব্লাই। কিনার ছাড়িয়ে প্লাটাতনের ওপর এসে পড়ল মাছটা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন তিনি।

'তোমার ছুরিটা, মিস্টার পেকওভার!' হাত একটুও শিথিল না করে চিৎকার করলেন ক্যাপ্টেন।

মুহূর্তের মধ্যে পেকওভার ছুরি চালিয়ে মাছটার ফুলকোর নিচের রগ কেটে দিল। তারপরও ওটাকে শক্ত করে ধরে রইলেন মিস্টার ব্লাই। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে ডলফিনটার ফুলকোর নিচ দিয়ে। আস্তে আস্তে রঙ বদলে গেল ওটার, দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে এল তড়পানি। তারপর এক সময় স্থির হয়ে গেল। ব্লাই ছেড়ে দিলেন ওটাকে। কিনারা দিয়ে ঝুঁকে ধুয়ে ফেললেন হাত। তারপর গিয়ে বসলেন আগের জায়গায়। বুকটা ওঠা-নামা করছে হাপরের মত। পেকওভার প্রশংসার চোখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

'যতই লাফ ঝাঁপ করুক, আপনার হাত থেকে ছোটা অত সহজ নয়, স্যার,' বলল সে।

'ধন্যবাদ তোমাদের দেয়া উচিত মিস্টার লেডওয়ার্ডকে,' বললেন ব্লাই। 'ও দেখেছিল বলেই না ধরা গেল ব্যাটাকে।...এবার ভাগ করে ফেল। মাছ, নাড়িভুঁড়ি, কলিজা সব।'

পেকওভার হাঁটু গেড়ে বসল মাছটার পাশে। নিঃশব্দে বিড় বিড় করতে করতে ভাগের কাল্পনিক রেখা টানল কতকগুলো। মত বদলে আবার টানল। অবশেষে কাটতে শুরু করল। সবাই এমন এক ঔৎসুক্য নিয়ে দেখছে যে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যে কারও কাছে হাস্যকর মনে হত ব্যাপারটা। একমাত্র এলফিনস্টোন নির্বিকার। হাল ধরে আছে ও কম্পাসের দিকে চোখ রেখে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে তাকাচ্ছে দিগন্তের দিকে।

ছত্রিশ ভাগ করা হলো মাছটাকে, প্রত্যেকটা মোটামুটি আধ পাউন্ডের। আঠারোটা ভাগ বিতরণ করা হলো আমাদের 'এটা কে পাবে?'-পদ্ধতিতে। আমার ভাগে পড়ল চমৎকার একটা টুকরো। ক্যাপ্টেন পেলেন কলিজা আর দু'আউন্স মত মাছ। লেবোগকে যখন ওর ভাগ সাধা হলো ও কোন মতে মাথা নেড়ে ফিসফিস করে বলল:

'আমার মুখে রুচি নেই।'

টিঙ্কলার আমার ভাগটা যখন এগিয়ে দিল অনেক কষ্টে আমি পাশ ফিরে ওটা নিলাম। কিন্তু আমিও এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছি, কাঁচা মাছ দেখেই আমার পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠল। মুখ ফিরিয়ে আমি খাওয়ার ভঙ্গি করে আস্তে এক ফাঁকে মাছটুকু ফেলে দিলাম পানিতে। নেলসন রয়েছে আমার পাশেই। আমি খাচ্ছি মনে করে ও বলল:

'লেডওয়ার্ড, আমি খেতে পারব না। গা গুলাচ্ছে আমার।'

আর লুকোচুরি করতে পারলাম না আমি। ফিসফিসিয়ে বললাম:
'আমারও।'
'মিস্টার স্যামুয়েল,' ব্লাই বললেন, 'সবচেয়ে যারা দুর্বল হয়ে পড়েছে এক চামচ করে মদ দাও তাদের।'
উনি নিজে তখন ডলফিনের কলিজা খাচ্ছেন। মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম খুব একটা তৃপ্তির সঙ্গে না। তবু খেয়ে চলেছেন।
দুপুরের দিকে বাতাস পুব-দক্ষিণপুব থেকে সরে উত্তর-পুব থেকে বইতে শুরু করল। পালগুলো নিচু করে ডান দিকে টেনে বেঁধে দিতে বাধ্য হলাম আমরা। কিছুক্ষণ পরেই আকাশ কালো করে মেঘ এল, তারপর বৃষ্টি। শূন্য পানির পাত্রগুলো ভরে নিতে পারলাম আমরা। পেট ভরে খেতেও পারলাম পানি। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে, যারা এখনও খাড়া আছে, গায়ের কাপড় খুলে সাগরের নোনা পানিতে ভিজিয়ে পরে নিল, যাদের উঠবার শক্তি নেই তাদেরগুলো খুলে নিয়ে ভিজিয়ে আবার পরিয়ে দিল। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রইল তবে সাগর শান্ত হয়ে এল অনেকটা। সারেং তাকিয়ে আছে পেছন দিকে।
'দেখুন, স্যার!' হঠাৎ ও সভয়ে বলল।
শুধু ক্যাপ্টেন নয়, অনেকেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পেছন দিকে। আমিও প্রাণপণ চেষ্টায় একটু উঁচু হলাম। হ্যালেটকে আঁতকে উঠে বলতে শুনলাম:
'কী ও!?'
আমাদের সোজা পেছনে, সিকি মাইলেরও কম দূরে কালো এক খণ্ড মেঘ জমে আছে। তার একটা অংশ ঝুলে পড়েছে সাগরের ওপর, আর যেখানটায় মেঘ ঝুলে পড়েছে ঠিক সেখানে সাগর লাফিয়ে উঠেছে অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে। দেখে মনে হয় ওপর দিকে ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া এক চোঙ। চোঙের মাথাটা দ্রুত উঁচু হয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে শ্রুতিগোচর হচ্ছে অস্পষ্ট এক গর্জনধ্বনি। দেখতে দেখতে জলের চোঙটা স্তম্ভের চেহারা নিয়ে উঠে গেল মেঘ পর্যন্ত। গর্জনধ্বনি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে হতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।
ও কিছু না, জল-স্তম্ভ,' সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ব্লাই। 'সবাই তৈরি থাকো, আমি বললেই কাজ শুরু করবে।'
প্রথমে মনে হলো স্থির হয়ে আছে স্তম্ভটা, উঁচু থেকে আরও উঁচু আর ঘন এবং আঁটোসাঁটো হয়ে শক্তি সঞ্চয় করছে। তার পর শুরু করল এগোতে, সোজা আমাদের লক্ষ্য করে।
হালে বসা এলফিনস্টোনকে লঞ্চের গতিপথ পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন ব্লাই। জল-স্তম্ভটা যে বরাবর আসছে সেখান থেকে খানিকটা সরে গেলাম আমরা। একটু পরেই এসে গেল সে। কয়েকশো ফুট উঁচু, ইংল্যান্ডের সবচেয়ে মোটা ওক গাছটার চেয়েও মোটা। কাচের মত চকচকে গা। ভয়ানক গতিতে ঘুরছে নিজেকে কেন্দ্র করে। ওটার গোড়ায় সাগর দলিত মথিত হচ্ছে, গর্জাচ্ছে। সে গর্জন এমন তীব্র এমন ভয়ানক, কানে তালা ধরে

যেতে চাইছে আমাদের। কিন্তু মজা হচ্ছে, এত সব সত্ত্বেও নৌকার কেউ ভয় পায়নি। এ ধরনের জল-স্তম্ভ আমরা এত দেখেছি; তাছাড়া অনাহার, শীত, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদি আমাদের মনকে বিকলতার এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে সব জাগতিক ভয় ভীতির ঊর্ধ্বে চলে এসেছি আমরা। আমি কেবল দু'চোখ ভরে দেখলাম ঈশ্বরের এই মহাসৃষ্টি আর রোমাঞ্চিত হলাম। কেউ কোন কথা বলল না। আমাদের পাশ দিয়ে পাক খেতে খেতে চলে গেল জল-স্তম্ভটা। ওটা প্রায় আধ মাইল দূরে চলে যাওয়ার পর আবার আগের গতিপথে লঞ্চ ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন ব্লাই।

'লেডওয়ার্ড,' দুর্বল কণ্ঠে বলল নেলসন, 'হাজার পাউন্ডের বিনিময়েও আমি এ দৃশ্য দেখা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে রাজি হতাম না!'

'এরকম আমি অনেক দেখেছি,' বললেন ব্লাই, 'অবশ্য এত কাছ থেকে নয় কখনও। ভয়ের কিছু নেই এতে, একমাত্র রাতে ছাড়া–'

হঠাৎ কথা বন্ধ করে পেট চেপে ধরে বসে পড়লেন তিনি। পর মুহূর্তে তাঁর মুখ এগিয়ে গেল নৌকার কিনারা পেরিয়ে। হড় হড় করে বমি করে ফেললেন ব্লাই। অনেকক্ষণ পর সাগরের পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে সোজা হলেন তিনি। মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখটা।

'একটু পানি, মিস্টার স্যামুয়েল,' কোন মতে উচ্চারণ করলেন তিনি। 'হ্যাঁ, পুরো আধ পাইন্ট।'

পানি খাওয়ার পরপরই আবার তাঁকে কিনারের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিতে হলো। সারাটা বিকেল করুণ এক অবস্থার ভেতর কাটল মিস্টার ব্লাইয়ের। আমার ধারণা ডলফিনটার কলিজা বিষাক্ত ছিল, অথবা এমনও হতে পারে আমাদের অনেকের মত তাঁরও পাকস্থলী কাঁচা মাছ মাংস গ্রহণের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে দিয়ে দিনের বাকি সময়টা বমি করে গেলেন তিনি। কিন্তু শুলেন না একবারের জন্যেও। আমি একবার, কোল একবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও না। সূর্যাস্তের সময় এক চামচ মদ খেলেন তিনি। এটা উগরে দিল না তাঁর পাকস্থলী। এরপর আর কিছু না খাওয়ার ফলে ধীরে ধীরে কমে এল বমির প্রবণতা।

রাতটা ভয়ানক দীর্ঘ মনে হলো আমার। ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা ব্যথা কিছুই নেই তবু ঘুমাতে পারলাম না একটুও। দশটার দিকে চাঁদ উঠল আমাদের পেছনে। তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ঝিমুনি এল। পরক্ষণে, কেন জানি না, ছুটে গেল তন্দ্রা। আড়ষ্ট পা দুটো লম্বা করার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। আবার ঝিমুনি এল। আবার জেগে গেলাম। একবার শুনলাম নেলসন ঘুমের ভেতর কী যেন বলছে বিড় বিড় করে। ক্যাপ্টেন রাতের শুরুতে কিছুক্ষণ ঝিমোলেন। চাঁদ ওঠার দু'ঘণ্টা পর ফ্রায়ারকে বিশ্রাম দিয়ে নিজে বসলেন হালে। চাঁদ যখন মাথার ওপর, আমার ধারণা তখন চারটে বাজে, এলফিনস্টোনকে উঠিয়ে হালে বসতে বলে আবার শুয়ে পড়লেন তিনি।

দিন দুই ধরে একটা সন্দেহ হচ্ছে আমার, যদিও এখনও কাউকে বলিনি

কথাটা। মনে হচ্ছে এলফিনস্টোনের মাথা পুরোপুরি সুস্থ নেই। কেমন যেন শূন্য, নিস্পৃহ এক চাউনি দেখছি ওর চোখে। আর কেউ খেয়াল করেছে কিনা জানি না, তবে আমার চোখ এড়ায়নি। কিছুতেই কিছু আর যেন আসে যায় না ওর। মাঝে মাঝে বিড় বিড় করতে করতে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সামনের দিকে। কয়েক বারই সে দৃষ্টিকে আমার মনে হয়েছে খ্যাপার দৃষ্টি। ব্লাই যখন ওকে উঠিয়ে দিলেন, নিষ্প্রাণ স্বরে 'জি, স্যার,' বলে যন্ত্রের মত হাল ধরল।

পেকওভারের চৌকি চলছে তখন। ভোর হতে বেশি বাকি নেই। এলফিনস্টোন মূর্তির মত বসে আছে হালে। নিরাসক্ত মুখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। ওর ঠোঁট দুটো নড়তে দেখলাম বিড় বিড় করার ভঙ্গিতে। তারপর কিছুক্ষণের জন্যে আমি হারিয়ে গেলাম তন্দ্রার আড়ালে। যথারীতি কয়েক মিনিট পরেই ভাঙল তা। রাত শেষ হয়নি তখনও, তবে বেশি দেরিও নেই হতে। দেখলাম এলফিনস্টোন তেমনি বসে আছে। হঠাৎ ও ঝুঁকে এল আমার দিকে।

'ডাঙা!' ফিসফিস করে বলল ও। 'ওই যে সোজা সামনে! সাবধান! মিস্টার ব্লাইকে জাগিও না!'

অনেক কষ্টে মাথাটা সামান্য তুলে তাকালাম আমি সামনের দিকে। জ্যোৎস্না ধোয়া বিস্তৃত সাগর ছাড়া কিছু দেখতে পেলাম না। দিগন্তে সাদা কয়েক টুকরো মেঘ ছাড়া কিছু নেই।

'টিমোর!' আবার ফিসফিস করল এলফিনস্টোন। 'ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন, লেডওয়ার্ড! এখন দেখতে পাচ্ছ না পরিষ্কার? পাহাড়, বিশাল উপত্যকা? দারুণ একখানা দ্বীপ! আমাদের যা যা দরকার সব পাব ওখানে!'

এমন আন্তরিকতার সঙ্গে ও বলল কথা কটা যে আমি আবার তাকালাম সামনে; ভাবলাম প্রথমবার হয়তো ঘুমের ঝুলে ঠিক মত দেখিনি। কিন্তু এবারও চাঁদের নিচে সাগরের তরঙ্গমালা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। নড়ে চড়ে উঠে বসলেন ব্লাই। আকাশের দিকে তাকালেন একবার; তারপর কম্পাসের দিকে।

'কি ব্যাপার, মিস্টার এলফিনস্টোন?' কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'দিক বদলানোর নির্দেশ কে দিয়েছে তোমাকে?'

'ডাঙা, ক্যাপ্টেন ব্লাই! সামনে তাকান! কিছুক্ষণ আগে দেখেই আমি হাল ঘুরিয়ে দিয়েছি!'

ঘাড় ফিরিয়ে সামনে তাকালেন ব্লাই।

'ডাঙা! কই? কী বলছ তুমি!'

'ওই তো, স্যার, সোজা সামনে। বিরাট উপত্যকাটা দেখতে পাচ্ছেন না, আর ওই যে চূড়া? তাহিতির মত সুন্দর মনে হচ্ছে না দ্বীপটা!'

চকিতে একবার আমার দিকে তাকালেন ব্লাই।

'সামনে চলে যাও, মিস্টার এলফিনস্টোন,' আদেশ করলেন তিনি। 'এক্ষুণি শুয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে নাও কিছুক্ষণ।'

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম মাস্টারের মেট ডাঙা সম্পর্কে আর একটা কথাও বলল না। ব্লাইয়ের হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেল সামনে ঘুমন্তদের ভেতর। মুখে তখনও ধরা সেই নির্বিকার অভিব্যক্তি।

'মিস্টার পেকওভার!' কর্কশকণ্ঠে ডাকলেন ব্লাই।

চমকে সোজা হলো গানার।

'জি, স্যার।'

'আর কখনও যেন না দেখি পাহারার সময় ঘুমাচ্ছ! তুমি আর তোমার সঙ্গের ওগুলো সব বরবাদ করবে দেখছি!'

লঞ্চকে আবার সাবেক গতিপথে ফিরিয়ে আনলেন ক্যাপ্টেন।

এগারোই জুন সম্ভবত আমার জীবনের দীর্ঘতম দিন। ডলফিনটার বাকি অংশ গত সন্ধ্যায় খেয়েছে সবাই—লেবোগ, নেলসন, ক্যাপ্টেন ব্লাই আর আমি ছাড়া। আজ ভোরে দেয়া হয়েছে সিকি পাইন্ট পানি আর রুটির স্বাভাবিক বরাদ্দ। আমি পানিটুকু খেয়েছি, কিন্তু রুটি মুখে তুলতে পারিনি। ক্যাপ্টেন গত বিকেলের ভয়াবহ বমন অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁর ভাগের রুটিটুকু একবারে মুখে পুরে দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত ওটুকু পেটেই রাখতে পেরেছেন। সারেং লেবোগকে এক চামচ মদ খাইয়ে এগিয়ে এল নেলসন আর আমার দিকে। বোতল হাতে পেছনের পাটাতনে উঠেই ওর চোখ পড়ল ব্লাইয়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে কেমন এক ভয়ার্ত চেহারা হলো ওর।

'স্যার,' বলল ও, 'এ কী চেহারা হয়েছে আপনার! তাড়াতাড়ি এ থেকে এক চামচ মুখে দিন।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার কোল,' অনেক কষ্টে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে জবাব দিলেন ব্লাই, 'আমার মদের দরকার নেই। আমার চেয়ে বেশি দরকার এমন মানুষ আছে এ নৌকায়।'

কপালের ওপর ঝুলে পড়া এক গোছা চুল সরিয়ে আমার পাশে বসল কোল। খাইয়ে দিল এক চামচ। তারপর নেলসনকে।

আধা জাগরণ আধা ঝিমুনির ভেতর শুয়ে রইলাম আমি। সূর্য একটু একটু করে উঠে আসছে তার সর্বোচ্চ বিন্দুর দিকে। এই ওঠার গতি এত কম যে অস্থির হয়ে উঠছি আমি। মাঝে মাঝে যখন চোখ মেলে ভাবছি কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, দেখছি হালে বসা মিস্টার ব্লাইয়ের ছায়াটা এক বা আধ ইঞ্চি ছোট হয়েছে মাত্র।

মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে এ নৌকায় রয়েছি আমি। কবে রওনা হয়েছিলাম তোফোয়া থেকে, আদৌ হয়েছিলাম কিনা স্মরণ করতে কষ্ট হচ্ছে। সময় যেন থমকে গেছে। আমি যেন অনাদিকাল থেকে পশ্চিম মুখে এগিয়ে চলেছি নীল সাগরের অসীম বিস্তৃতির ওপর দিয়ে। কবে এর শেষ, আদৌ শেষ আছে কিনা জানি না।

দুপুর হলো অবশেষে। হাল ধরল কোল। মাস্টার আর পেকওভারের সাহায্য নিয়ে সূর্যের উচ্চতা মাপলেন ব্লাই। বসে জার্নাল খুলে হিসাব নিকাষ

করলেন বেশ সময় নিয়ে। তারপর মুখ তুলে তাকালেন আমাদের দিকে।

'আমাদের অক্ষাংশ নয় ডিগ্রী, একচল্লিশ মিনিট দক্ষিণ,' বললেন তিনি; 'অর্থাৎ টিমোর-এর মাঝ বরাবর। আমার হিসেব বলছে শোল কেপ থেকে এ পর্যন্ত সাড়ে তের ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ মানে আটশো মাইলেরও বেশি পথ এসেছি আমরা। যদ্দুর মনে আছে টিমোর-এর একেবারে পুব অংশের অবস্থান একশো আটাশ ডিগ্রী পুব অক্ষাংশে।'

'তীর দেখতে পাব কখন, স্যার?' জিজ্ঞেস করল সারেঙ।

'রাতে অথবা কাল ভোরে। রাতে চোখ খোলা রাখতে হবে আমাদের।'

সূর্যাস্তের সামান্য আগে দীর্ঘ এক তন্দ্রা থেকে জেগে দেখলাম অসংখ্য পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে আমাদের ওপর দিয়ে, চারপাশ দিয়ে। টিঙ্কলার রেসটোরেশন আইল্যান্ডে বানানো অতিরিক্ত আড় কাঠগুলোর একটা দিয়ে একটা বড়সড় পাখি মারতে পারল। ওই একটাই। ওটার মৃত্যু দেখার পর আর কোন পাখি আমাদের ধার ঘেঁষল না। পাখিটা রেখে দেয়া হলো পর দিনের জন্যে, তবে রক্তের খানিকটা—মদের গ্লাসের এক গ্লাস—আমাকে দেয়া হলো। নাক বন্ধ করে ওটুকু গিলে ফেললাম আমি এবং বমি করে ফেললাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। অনেক শুকনো ডাল পালা, নারকেলের খোসা ভেসে যেতে দেখলাম পাশ দিয়ে।

অন্ধকার হলো। বাতাস আগের মতই সুন্দর এবং একটানা রইল। বসবার ক্ষমতা আছে যাদের সবাই বসে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে সামনের তারার আলোয় অস্পষ্ট আলোকিত সাগরের দিকে।

রাত প্রায় এগারোটার সময় চাঁদ উঠল আমাদের ঠিক পেছনে। উজ্জ্বল অর্ধচন্দ্র। মেঘহীন আকাশপথে উঠে চলল ওপর দিকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। চাঁদ উঠতে লাগল দিগন্ত রেখা থেকে মাঝ আকাশের দিকে। লঞ্চ এখনও ছুটে চলেছে কম্পাসের পশ্চিম বিন্দু বরাবর। তার গায়ে সাগরের ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে পড়ার মৃদু শব্দ ভেসে আসছে কানে। সবার ভেতর চাপা এক উত্তেজনা—যে কোন মুহূর্তে ডাঙা দেখা যাবে! বুড়ো লেবোগ পর্যন্ত একটু যেন সুস্থ বোধ করছে। খোলে বসে মাথা ঠেকিয়ে রেখেছে কিনারে। টিমোর-এর মুখ প্রথম যারা দেখবে তাদের ভেতর সে-ও থাকতে চায়।

মাঝরাতে হাল ধরলেন ব্লাই। ভোর তিনটের দিকে চাঁদ যখন দিগন্তের অনেক উপরে উঠে এসেছে টিঙ্কলার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সামনে তাকানোর জন্যে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও এক জায়গায়। নৌকার দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে দুলল চোখের দু'পাশে হাত রেখে। তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের দিকে।

'ডাঙা, স্যার!' কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে উচ্চারণ করল সে।

ফ্রায়ারকে হাল ধরতে বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন ব্লাই। সামনে থেকে লোকজনের গলা ভেসে এল:

'দূর মেঘ!'

'না, না! ডাঙা! উঁচু!'

তারপর একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে একটু উঁচু হলো লঞ্চের পেছনটা। চাঁদের আলোয় আমরা দেখতে পেলাম বড় একটা দ্বীপের তট রেখা, এখনও অনেক মাইল দূরে, উত্তর-পুব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত। কথা বলার আগে তীক্ষ্ণচোখে দীর্ঘক্ষণ সামনে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। তারপর উচ্চারণ করলেন:

'টিমোর ওটা!'

বারো

অনেকে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারল না, সত্যিই আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি গন্তব্যে। মিস্টার ব্লাইয়ের দৃঢ় কণ্ঠের আশ্বাসবাণী, সারেঙের বার বার 'হ্যাঁ, ওটা ডাঙা! বিশ্বাস করতে পারো আমার কথা!' সত্ত্বেও ওদের বিশ্বাস করার সাহস হলো না। আমি নিজেও ওদের দলেরই একজন। কেবলই মনে হতে লাগল দিনের আলো ফুটে উঠতে না উঠতে তীরটা মিলিয়ে যাবে মেঘের সঙ্গে।

অবশেষে ভোর হলো। চাঁদ চাপা পড়ে গেল দিনের আলোর নিচে। তখন বিশ্বাস হলো সবার। হ্যাঁ, সত্যিই ডাঙা ওটা। দিগন্তের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে আছে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পুবে বিস্তৃত দ্বীপটা। সূর্য উঠল। সেই সাথে দৃশ্যমান হয়ে উঠল দ্বীপটার আঁকাবাঁকা শরীর, লালচে ছায়ায় ঢাকা বিশাল উপত্যকা, উপকূল ছাড়িয়ে অনেক উপরে সবুজ বনানী।

আমাদের এ মুহূর্তের মনের অবস্থা বুঝিয়ে বলার নয়। মিস্টার ব্লাই জীবনে কোনদিন কেঁদেছেন কিনা জানি না; তবে আজ যে তার খুব কাছাকাছি পৌঁছেছেন তাতে সন্দেহ নেই, যদিও গাম্ভীর্যের আড়ালে ব্যাপারটাকে লুকালেন তিনি। আমরা বাকিরা আবেগ রোধ করার কোন চেষ্টা করলাম না। প্রাণ খুলে কাঁদলাম। বেচারা এলফিনস্টোন কেবল এই অবিস্মরণীয় সকালের আনন্দ থেকে বঞ্চিত রইল। মাঝ নৌকায় বসে পেছন দিকে তাকিয়ে রইল ও শূন্য দৃষ্টিতে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও কেউ ওকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না যে, ডাঙার এত কাছে চলে এসেছি আমরা।

সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণের মধ্যে উপকূলের দু'লিগের ভেতর পৌঁছে গেলাম আমরা। এত সবুজ, এত সুন্দর দ্বীপ আমার মনে হয় কোন নাবিক কোনদিন দেখেনি। উপকূল রেখা নিচুই বলা যায়, তবে তার পেছনে উঁচু ভূমিতে অনেকগুলো চাষ করা খেত দেখতে পেলাম। এক জায়গায় অনেকগুলো কুটির। তবে কোন মানুষ নজরে পড়ল না। এই সময় একবার পার্সেল আর মাস্টার ক্যাপ্টেনকে পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করল এই বলে যে, ডাঙায় নেমে খোঁজ খবর করলে হয়তো জানা যাবে ডাচ উপনিবেশটা দ্বীপের কোন অংশে

অবস্থিত।

'তোমাদের অস্থিরতা আমি বুঝতে পারছি, মিস্টার ফ্রায়ার,' বললেন ব্লাই; 'কিন্তু অহেতুক কোন ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। ক্যাপ্টেন কুকের কথা যদ্দূর মনে আছে, অন্তত একশো লিগ লম্বা এই টিমোর দ্বীপ। আর আগেই তো বলেছি এখানে ডাচদের স্থায়ী কোন দপ্তর বা ফাঁড়ি আছে কিনা আমার জানা নেই। যদি থাকে দ্বীপের একটা ক্ষুদ্র অংশ ওরা নিয়ন্ত্রণ করছে ওখান থেকে। বাকি জায়গা ওদের প্রত্যক্ষ শাসনের বাইরে। এই অবস্থায় কোন যুক্তিতে আমরা যেখানে সেখানে নেমে পড়ব? যতদূর জানি এখানকার অধিবাসীরা মালয়ী, ওদের মত নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর জাত কমই আছে পৃথিবীতে। একেবারে নিরুপায় না হলে ওদের হাতে কিছুতেই জিম্মি হব না আমরা।'

ক্যাপ্টেনের এ কথার পর আর কোন উচ্চবাচ্য করল না মাস্টার বা ছুতোর মিস্ত্রী। একটাই ভয়, যদি এ দ্বীপে কোন ইওরোপীয় উপনিবেশ না থাকে! ভয়ঙ্কর চিন্তাটাকে কিছুতেই মনে আসন গাড়তে দিলাম না আমরা। ব্লাই এবং নেলসন জোর দিয়ে বললেন, তাঁদের মনে আছে, ক্যাপ্টেন কুক বলেছিলেন, টিমোর হচ্ছে এ অঞ্চলে ডাচদের সবচেয়ে পুবের উপনিবেশ।

তীরের যতটা কাছে নিয়ে গেলে বিপদের ভয় থাকে না ততটা কাছে আমরা নিয়ে গেলাম লঞ্চ, এবং এগিয়ে চললাম পশ্চিম-দক্ষিণপশ্চিম দিকে। উপকূলের কোন খাঁড়ি বা মোহনা দৃষ্টি এড়িয়ে যাক তা চাই না।

দুপুরের দিকে আমাদের সোজাসুজি মাইল তিনেক দূরে একটা উঁচু অন্তরীপ মত দেখতে পেলাম। অন্তরীপটা ঘুরে ওপাশে গিয়ে দেখলাম আবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে ডাঙা যতদূর চোখ যায়। যথারীতি এক পাউন্ডের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ রুটি আর আধ পাইন্ট পানি দিয়ে দুপুরের খাওয়া সারলাম আমরা—সতর্কতার আর প্রয়োজন নেই এ ব্যাপারে শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত হওয়ার আগে সাবধানতা শিথিল করার লোক নন ব্লাই। তবে হ্যাঁ, রুটির সঙ্গে কাল সকালে ধরা পাখিটা ভাগ করে সরবরাহ করা হলো আমাদের প্রচলিত রীতিতে। আমার ভাগে পড়ল বুকের একটা অংশ। সপ্তাখানেক আগে হলে এটাকে সৌভাগ্য মনে করতাম, কিন্তু এখন কাঁচা মাংসের গন্ধ নাকে যাওয়া মাত্র পেটের নাড়ী উল্টে আসতে চাইল আমার। পেকওভারকে দিয়ে দিলাম টুকরোটা। ও বেশ মজা করে খেতে লাগল। তা দেখে আরও গা গুলাতে লাগল আমার। কী করে যে বমি ঠেকালাম, ভেবে অবাক হই এখনও। আরও ছ'সাত জনের অবস্থা আমার মত। সবাইকে এক চামচ করে রাম খেতে দিলেন ব্লাই।

সারা বিকেল আমরা এগোলাম। কিন্তু ডাঙার চেহারার কোন পরিবর্তন হলো না। যতদূর চোখ যায় শুধু উঁচু পাহাড়ী উপকূল আর ফ্যান পাম-এর বন। আর কিছু নেই। যত এগোচ্ছি তত দুর্গম হয়ে উঠছে তীরের চেহারা। মানুষের চষা খেত নজরে পড়ল না একটাও। ব্লাইয়ের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠতে দেখছি। সন্দেহ নেই দ্বীপের জনবসতিপূর্ণ এলাকা ছাড়িয়ে

এসেছি।

সন্ধ্যা হলো। রাত হলো। কিন্তু ডাচ উপনিবেশের কোনো চিহ্ন আমরা দেখতে পেলাম না। তীর দেখতে পাওয়ার উত্তেজনায় যে সাময়িক সুস্থতা আমরা ফিরে পেয়েছিলাম তা বিদায় নিতে শুরু করেছে। অন্ধকারে পাছে না দেখতে পেয়ে ডাচ উপনিবেশটা পেরিয়ে যাই এই ভয়ে ক্যাপ্টেন ব্লাই পাল নামিয়ে নোঙ্গর ফেলার নির্দেশ দিলেন। সবাই ঝিমিয়ে পড়ল আবার। আবার সময় যেন গতি হারিয়ে স্থাণু হয়ে গেল।

কী ভাবে যে রাতটা কাটল জানি না। ভোরের আলো ফুটে ওঠামাত্র নোঙ্গর তোলার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। পাল তুলে দেয়া হলো আবার। সাগর যে আমাদের ভোলেনি তার প্রমাণ পাওয়া গেল আরেকবার। পাল তুলে দেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে বাতাসের বেগ বেড়ে উঠল হঠাৎ করে। সাগর ফুলে ফেঁপে উঠল। নোনা জল ছলকে উঠতে লাগল লঞ্চে। এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও পানি সেচার কাজে লাগতে হলো কয়েক জনকে। ব্লাইকে কম্পিত কণ্ঠে চিৎকার করতে শুনলাম:

'ওর শোধ নেয়া হয়নি এখনও।...পানি সেচো, ভায়েরা! শিগগিরই এ থেকে বের করে নিয়ে যাব তোমাদের!'

মাঝ সকাল নাগাদ শান্ত হলো সাগর। ডাঙার চেহারা একটু বদলাল। উপকূল নিচু হতে লাগল আস্তে আস্তে। আশায় বুক বাঁধলাম আমরা। দ্বীপের শেষ প্রান্তে বোধহয় পৌঁছে গেছি। একটু পরেই দেখতে পাব ডাচ উপনিবেশের বাড়ি ঘর। কিন্তু হতাশ হতে হলো আমাদের। দুপুর পর্যন্ত এগিয়েও কোন জনবসতির চিহ্ন চোখে পড়ল না। এরপর কী ঘটেছে আমার মনে নেই। মাথার ওপর প্রচণ্ড তেজে জ্বলছে সূর্য। তার কিরণ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। হঠাৎ মাথার ভেতর কেমন একটা চক্কর দিল আমার তারপর সব ঝাপসা।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে শুনলাম ব্লাইয়ের কণ্ঠস্বর।

'মিস্টার নেলসন, পুরোটা খাইয়ে দাও ওকে,' বলছেন তিনি। 'দেখবে তাজা হয়ে গেছে।'

তা-ই করল নেলসন। পুরো সিকি পাইন্ট রাম (আমাদের ভাণ্ডারের শেষটুকু) ঢেলে দিল আমার গলায়। ঢক করে গিলে ফেললাম আমি। পরমুহূর্তে অনুভব করলাম তার উত্তাপ, তার শক্তি আমার শরীরের অণুতে পরমাণুতে ছড়িয়ে পড়ছে প্লাবনের তোড়ের মত। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল আমার মাথা। নেলসনের গলা শুনলাম:

'লেডওয়ার্ড! লেডওয়ার্ড! আমরা এসে গেছি!'

গভীর রাত তখন। মেঘশূন্য আকাশে চাঁদ হাসছে। তারারা ম্লান হয়ে গেছে জ্যোৎস্নায়। পেছনের পাটাতনের ওপর নিজেকে বসা অবস্থায় আবিষ্কার করলাম আমি। নেলসন হাঁটু গেড়ে বসে আছে পাশে, কোল কাঁধের ওপর দিয়ে হাত দিয়ে ধরে বসিয়ে রেখেছে আমাকে। আমি ঘাড় ফেরাতেই ও বলল:

'ওই জিনিসেরই দরকার ছিল, স্যার; দেখুন কী সুন্দর তাজা হয়ে উঠছে!'

ভীষণ সংকোচ হলো আমার। আমি বাউন্টির সার্জন, আমার কর্তব্য ছিল অসুস্থদের দেখাশোনা করা, তা না, আমিই অসুস্থ হয়ে বসে আছি; জ্ঞান ফিরে পাচ্ছি অন্যদের সহায়তায়!

'কী-কী ব্যাপার, নেলসন?' স্খলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'কি হয়েছে? ঘুমাচ্ছিলাম আমি?'

'কথা বোলো না, লেডওয়ার্ড,' ও জবাব দিল। 'দেখ! ওই দিকে তাকাও!...ওকে একটু ঘুরিয়ে ধরো, মিস্টার কোল।'

সাবধানে ঘুরিয়ে আমাকে সামনের দিকে মুখ করে বসিয়ে দিল সারেং। পালগুলো নামানো। ছ'জন দাঁড় টানছে। আস্তে আস্তে লঞ্চ এগিয়ে চলেছে সামনে টলটলে এক উপসাগরের দিকে। তার শান্ত জলে চাঁদের আলোর প্রতিফলন। আধ মাইলেরও কম দূরে দুটো জাহাজ নোঙ্গর করে আছে, পাল নামানো। তাদের ওপাশে উঁচু ডাঙায়, মনে হলো একটা দুর্গ, চাঁদের নরম ও ...দু এক দীপ্তি দিয়েছে তার দেয়ালগুলোকে।

...তনটের দিকে আমরা পৌঁছে গেলাম তীরের কাছাকাছি। শূন্য সৈকত ঝক ঝক করছে জ্যোৎস্নায়। একটা কুকুরেরও দেখা পাওয়া গেল না। জাহাজ দুটোকে এখন দেখতে পাচ্ছি ভাল করে। ডাঙা থেকে প্রায় এক কেবল্ দূরে নোঙ্গর করে আছে দুর্গের ডান দিক বরাবর। একটা ছোট্ট কাটার ভেসে আছে ওগুলোর কাছে। কোন জাহাজেই আলো জ্বলছে না।

সৈকতের একটা অংশ বাঁধানো, সম্ভবত নৌকা ভেড়ার জায়গা। ওই জায়গা লক্ষ্য করে লঞ্চ চালাতে লাগলেন ক্যাপ্টেন ব্লাই। পেছনের মাছ ধরা সুতোটা খুলে নিয়ে সামনে চলে গেল কোল। এক প্রান্তে একটা নুড়ি বেঁধে ওটা টিঙ্কলারের হাতে ধরিয়ে দিল সে। টিঙ্কলার সুতোটা পানিতে ফেলল জলের গভীরতা মাপার জন্যে।

'ছয় ফ্যাদম, স্যার,' বলল ও।

ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে চললাম আরও অগভীর পানির দিকে। চাঁদের আলোয় এখন দেখতে পাচ্ছি ঘুমন্ত একটা শহরের ভৌতিক অবয়ব। গাছ-পালার ফাঁকে ফাঁকে ছাদ, দেয়াল, আঙিনা। সৈকতের ত্রিশ চল্লিশ গজের ভেতর পৌঁছে ব্লাই বললেন:

'হয়েছে! এবার নোঙ্গর ফেল, মিস্টার কোল।'

দাঁড়গুলো তুলে ফেলা হলো। মৃদু একটা ছলাৎ শব্দ করে নোঙ্গর পানিতে পড়ল। সারেঙের হাতের ভেতর দিয়ে সড় সড় করে নেমে গেল দড়ি। শেষ আমাদের যাত্রা।

মাত্র আটজন নিজের জোরে বসে থাকার অবস্থায় আছে। বাকিরা শুয়ে রয়েছে বা বসে আছে খোলের গায়ে হেলান দিয়ে।

'চলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানাই আমরা,' বললেন

ব্লাই। আমরা সবাই মাথা নত করলাম, তিনি আউড়ে গেলেন প্রার্থনা বাক্য।

প্রার্থনা শেষে মুখের কাছে দু'হাত চোঙের মত করে চিৎকার করলেন ব্লাই:

'কেউ আছে নাকি? কেউ আছেন? সাহায্য করুন আমাদের!'

একটানা অনেকক্ষণ নিষ্ফল চিৎকার করলেন তিনি। শেষে ছুতোর মিস্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন:

'তুমি চেষ্টা করো তো, মিস্টার পার্সেল। তোমার গলার জোর আমার চেয়ে বেশি।'

পার্সেল চিৎকার করল, তারপর সারেঙ, তারপর দু'জন একসাথে। কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না কোন। না দুর্গ থেকে, না নোঙ্গর করে থাকা জাহাজগুলো থেকে।

'ঈশ্বরের কসম,' ব্লাই বললেন, 'ডাচদের সাথে এখন যদি আমরা যুদ্ধে থাকতাম, কোন সন্দেহ নেই আমরা এই ক'জনেই ওই চারটে মাত্র কাটল্যাস সম্বল করে দখল করে নিতে পারতাম দুর্গটা। আশ্চর্য, একজনও সান্ত্রী রাখেনি!'

'লঞ্চ তীরে ভিড়িয়ে নেমে পড়ি না কেন?' বলল ফ্রায়ার।

'না, অনুমতি না নিয়ে নামা উচিত হবে না,' বললেন ব্লাই। 'এটা আমাদের উপনিবেশ নয়।'

'এক জনকে বোধহয় জাগাতে পেরেছি শেষ পর্যন্ত,' বলল নেলসন। 'ওই দিকে দেখুন।'

অদ্ভুত চেহারার এক লোক বেরিয়ে এসেছে সৈকতের দিকে আসা রাস্তার পাশের গাছের ছায়া থেকে। শুধুমাত্র জামা আর ট্রাউজার তার পরনে, মাথায় সাদা একটা রাতের টুপি। অসম্ভব মোটা লোকটা হেলেদুলে আসছে।

'ইংরেজি বলতে পারেন?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন ব্লাই।

জলের একেবারে কিনারে এসে দাঁড়াল লোকটা, কোন জবাব দিল না।

'জানতে চাইছি ইংরেজি বলতে পারেন কি না। বুঝতে পারছেন আমার কথা?'

বিস্ময়ে না ভয়ে না দুটোর কারণেই জানি না লোকটা আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে থপ থপ করে দৌড় লাগাল তার ছোট ছোট মোটা পায়ের ওপর ভর দিয়ে।

'এই যে ভাই!' গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে চেঁচালেন ব্লাই। 'যাবেন না! থামুন! থামুন বলছি!'

ছুটতে ছুটতেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লোকটা আমাদের দিকে। গম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠে কিছু একটা বলল চিৎকার করে। আমরা এক বিন্দু বুঝতে পারলাম না সে কথার। হারিয়ে গেল লোকটা ছায়ার ভেতর।

'ডাচ বলছে, নেলসন?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লাই।

'নিঃসন্দেহে,' জবাব দিল নেলসন, 'তবে এর বেশি আর কিছু আমি জানি না।...একটা ব্যাপার ঠিক, এখানে খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ অসুবিধা হবে না।'

হাসলেন ব্লাই। 'ঠিক। এখানকার লোকদের গড় আয়তন যদি ওর মত হয় তাহলে আমারও সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকবে না। কিন্তু ওরকম ছুটে পালাল কেন? ভূতে তাড়া করেছে নাকি?'

'বোধ হয় আর কাউকে ডাকতে গেল। ইংরেজি বোঝে এমন কেউ নিশ্চয়ই আছে এখানে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল মোটা লোকটা নাবিকের পোশাক পরা আরেক জনকে সঙ্গে করে।

'এই যে! কিসের নৌকা ওটা?' জিজ্ঞেস করল নতুন লোকটা।

'আপনি কে?' জবাব দিলেন ব্লাই। 'ইংরেজ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'ইংল্যান্ডের কোন জাহাজ আছে এখানে?'

'না, স্যার।'

'তাহলে এই অজায়গায় কী করে এলেন আপনি?' বেশ একটু কর্তৃত্বের সুরে প্রশ্ন করলেন ব্লাই, যেন প্রশ্ন করার ঢংয়েই বুঝিয়ে দিতে চাইলেন নাবিকটার চেয়ে পদমর্যাদায় বড় তিনি।

'আমি কোয়ার্টার মাস্টারের মেট, স্যার। ওই ডাচ জাহাজটায় কাজ করি।'

'বেশ!' বললেন ব্লাই। 'ভাল করে শোনো! তোমার ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বললো–কী নাম ভদ্রলোকের?'

'মিস্টার স্পাইকারম্যান, স্যার।'

'ক্যাপ্টেন স্পাইকারম্যানকে গিয়ে বলো, মহানুভব রাজার সশস্ত্র জাহাজ বাউন্টির ক্যাপ্টেন ব্লাই তাঁর সাথে দেখা করতে চান, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। বলবে, ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী। বুঝেছ?'

'জি, জি, স্যার!'

'যাও তাহলে, আর দেরি কোরো না। ভদ্রলোককে ঘুম থেকে তুলতে দ্বিধা করবে না। পরে এজন্যে উনি তোমাকে ধন্যবাদ জানাবেন দেখো।'

'জি, জি, স্যার। উনি ঘুমিয়ে আছেন। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।'

পুরো পৌনে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো আমাদের। পরে জেনেছিলাম দোষটা ক্যাপ্টেন স্পাইকারম্যানের নয়, তিনি শহরের আরেক প্রান্তে থাকেন। খবর পাওয়ার পর এক মুহূর্ত দেরি করেননি তিনি। কোনমতে পোশাক পরেই ছুটে এসেছেন।

ইতোমধ্যে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। দু'একজন করে জেগে উঠছে শহরের মানুষ। আমাদের সংবাদ বাহক আর জন দুই অফিসারকে নিয়ে সৈকতে নেমে এলেন তিনি। ক্যাপ্টেন ব্লাই উঠে দাঁড়ালেন পেছনের পাটাতনের ওপর। তাঁর পোশাক আশাক পুরনো ত্যানার চেয়ে ভাল কিছু নয়, ছেঁড়া জায়গাগুলো দিয়ে দেখা যাচ্ছে ক্ষয়ে যাওয়া শরীরের বিভিন্ন অংশ। মুখে এক মাসের বেড়ে ওঠা দাড়ি। তবু যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, মনে হলো বাউন্টির কোয়ার্টার ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

'ক্যাপ্টেন স্পাইকারম্যান?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমাদের ক্যাপ্টেন।

জবাব দেয়ার আগে তীরের ছোট্ট দলটা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। ক্যাপ্টেন স্পাইকারম্যান এগিয়ে এলেন কয়েক পা।

'হ্যাঁ, স্যার,' বললেন তিনি।

'ইংল্যান্ডের মহানুভব রাজার সশস্ত্র জাহাজ বাউন্টির ক্যাপ্টেন ব্লাই। আমরা আপনার সাহায্য চাই, স্যার। আমাদের যদি দয়া করে তীরে নামার অনুমতি দেন, বাধিত হব।'

'এক্ষুণি আপনারা তীরে আসতে পারেন, ক্যাপ্টেন ব্লাই। গভর্নরের অনুমতি আমি পরে নিয়ে নেব। সোজা সৈকতে নিয়ে আসতে পারেন আপনাদের নৌকা। নৌকা ভিড়ানোর জন্যেই তৈরি করা হয়েছে এই ঘাট।'

'নোঙ্গর তোলো, মিস্টার কোল! দু'জন দাঁড়ে বসো!'

টিঙ্কলার আর হেওয়ার্ড ওঠাতে শুরু করল নোঙ্গর, আর কোল সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে লাগল তার রশি। পেকওভার আর পার্সেল বসল দাঁড়ে। ছত্রিশশো মাইলেরও বেশি দীর্ঘ যাত্রার শেষ চল্লিশ গজ অতিক্রম করল বাউন্টির লঞ্চ।

'সাবধান, মিস্টার কোল! ধাক্কা লাগতে দিও না!'

উঠে আমাদের বাঁশের লগিটা তুলে নিল কোল। ডাঙার দিকে বাড়িয়ে দিল ত্রস্ত হাতে। নিজের অবস্থার কথা ভুলে গিয়েছিল বেচারা। আচমকা দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ওর পা দুটো টলে উঠল। লগিসহ উল্টে পড়ল পানিতে। লঞ্চের কিনারা ধরে ঝুলে রইল ও যতক্ষণ না পায়ের নিচে মাটি পেল। টিঙ্কলার দ্রুত নোঙ্গরের আঙটা থেকে রশির প্রান্ত খুলে ছুঁড়ে দিল ডাঙার দিকে, ডাচ জাহাজের ইংরেজ নাবিক ধরল সেটা। ক্যাপ্টেন স্পাইকারম্যান আর তার দুই অফিসার দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। নড়াচড়ার শক্তিটাও যেন লোপ পেয়েছে তাঁদের। তারপর লাফ দিয়ে ছুটে এলেন সবাই আমাদের টেনে নেয়ার জন্যে।

'এ কী, ক্যাপ্টেন ব্লাই!' সবিস্ময়ে উচ্চারণ করলেন মিস্টার স্পাইকারম্যান। 'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?'

'যথাসময়ে জানতে পারবেন, স্যার,' জবাব দিলেন ব্লাই। 'আগে আমার এই লোকগুলোকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। অনাহারে খুবই খারাপ কয়েকজনের অবস্থা। এই শহরে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে ওদের একটু দেখাশোনা হতে পারে?'

'সোজা আমার বাসায় নিয়ে যেতে পারেন। একটু দাঁড়ান, স্যার।'

অফিসারদের একজনের দিকে ফিরে দ্রুত ডাচ ভাষায় কিছু নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন স্পাইকারম্যান। লোকটা তক্ষুণি রওনা হয়ে গেল প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে শহরের দিকে।

এর ভেতর একজন দু'জন করে বেশ কিছু শহরবাসী জড়ো হয়েছে সৈকতে। আরও অনেকে আসছে। বিভিন্ন জাতের লোক তারা–ডাচ, মালয়ী,

চাইনিজ এবং মিশ্র রক্তের। সবাই আতঙ্ক মেশা করুণা নিয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমাদের যারা নড়তে চড়তে সক্ষম তারা নেমে গেছে লঞ্চ থেকে। বাকিদেরকে ধরাধরি করে নামানো হলো। সৈকতের বেশ খানিকটা উপরে নিয়ে মাদুর পেতে শুইয়ে দেয়া হলো সবাইকে। সেখানে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম ক্যাপ্টেন স্পাইকারম্যানের বাসা পর্যন্ত পৌছানোর মত যানবাহনের আশায়।

আমাদের ভেতর লেবোগের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। হাড় আর চামড়া ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই তার শরীরে। কিন্তু মনের দিক থেকে এখনও ও তাজা। বেঁচে থাকার দুর্দমনীয় এক আকাঙ্ক্ষা ও লালন করছে অন্তরে অন্তরে। নেলসন, সিম্পসন, হল, স্মিথ আর আমি একটু কম খারাপ ওর চেয়ে। নেলসন নিজে হেঁটে তীরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দু'তিন পা-র বেশি পারেনি। পরে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হয় ওকে। হ্যালেট খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবু চেষ্টা মেষ্টা করে হেঁটে যেতে পেরেছে মাদুর পর্যন্ত। বেচারা এলফিনস্টোনের অবস্থা শারীরিক ভাবে যতটা না তার চেয়ে বেশি খারাপ মানসিক ভাবে। এখনও ও ওর স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরে পায়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিস্টার স্পাইকারম্যানের লেফটেন্যান্ট ফিরে এল কতকগুলো পালকি আর জনা বিশেক মালয়ী বেহারা নিয়ে। নড়তে চড়তে অক্ষমদের পালকিতে তুলে রওনা হয়ে গেল ওরা। মিস্টার ব্লাই আর হাঁটতে সক্ষমরা এগোল পায়ে হেঁটে। এর পর আর কিছু মনে নেই আমার। মুহ্যমানের মত পড়ে রইলাম পালকিতে। পরের যে স্মৃতি আমার মনে আছে তা হলো গোসল করানো হচ্ছে আমাদের।

গরম পানি দিয়ে স্নান করিয়ে আমাদের কেটে ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলোর পরিচর্যা করলেন শহরের সার্জন মিস্টার ম্যাক্স। তারপর বিছানায় শুইয়ে সামান্য গরম সুপ আর চা খেতে দেয়া হলো। আমি এখানে বলছি নড়তে চড়তে অক্ষমদের কথা। যারা এখনও সচল আছে তারা বাড়ির অন্য অংশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হচ্ছে। মিস্টার ব্লাই গোসল করে খেয়ে সামান্য ঘুমিয়ে নিলেন। ঘুম থেকে উঠে ক্যাপ্টেন স্পাইকারম্যানের সাথে গেলেন শহরের গভর্নরের সচিব মিস্টার টিমোথিয়াস ওয়ানজনের বাসায়। গভর্নর মিস্টার এস্টি এ সময় মারাত্মক অসুস্থ থাকায় তাঁর সচিবই তাঁর হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন।

সারাদিন ঘুমালাম আমি। সন্ধ্যায় উঠে সামান্য স্যুপ আর রুটি খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকাল দশটার আগে সে ঘুম ভাঙল না।

চারদিন সম্পূর্ণ বিশ্রামের পর চমৎকার সুস্থ হয়ে উঠলাম আমরা। লেবোগ ছাড়া সবাই বিছানা থেকে নেমে হাঁটাহাঁটি করার যোগ্য হয়ে উঠল। মিস্টার স্পাইকারম্যানের উপকার ভোলবার নয়। এতগুলো মানুষকে আশ্রয় শুধু দেয়া নয় খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছেন তিনি। তাঁর বাড়ি পুরোটা আমাদের ছেড়ে দিয়ে নিজে গিয়ে

উঠেছেন মিস্টার ওয়ানজনের বাসায়।

ইতোমধ্যে গভর্নর মিস্টার ভ্যান এস্টি আমাদের খবর শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ক্যাপ্টেন ব্লাই আর তাঁর কয়েকজন অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে। কয়েক দিন পর তিনি একটু সুস্থ হলে ব্যবস্থা হলো সাক্ষাৎকারের। মিস্টার ব্লাই, নেলসন আর আমি গেলাম মিস্টার ওয়ানজন আর ক্যাপ্টেন স্পাইকারম্যানের সাথে। বিছানার এক ধারে আধশোয়া আধ বসা অবস্থায় রয়েছেন গভর্নর। চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম তাঁর অসুস্থতা এখনও কাটেনি। কথা বলছেন আস্তে আস্তে, দুর্বল কণ্ঠে। কিন্তু চোখ দুটো চক চক করছে আগ্রহ আর কৌতূহলে। ক্যাপ্টেন স্পাইকারম্যান দোভাষীর কাজ করলেন। থেমে থেমে বলে যেতে লাগলেন ব্লাই, স্পাইকারম্যান ভাষান্তর করে শোনাতে লাগলেন গভর্নরকে। পুরো ঘটনা শোনার পর দুর্বল একটা হাত উঁচু করে একটা মাত্র কথা বললেন মিস্টার এস্টি। মিস্টার ব্লাইয়ের দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন স্পাইকারম্যান।

'মাননীয় গভর্নর বলছেন "অসম্ভব", ক্যাপ্টেন ব্লাই। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কথা বলার একটা ঢং এটা, আসলে উনি ওঁর গভীর বিস্ময় প্রকাশ করছেন এভাবে, আপনাকে অবিশ্বাস করছেন না।'

মৃদু হাসলেন ব্লাই। 'মাননীয় গভর্নরকে বলুন, উনি ঠিকই বলেছেন, ব্যাপারটা অসম্ভবই ছিল, কিন্তু সেই অসম্ভবকে আমরা সম্ভব করেছি।'

এরপর মিস্টার স্পাইকারম্যানের মাধ্যমে মাননীয় গভর্নরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিলাম আমরা। কারণ বেশিক্ষণ কথা বলার মত নয় তাঁর শারীরিক অবস্থা।

এই দিনটা, অর্থাৎ উনিশে জুন আরেকটা কারণে স্মরণীয় আমাদের কাছে। আমার ডাচ সহযোগী মিস্টার ম্যাক্স আর আমি একমত হয়েছি যে শুধুমাত্র রোগীর পথ্যের ওপর নির্ভর করার আর প্রয়োজন নেই আমাদের। এখন আমরা ইচ্ছে মত খাওয়া দাওয়া করতে পারি। এই সংবাদ শুনে মিস্টার ওয়ানজন দারুণ এক ভোজের ব্যবস্থা করেছেন আমাদের জন্যে।–একটা নয় আসলে দুটো ভোজ। একটা নাবিকদের জন্যে অন্যটা অফিসারদের জন্যে। একই বাড়ির দুই অংশে। ক্যাপ্টেন স্পাইকারম্যান আর মিস্টার ম্যাক্স খুশি মনে রাজি হয়েছেন অফিসারদের ভোজে যোগ দিতে।

গভর্নরের বাড়ি থেকে ফিরে দেখলাম সব কিছু তৈরি। পেছন দিকের পিয়াজায় ব্যবস্থা হয়েছে নাবিকদের জন্যে। ওরা বসে গেছে টেবিলে। কোল বসেছে টেবিলের মাথায়, তার দু'পাশে মিডশিপম্যানরা, বাকিরা নিচের দিকে। এমন কি সবচেয়ে দুর্বল লেবোগ পর্যন্ত যোগ দেয়ার মত সুস্থ হয়ে উঠেছে। টেবিল উপচে পড়ছে নানা ধরনের লোভনীয় খাবারে। প্রত্যেকের চোখে-মুখে খুশির দীপ্তি।

ক্যাপ্টেন ব্লাই ঢুকতেই ওরা সবাই উঠে দাঁড়াল। তিনি ওদেরকে বসার ইঙ্গিত করে বললেন:

'প্রাণ ভরে খাও সবাই। শুরু করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ, বোঝা-ই

যাচ্ছে।'

'নিঃসন্দেহে, স্যার,' জবাব দিল কোল।

মিস্টার ব্লাই বেরিয়ে গেলেন হলে আমাদের অতিথিদের সাথে যোগ দিতে। নেলসন আর আমি কিছুক্ষণের জন্যে রয়ে গেলাম নাবিকদের স্মরণীয় ভোজটার শুরু দেখার জন্যে।

'আমরা বাড়াবাড়ি করছি ভাবছেন না আশা করি, মিস্টার লেডওয়ার্ড,' কোল বলল। 'এত ভাল ভিট্‌ল আমি জীবনে খাইনি!'

'খাও,' আমি বললাম, 'এগুলো তোমাদের পাওনা হয়েছে–তোমাদের সব্বার। যত পারো খাও।'

'ওরা থাক,' গজ গজ করল পার্সেল। 'এসব বড় লোকের খাবারে আমার পোষাবে না–কী খাচ্ছি তা-ই জানি না তো খাব কী? কিছু ডিম আর বেকন নিয়ে বসতে হবে আমাকে।'

'এই বুড়ো যেখানেই যাও দোষ বের করবে,' বলল হেওয়ার্ড।

'এই যে, পার্সেল, এখানে রুটি আছে,' বলল হ্যালেট, 'ভাত পছন্দ না হলে খেতে পারো। টিঙ্কলার, দাও তো ওকে।'

'মিস্টার লেডওয়ার্ড আর মিস্টার নেলসনও নিশ্চয়ই চাইবেন খানিকটা,' টিঙ্কলার বলল। 'একটু চেখে দেখুন, মিস্টার নেলসন।'

উঠে টেবিলের মাঝখানে চারটে লম্বা গ্লাসের ওপর সাজিয়ে রাখা বড় একটা থালা তুলে নিল টিঙ্কলার। থালার ওপর স্তূপ করা যে জিনিসটা বাউন্টির লঞ্চের রুটি ছাড়া দুনিয়ার আর কিছুর চেহারা অমন হতে পারে না। ওগুলো দেখেই হেসে উঠল নেলসন।

'অন্তত ক্ষুধাবর্ধক হিসেবে একটু খান,' বলল টিঙ্কলার। 'আমরা সবাই খেয়েছি। আপনি একটু খাবেন নাকি, মিস্টার লেডওয়ার্ড?'

'দাঁড়াও!' চিৎকার করল হেওয়ার্ড। 'ইচ্ছামত দিচ্ছ যে? মেপে দাও। ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের দাড়িপাল্লাটা কোথায়?'

ওদের ফুর্তি দেখে খুব ভাল লাগল আমার। ক'দিন আগের দুঃখ কষ্টের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। সেই কষ্টই এখন ওদের আনন্দের উৎস!

'এটুকুই অবশিষ্ট ছিল লঞ্চে, টিঙ্কলার?' নেলসন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আমরা হিসেব করছিলাম, মিস্টার নেলসন,' হেওয়ার্ড বলল, 'এই থালায় যতখানি দেখছেন এ দিয়ে আমাদের আঠারো জনের আরও এগারো দিন চলত, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কুপ্যাঙের দেখা না পেতাম।'

'কুপ্যাঙের দেখা না পেলে এটুকু সম্বল করে হয়তো আমাদের বাড়ি পর্যন্ত যেতে হত,' যোগ করল টিঙ্কলার, 'কী বলেন, সারেঙ?'

হাতের কাঁটা চামচটা শক্ত করে ধরে মুখ তুলল কোল।

'আমি বলছি, মিস্টার টিঙ্কলার,' গম্ভীর কণ্ঠে সে বলল, 'ক্যাপ্টেন ব্লাই যদি বাধ্য হতেন আমরা সাহায্য করলে ঠিকই তিনি পারতেন এটুকু রুটি সম্বল করে ইংল্যান্ড পর্যন্ত যেতে।'

কোল-এর কথা শুনে সবাই হুররে দিয়ে উঠল উৎফুল্ল কণ্ঠে।

'কিন্তু, সারেঙ,' হেওয়ার্ড বলল, 'ঈশ্বরের কসম বলছি, কথাটা কানে তুলো না ব্লাইয়ের! কে জানে, ভদ্রলোকের হয়তো চেষ্টা করার সাধ জেগে উঠবে।'

অফিসারদের টেবিলে খাওয়া এগোচ্ছে আরেকটু সংযত ভাবে। টেবিলে খাবার, খাবার আর খাবার; ভাত, চিংড়ি মাছের ঝোল, ভাজা মাছ, রোস্ট করা মুরগি–আরও যে কত কী, আমি সবগুলোর নামও জানি না। তাছাড়া আছে মদ, অঢেল। টেবিলের ওপর যে ক'বোতল আছে তা দিয়ে চাইলে আমাদের সবাইকে গোসল করিয়ে দেয়া যায় অনায়াসে। ক্যাপ্টেন ব্লাই বরাবরই মিতপায়ী, মাঝে মাঝে দু'একটা চুমুক দিচ্ছেন গ্লাসে। আমরা বাকিরা প্রাণভরে পান করছি। আমাদের ডাচ অতিথিরা যেমন পান করছেন খাচ্ছেনও তেমন। কোনটাতেই কার্পণ্য নেই তাঁদের। খেতে খেতে গল্প হচ্ছে।

স্বভাবতই আমাদের অতিথিরা বিদ্রোহের খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে আগ্রহী। কিন্তু শিগগিরই তাঁরা বুঝে ফেললেন মিস্টার ব্লাইয়ের কাছে বিষয়টা মোটেই আনন্দদায়ক নয়; তিনি এ নিয়ে খুব একটা আলাপ করতে চান না। অতিথিদের দু'তিনটে প্রশ্নের জবাব দেয়ার পরই তিনি মিস্টার ওয়ানজনকে বললেন:

'আমাদের শপথ করা বিবৃতি আছে আপনার কাছে। বদমাশগুলোর এদিকে আসবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, তবু কোন কারণে বা কোনভাবে যদি এসে পড়ে, ধরবেন ওদের; একটাকেও পালাতে দেবেন না।'

'এই একটা ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ক্যাপ্টেন ব্লাই,' জবাব দিলেন মিস্টার ওয়ানজন, এবং এখানেই ইতি হলো বিদ্রোহ প্রসঙ্গের।

'আমার লোকজন সব সুস্থ হয়ে ওঠার পর আর আমি দেরি করতে চাই না,' বললেন ব্লাই; 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশের পথে রওনা হয়ে যেতে চাই। কিন্তু, মিস্টার ওয়ানজন, আমরা এখন এক দল ভিখিরির চেয়ে বেশি কিছু না। একটা পেনিও নেই আমাদের কারও কাছে!'

'এ নিয়ে ভাববেন না, ক্যাপ্টেন ব্লাই। মিস্টার ভ্যান এস্টি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যা টাকা পয়সা লাগে যেন দেই আপনাদের।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার ওয়ানজন, খুবই সদয় মানুষ আপনাদের গভর্নর। ইংল্যান্ডের মহানুভব রাজার সরকারের পক্ষ থেকে আমি ঋণ নেব আপনাদের কাছ থেকে, যথাসময়ে ফিরিয়ে দেয়া হবে।...ক্যাপ্টেন স্পাইকারম্যান, আপনাদের এখানে ছোটখাট কোন জাহাজ আছে–আমাদের আঠারো জনকে বাতাভিয়ায় নিয়ে যাওয়ার মত? ওখানে সময় মত পৌঁছুতে চাই যাতে অক্টোবর বহরের সাথে ইওরোপের পথে রওনা হতে পারি।'

'হ্যাঁ, ছোট একটা স্কুনার আছে,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন স্পাইকারম্যান, 'এখান থেকে লিগ দুয়েক দূরে এক খাঁড়িতে। ওটা বিক্রি হবে, আমি জানি।'

'দাম কত পড়তে পারে?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লাই।

'অন্তত এক হাজার রিক্স-ডলার।'

'একটু বেশি মনে হচ্ছে না?'

'তা একটু বেশিই, তবে এ দামের যোগ্য ওটা। চৌত্রিশ ফুট লম্বা, প্রায় নতুন, আপনাদের প্রয়োজন অত্যন্ত চমৎকারভাবে মেটাতে পারবে। যদি দেখতে চান তো এক দু'দিনের ভেতর ওটা আনাতে পারি এখানে।'

'আনান। দাম যা-ই হোক পছন্দ হলে আমি কিনব।'

খাওয়া শেষ। একটু পরেই বিদায় নিলেন অতিথিরা। নেলসন খুবই খোশ মেজাজে আছে। দ্বীপের গাছ-পালা ও পরিবেশ সম্পর্কে সমীক্ষা চালানোর অনুমতি চেয়েছিল ও। মিস্টার ওয়ানজন শুধু অনুমতি দেননি ওর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে ভৃত্যও দেবেন জানিয়েছেন। নেলসনের শরীর এখনও যথেচ্ছ ঘোরাঘুরি করার মত সুস্থ হয়নি বলে আমি আপত্তি জানালাম। কিন্তু ও আমার কোন আপত্তিই কানে তুলল না, উপরন্তু মিস্টার ব্লাইয়ের অনুমতি আদায় করে ফেলল। সত্যি কথা বলতে কি আমি খুশি মনেই ওর সাথে অভিযানে বেরোতাম, কিন্তু আমার পায়ের ঘা তা আমাকে করতে দিল না।

পরের দশটা দিন একটানা ও কুপ্যাঙ-এর বাইরে থাকল। একবার বা দুবার এলো নতুন সংগ্রহ করা নমুনাগুলো রেখে যাওয়ার জন্যে। ওর দুর্বল শরীর এ ধকল সইতে পারল না। জুলাইয়ের শুরুতে জ্বরে পড়ল নেলসন। কারও নিষেধ না শুনে তার ভেতরই কয়েকদিন বেরোল ও। তারপর একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। মিস্টার ম্যাক্স আর আমি—দু'জনে ওর চিকিৎসা করতে লাগলাম। কিন্তু ক্রমশ খারাপই হতে লাগল ওর অবস্থা।

বিশে জুলাই রাত একটায় মারা গেল নেলসন। ওকে হারানোর ব্যথা আমাদের সবার মনে যে কী হয়ে বাজল সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভয়ানক মুষড়ে পড়লাম। স্পিটহেডে প্রথম যেদিন সাক্ষাৎ হয়েছিল সেদিনই আমরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম পরস্পরকে। মিস্টার ব্লাইও খুব মর্মাহত হলেন। বাউন্টির যে তিন-চারজন মানুষ তাঁর হৃদয় জয় করতে পেরেছিল নেলসন ছিল তাদের একজন। আমার বিশ্বাস আমাদের দলের অর্ধেক ক'জনকে হারানোর বিনিময়েও তিনি ওকে বাঁচিয়ে রাখতেন যদি পারতেন।

পরদিন ওকে আমরা কবর দিলাম। ডাচ দুর্গের বারোজন সৈনিক কালো পোশাকে সজ্জিত হয়ে কফিন বয়ে নিয়ে গেল গোরস্থান পর্যন্ত। মিস্টার ব্লাই আর মিস্টার ওয়ানজন হেঁটে গেলেন কফিনের ঠিক পেছনে থেকে। তাঁদের পেছন পেছন গেল শহরের দশজন গণ্যমান্য লোক আর বন্দরে নোঙ্গর করে থাকা জাহাজ দুটির অফিসাররা। সব শেষে বাউন্টির নাবিকরা। কবর দেয়ার স্তোত্র পাঠ করলেন মিস্টার ব্লাই। চ্যাপেলের পেছনে ইওরোপীয়দের জন্যে নির্ধারিত গোরস্থানে শেষ শয্যায় শুইয়ে দেয়া হলো নেলসনকে।

কুপ্যাঙ-এ আর যে ক'দিন থাকলাম, সবার কথা জানি না, আমি বেশ মনমরা হয়ে রইলাম। মিস্টার ব্লাই ব্যস্ত রইলেন আমাদের যাত্রার আয়োজনে।

সেই স্কুনারটা কিনেছেন তিনি। এখন যাত্রার জন্যে প্রস্তুত করে তুলছেন ওটাকে। আমাদের সবাই সুস্থ হয়ে কাজ করছে ব্লাইয়ের সঙ্গে, আর আমি শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছি আর নেলসনের কথা ভাবছি। কিছু একটা কাজে ডুবে যেতে পারলে অনেক ভাল থাকতাম আমি। কিন্তু পায়ের ঘা সারছে না কিছুতেই।

স্কুনারটা সত্যিই ভাল, ক্যাপ্টেন স্পাইকারম্যান যেমন বলেছিলেন। ব্লাই ওটার নতুন নামকরণ করেছেন 'রিসোর্স'। জাভার উপকূল ধরে এগোতে হবে আমাদের। জায়গাটা তত নিরাপদ নয় নিরস্ত্র জাহাজের পক্ষে। তাই ব্লাই চারটে পেতলের ছোট কামান আর চোদ্দটা হালকা বন্দুকে সজ্জিত করেছেন জাহাজটাকে। প্রচুর গুলি আর বারুদ নিয়েছেন।

আগস্টের উনিশ তারিখে আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। সবাই জাহাজে গিয়ে উঠলাম। পরদিন রওনা হব।

বিশে আগস্ট সকাল থেকে আমাদের ডাচ বন্ধুদের ঢল শুরু হলো রিসোর্স-এ। গভর্নর ভ্যান এস্টির শরীর আরও খারাপ হয়েছে। ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের সঙ্গে আমরা যখন বিদায় নিতে গেলাম তিনি দেখা করতে পারলেন না আমাদের সাথে। মিস্টার ওয়ানজন তাঁর হয়ে স্বাগত জানালেন আমাদের। মিস্টার ব্লাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন তাঁকে। সার্জন মিস্টার ম্যাক্সকে আমাদের চিকিৎসা এবং সেবা শুশ্রূষার পারিশ্রমিক বাবদ টাকা দিতে চাইলেন ব্লাই। কিন্তু মিস্টার ম্যাক্স সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে জানালেন; তিনি যা করেছেন তা তাঁর কর্তব্য ছিল বলেই করেছেন; কোন পারিশ্রমিকের আশায় করেননি।

ক্যাপ্টেন ব্লাই তাঁর পুরনো মেজাজে ফিরে এসেছেন আবার। পদ মর্যাদা অনুযায়ী নতুন পোশাক পরেছেন। চুল সুন্দর করে ছাঁটা এবং পাউডার লাগানো। বিদায় মুহূর্তে পেছনের ডেকে যখন ক্যাপ্টেন স্পাইকারম্যান আর মিস্টার ওয়ানজনের সাথে আলাপ করতে দেখলাম, যেদিন আমরা কুপ্যাঙ-এ পৌঁছেছিলাম তাঁর সেদিনকার চেহারার সাথে আজকের চেহারা মেলাতে পারলাম না।

বিকেল চারটের দিকে অতিথিদের শেষ দলটা ফিরে গেল তীরে। বাতাস অনুকূল। দেরি না করে নোঙ্গর তুললাম আমরা। খোলা সাগরের দিকে এগিয়ে চলল রিসোর্স। পেছনের সৈকত লোকে লোকারণ্য। সবাই হ্যাট, রুমাল, হাত নাড়ছে। তীর থেকে কিছুটা সরে আসার পর দুর্গ থেকে বাতাসে কামান দেগে আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানানো হলো। আমাদের গানার পেকওভার দীর্ঘদিন পর তার যোগ্য কাজ পেয়ে বর্তে গেল। আমাদের পেতলের কামানগুলো জবাব দিল ডাচ সম্ভাষণের।

আর বাউন্টির লঞ্চ—ওটাকে রিসোর্সের পেছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। টিঙ্কলার বসেছে হালে। দায়িত্বটা পেয়েছে বলে গর্বিত এক ভঙ্গি ফুটে উঠেছে ওর চেহারায়। পেকওভার আর আমি পেছনের রেলিং-এ ভর দিয়ে তাকিয়ে আছি লঞ্চটার দিকে। ভাবছি কী উপকারটা করেছে ও আমাদের!

নিষ্প্রাণ একটা বস্তু, তবু আমরা ভালবাসি ওকে, আমরা সবাই।

'কী সুন্দর চলছে,' ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল পেকওভার। 'নিজের ইচ্ছাতেই আসছে যেন। আমার মনে হয় দড়ি বাঁধা না থাকলেও আসত ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের পেছন পেছন।'

'আমারও তা-ই মনে হয়, পেকওভার,' আমি বললাম।

উপসংহার

অক্টোবরের এক তারিখে আমরা বাতাভিয়ায় নোঙ্গর ফেললাম। ক্যাপ্টেন তক্ষুণি তীরে গেলেন সাবান্দার (বহিরাগত ও বহিরাগমন বিষয়ক সরকারি কর্মচারী) মিস্টার ইঙ্গলহার্ড-এর সঙ্গে দেখা করতে। একই সন্ধ্যায় খবর পাওয়া গেল শহরের একমাত্র হোটেল–যেখানে বিদেশীরা থাকতে পারে সেখানে থাকার অনুমতি পেয়েছি আমরা।

বাতাভিয়ার মত জঘন্য আবহাওয়া পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। আশপাশের জলাভূমি থেকে অনবরত পচা দুর্গন্ধযুক্ত বাষ্প উঠে ভরে দিচ্ছে বাতাস। যার প্রভাবে বেশিরভাগ বিদেশী এখানে আসা মাত্র আক্রান্ত হয় ভয়ানক জ্বর আর মাথা ব্যথায়। সুস্থ সতেজ মানুষদের ক্ষেত্রে যেখানে অবস্থা এই আমাদের ক্ষেত্রে সেখানে কী সহজেই অনুমেয়! ওপরে ওপরে আমরা মোটামুটি সুস্থ হলেও ভেতরটা এখনও সবল হয়নি কারও। খুব শিগগিরই অসুস্থ হয়ে পড়লাম কয়েকজন। এর ফলে শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতে হলো হল, লেঙ্কলেটাকে আর এলফিনস্টোনকে।

হোটেলে এক রাত থাকার পরই এমনভাবে সারা শরীর কাঁপিয়ে জ্বর এল মিস্টার ব্লাইয়ের যে আমি ভয় পেয়ে গেলাম উনি বাঁচবেন কিনা ভেবে। আমি ওঁর দেখাশোনা করতে পারলাম না, কারণ আমি আগের রাতেই আক্রান্ত হয়েছি একই অসুখে, তার ওপর পায়ের ঘা তো আছেই। শহর হাসপাতালের প্রধান সার্জন মিস্টার আনসর্পকে খবর দেয়া হলো। পেরু-ছাল* ও মদের সাহায্যে ভদ্রলোক তাঁর চিকিৎসা করলেন। এই চিকিৎসায় কয়েক দিনের মধ্যেই মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠলেন ব্লাই।

হোটেলে ওঠার চার দিন পর জাভার সার্জন জেনারেল মিস্টার স্পারলিং-এর আমন্ত্রণে বাতাভিয়ার নাবিক-হাসপাতালে গেলেন ক্যাপ্টেন ব্লাই। সঙ্গে নিলেন আমাকে। শহর থেকে তিন চার মাইল দূরে নদীর মাঝখানে এক দ্বীপে হাসপাতালটা। এ ধরনের হাসপাতাল সাধারণত যেমন হয় তেমন–বড়সড়, অন্তত পনেরোশো জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রোগীদের সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থাও ভাল। ইংল্যান্ডে শিক্ষিত মিস্টার স্পারলিং গভীর আগ্রহ নিয়ে আমাদের কাহিনী শুনলেন এবং ক্যাপ্টেন ব্লাইকে বললেন

---

* সম্ভবত সিনকোনা গাছের।–সম্পাদক।

আমাদের যারা অসুস্থ তাদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে। আর আমাকে এবং ক্যাপ্টেনকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর বাসায় থাকার। মিস্টার ব্লাই প্রথমে রাজি না হলেও শেষ পর্যন্ত ফেলতে পারলেন না ভদ্রলোকের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

কয়েকদিন পর। মিস্টার স্পারলিংয়ের বাসার বারান্দায় বসে আলাপ করছি আমরা দুই সহযোগী। বিষয় বাউন্টির লঞ্চে অসহ্য কষ্ট সয়ে আমাদের ছত্রিশশো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আসা।

'আপনাদের বেঁচে থাকাটা এক আশ্চর্য ঘটনা,' বললেন মিস্টার স্পারলিং। 'যে ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে! তারপর এখানকার আবহাওয়া ক'দিন সইতে পারবেন তাই ভাবছি। বিশেষ করে মিস্টার ব্লাইয়ের জন্যে চিন্তা হচ্ছে আমার। বেশিদিন এখানে থাকলে···।' থেমে একটু কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। তারপর বলে চললেন, 'এমন দৃঢ়চেতা লোক আর আমি দেখিনি! এই অসুখে বেশিরভাগ মানুষেরই পিঠ বিছানায় লেগে যায়, আর উনি রোজ শহরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, তাড়াতাড়ি দেশে ফেরার জোগাড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছেন। গভর্নরের সাথে আলাপ করেছি আমি। উনি আশ্বাস দিয়েছেন, এপ্রিলের ষোলো তারিখে যে জাহাজটা ছাড়বে মিস্টার ব্লাই আরও দু'জনকে সহ তাতে জায়গা পাবেন।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, স্যার! মিস্টার ব্লাই আমাদের সবার সমান কষ্ট তো সহ্য করেছেনই, তার ওপর বহন করেছেন এতগুলো লোকের দায় দায়িত্ব। এই শেষের ব্যাপারটাই, আমার ধারণা, ওঁর শরীর আরও বেশি ভেঙে দিয়েছে। একাধিক বার আমার মনে হয়েছে উনি বোধহয় এখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবেন।'

'সে সম্ভাবনা এখনও যে নেই তা কিন্তু না,' বললেন স্পারলিং। 'এখানে এমনিতেই ইওরোপীয়দের মৃত্যুর হার স্থানীয়দের চেয়ে অনেক বেশি। তার ওপর মিস্টার ব্লাই যে অত্যাচার করছেন শরীরের ওপর। আপনি একটু ওঁকে বলবেন, মিস্টার লেডওয়ার্ড, বেশি খাটাখাটনি যেন না করেন।'

'আমি বলেছি, স্যার। আবারও বলব। কিন্তু উনি শুনবেন বলে মনে হয় না। কারও পরামর্শ শোনার মানুষ উনি নন।'

এক মালয়ী-ভৃত্য এসে মাথা নুইয়ে কিছু বলল তাঁর প্রভুকে। মিস্টার স্পারলিং উঠে দাঁড়ালেন।

'ক্যাপ্টেন ব্লাই আসছেন,' বললেন তিনি।

একটু পরেই মিস্টার ব্লাই এলেন বারান্দায়। তাঁকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন সার্জন জেনারেল। ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে ইশারায় বললেন পানীয় আনতে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ভৃত্য ফিরল ট্রের ওপর সাজানো গ্লাস আর বোতল

নিয়ে।

'নিন পান করুন,' মদ ঢেলে একটা গ্লাস ব্লাইয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন স্পারলিং। 'আপনার এই অবস্থায় এর চেয়ে ভাল টনিক আর নেই।'

'আপনার স্বাস্থ্য কামনা করছি,' গ্লাস উঁচু করে বললেন ব্লাই।

আয়েশ করে পান করতে করতে আলাপ চলল।

'আপনার এক লোকের অবস্থা খুবই খারাপ,' মন্তব্য করলেন সার্জন জেনারেল, 'সকালে যাকে দেখে এলাম। বাঁচবে বলে মনে হয় না।'

'হ্যাঁ—হল,' বললেন ব্লাই। 'বেচারা বড় হতভাগ্য।'

'পেটের পীড়া এত বেশি হয় আপনাদের এখানে,' মিস্টার স্পারলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম।

'হ্যাঁ,' বললেন তিনি। 'খুব কম লোকই রেহাই পায় ওর হাত থেকে। আমার মনে হয় আপনাদের ওই লোকটা বিষাক্ত কোন ফল খেয়েছিল কুপ্যাঙ-এ।'

কিছুক্ষণ নীরব রইলাম আমরা। মিস্টার ব্লাইয়ের চেহারা দেখে মনে হলো অস্বস্তিকর কিছু একটা যেন তাঁর মনকে পীড়িত করছে।

'লেডওয়ার্ড,' অবশেষে বললেন তিনি, 'লঞ্চটা আমাকে ছাড়তে হলো শেষ পর্যন্ত।'

'কেন! বিক্রি করে দিয়েছেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ। স্কুনারটাও। তবে ওটা হারিয়ে তত দুঃখ হয়নি আমার যতটা হয়েছে লঞ্চ হারিয়ে। ওটা ইংল্যান্ড পর্যন্ত নেয়ার বিনিময়ে পাঁচশো পাউন্ড দিতে রাজি ছিলাম আমি।'

'ডাইডট-এ একটু জায়গার ব্যবস্থা করা গেল না ওটার জন্যে?'

'এক ফুটও না! এক ইঞ্চিও না। টিমোর থেকে জোগাড় করা আমার ছ'টা গাছও নিতে পারছি না।'

মাথা ঝাঁকালেন স্পারলিং।

'অক্টোবর বহরে কখনোই বেশি জাহাজ থাকে না,' বললেন তিনি। 'সেকারণে প্রতিফুট জায়গা অনেক আগেই বিক্রি হয়ে যায়। গভর্নর প্রভাব খাটিয়েছেন বলেই আপনাদের জন্যে তিনটে আসনের ব্যবস্থা করা গেছে। বিশ্বাস করুন, আমার স্ত্রী যদি এখন উত্তমাশা অন্তরীপে ওর চাচার কাছে কোন উপহার পাঠাতে চায়, আমি জায়গার ব্যবস্থা করতে পারব না।'

'ভেবেছিলাম লঞ্চটা আমি নিতে পারব,' বললেন ব্লাই। 'অ্যাডমিরালটির যাদুঘরে ওটার স্থান হওয়া উচিত। এত ভাল নৌকা আর কখনও তৈরি হয়নি!'

'কত দাম পেলেন দুটো বেচে?' জিজ্ঞেস করলেন স্পারলিং।

করুণ একটু হাসলেন ব্লাই। 'আর বলবেন না, একেবারে গলা কেটেছে। হাজার ডলারের স্কুনারটার দাম উঠল মাত্র দুশো পঁচানব্বই ডলার-'

'আর লঞ্চটার?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ও সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল। কোল আর পেকওভার ছিল আমার সাথে, আমার মতই বুক ভাঙা অবস্থা ওদের। দেশে না নিতে পারলেও এখানে যদি কোথাও নিরাপদে রেখে যেতে পারতাম তবু আমি বেচতাম না ওটা।' গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'কিন্তু তা-ও সম্ভব হলো না।'

পরদিন মারা গেল টমাস হল-বাউন্টি ছাড়ার পর আমাদের তৃতীয় মৃত্যু। লঞ্চের অমানুষিক কষ্ট সাহসিকতার সাথে সয়েও পূর্ব ভারতীয় রোগের হাত থেকে বাঁচতে পারল না ও। লেস্কলেটার আর এলফিনস্টোনও তাদের দেহ রেখে গেল বাতাভিয়ায়-ক্যাপ্টেন ব্লাই যে অসুখে পড়েছিলেন সেই একই অসুখে।

ষোলোই অক্টোবর সকালে দিনের আলো ফুটে ওঠার অনেক আগে ঘুম ভেঙে গেল আমার পাশের ঘরে নড়াচড়ার শব্দ শুনে। মিস্টার ব্লাই থাকেন ও ঘরে। আজ তাঁর যাওয়ার দিন। ব্যক্তিগত ভৃত্য স্মিথকে নিয়ে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করছেন। একটু পরে গিয়ে উঠবেন ভ্লাইডট-এ।

ভোরের ধূসর আলো যখন ফুটে উঠতে শুরু করেছে, আমার দরজায় টোকার শব্দ হলো। মিস্টার ব্লাই ঢুকলেন ঘরে।

'জেগে আছ লেডওয়ার্ড?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। আমি উঠে বসার চেষ্টা করতেই উনি ইশারায় নড়তে চড়তে বারণ করলেন।

'তোমার কাছে বিদায় নিতে এলাম,' আবার বললেন তিনি।

'আপনার সাথে যেতে পারলে খুশি হতাম আমি, স্যার।'

হাসলেন তিনি। 'যেতে হচ্ছে না এই ভেবে খুশি হও! হয়তো ইংল্যান্ডের কোন জাহাজে দেশে ফেরার ভাগ্য হবে তোমার। কাল আমি ভ্লাইডট্-এর ক্যাপ্টেন মিস্টার ক্যুভরেট-এর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। নৌ-চালনা নিয়ে দু'একটা কথা হলো তাঁর সাথে-শুনলে অবাক হবে লগের সাহায্য ছাড়াই ওরা জাহাজ চালায়। ওদের দিক পরিবর্তনের হিসেবও বড় অদ্ভুত। কী করে যে সাগর পাড়ি দিয়ে আসে ভেবে অবাক লাগছিল। টেবল বে-তে কোনমতে পৌঁছুতে পারলে ভাগ্যবান মনে করব নিজেকে। তারপর যে করেই হোক কোন দেশী জাহাজে উঠে পড়তে হবে।'

এই সময় পিয়াজা থেকে মিস্টার স্পারলিং-এর চিৎকার ভেসে এল:

'আপনার নৌকা অপেক্ষা করছে, ক্যাপ্টেন ব্লাই!'

উষ্ণ হাতের ভেতর আমার একটা হাত টেনে নিয়ে সামান্য নেড়ে ছেড়ে দিলেন তিনি। বললেন:

'আসি, লেডওয়ার্ড। লন্ডন পৌঁছে মিসেস ব্লাইয়ের সাথে দেখা করতে ভুলো না।'

'আশা করি সে সময় আপনাকেও দেখব, স্যার।'

মাথা নাড়লেন তিনি। 'সম্ভাবনা কম। যদি ঠিকঠাক মত যেতে পারি, তোমরা ইংল্যান্ডে পৌঁছানোর আগেই আমি তাহিতির পথে রওনা হয়ে যাব আবার।'

চলে গেলেন তিনি–আমার দেখা শ্রেষ্ঠতম নাবিক। অন্তরের অন্তস্তল থেকে তাঁর জন্যে প্রার্থনা করলাম ঈশ্বরের কাছে।

***